পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 323 Tuesday, 28 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩২৩ সংখ্যা ❋ ১০ কার্তিক ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

তাড়াহুড়ো করবেন না, পদপিষ্টের মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ গুজবে কোনও কান দেবেন না। ছটপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে পুণ্যার্থীদের সাবধনতার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সোমবার এবং আগামিকাল মঙ্গলবার ছটপুজো। এই সময় গঙ্গায় গিয়ে পুজো সারেন হিন্দিমানুষজন। লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটে। কার্যত কুম্ভ থেকে শিক্ষা নিয়ে ছটে বিশেষ সতর্কতা প্রশাসনিক প্রধানের। এদিন প্রথমে তক্তাঘাটে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে দইঘাটে পৌঁছন। সেখান থেকে হিন্দিভাষী ভাই-বোনদের উদ্দেশে শুভেচ্ছাবার্তা জানানোর পাশাপাশি মানুষকে সতর্ক থাকার কথা বলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ভয়ে থাকি যাতে কোনওভাবে পদপিষ্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি না হয়।'' বিশেষ করে যারা গঙ্গায় যাচ্ছেন তাঁদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থনা তাঁরা যাতে আসতে আসতে যান এবং আসতে আসতেই ফিরে আসেন। একসঙ্গে বহু মানুষ যাতে গঙ্গায় না নামেন সেই আবেদনও রাখেন। এক্ষেত্রে নিরাপত্তায় থাকা কর্মী এবং আধিকারিকদের বিশেষ নজর রাখার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''একটা দল ফিরে আসার পর যাতে পরের আরেকটা দল যায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।'' শুধু তাই নয়, সাধারণ মানুষকে কোনও গুজবে কান না দেওয়ার কথা বলেন প্রশাসনিক প্রধান। বলেন, কেউ যদি চিৎকার করে বলেন অন্য জায়গায় গণ্ডগোল হচ্ছে, তাতে কান না দেবেন না। এক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে বলেও এদিন মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলে রাখা প্রয়োজন, উত্তরপ্রদেশে কুম্ভে স্নান করতে যাওয়ার হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। যা নিয়ে যোগী সরকারকে একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাসাগর মেলার ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে যোগী সরকারের অব্যবস্থার কথা তুলে ধরে

শাসকদল। ছটপুজোয় যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে কার্যত সেদিকে তাকিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর এহেন সতর্কবার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে। ভক্তদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী, হাতজোড় করে প্রণাম জানালেন 'ছটী মাইয়া'-কে। রাজ্যের শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ছটী মাইয়া সকলের মঙ্গল করুন। সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, ''বাংলা হল সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। এখানে সবাই সবার উৎসব পালন করতে পারে। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার- এটাই আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য।'' উৎসবের আবহে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ছটপুজো উপলক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন ঘাটে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। আলোকসজ্জা, নিরাপত্তা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে তৈরি রাখা হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা দল, পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবীরা। উত্তরপ্রদেশ, বিহার থেকে আগত বহু মানুষও এবার বাংলার ঘাটে ছটপুজোয় অংশ নিচ্ছেন। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে সরকারি ছুটি। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ''আমরা চাই বাংলার মানুষ একসঙ্গে, শান্তিতে উৎসব পালন করুক। সব ধর্ম, সব উৎসবকে আমরা সমান সম্মান করি।'' প্রদীপের আলোয় ঝলমল করছে গঙ্গার ধারা। ঢাকের তালে, সূর্যের আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ভক্তি হোক অগাধ, ভিড় নয় বেপরোয়া!

আজ থেকে বাংলায় শুরু এসআইআর, জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন-এর দিন ঘোষণা করে দিল নির্বাচন কমিশন। নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সোমবার কমিশন সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দিল মঙ্গলবার থেকে এসআইআর-এর কাজ শুরু হচ্ছে বাংলায়। দ্রুত ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেশের সবক'টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে (সিইও) নিয়ে দিল্লিতে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার বৈঠকে বসেছিল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার, এসএস সান্ধু ও বিবেক যোশীর উপস্থিতিতে বৈঠক চলে। এসআইআর শুরুর আগে এই দ্বিতীয় প্রস্তুতি বৈঠকই ছিল শেষ বৈঠক। বিহারে এসআইআর-পর্ব শেষে বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এর পরে আগামী বছরের এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। বস্তুত, নির্বাচন কমিশনের সূত্রে জানা গিয়েছিল, বাংলার ২০০২

সালের তালিকা এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখা গিয়েছে- দু'টির মধ্যে মাত্র ৫২ শতাংশ ভোটারের তথ্য মিলে গেছে। রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা এখন ৭.৬ কোটি, অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক ভোটারের তথ্য মিলছে না। এখনও জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার তালিকা যাচাই বাকি, যা মিলিয়ে আরও প্রায় ৪০ লক্ষ ভোটার। ফলে, ভোটার যাচাইয়ের মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩.৫ কোটি। কমিশন সূত্রে খবর, বিহারে ২ কোটি ভোটারকে এই প্রক্রিয়ায় যাচাই করতে হয়েছিল। প্রতি বছরই যেমন নিয়ম মেনে ভোটার তালিকার সংশোধনের কাজ করে নির্বাচন কমিশন, তেমনই এবারও সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু এবার আর তা রুটিন সংশোধন নয়- কমিশন নিজেই মনে করছে, দীর্ঘদিনের প্রক্রিয়ায় অনেক ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। ফলে শুরু হচ্ছে 'স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা সংক্ষেপে এসআইআর, যেখানে গোটা ভোটার তালিকা নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে। কমিশনের বক্তব্য, নাম তোলা ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে এবার নিশ্চিত করা হবে দুটি বিষয়- এক, কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না পড়েন। দুই, একজনও অবৈধ ভোটার যেন তালিকায় না থাকেন। অর্থাৎ, প্রতিটি নাম নতুন করে যাচাই করে তালিকা প্রস্তুত করা হবে। কমিশন জানিয়েছে, এসআইআরের জন্য নির্দিষ্ট কোনও দিনক্ষণ নেই প্রয়োজন মনে হলেই এই উদ্যোগ নেওয়া যায়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে শেষবার এই ধরনের বিশেষ রিভিশন বা আমূল সংশোধন হয়েছিল ২০০২ সালে। অর্থাৎ, প্রায় ২৩ বছর পর ফের সেই পথে হাঁটছে কমিশন। গত এক দশক ধরে গোটা দেশেই এই ধরনের রিভিশন আর হয়নি। তবে, এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনীতির ময়দান তপ্ত। বিরোধী শিবিরের দাবি, 'বিজেপির ভাবনা' থেকেই এসআইআরের উদ্যোগ। কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ একাধিক দল অভিযোগ করেছে, বিজেপির ধারণা অনুযায়ী প্রায় এক কোটি 'অনুপ্রবেশকারী'- বিশেষ করে বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে আসা মানুষ ভারতের ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। সেই নামগুলি বাদ দেওয়াই নাকি এই বিশেষ রিভিশনের উদ্দেশ্য। বিজেপির বক্তব্য, এসআইআরের লক্ষ্যই হল ভোটার তালিকা পরিস্কার রাখা। অন্যদিকে, বিরোধীদের অভিযোগ, এটি আসলে ভোটের আগে নির্বাচনী সমীকরণ বদলের ছক।

‘বহিরাগত বাংলা বিরোধী জমিদারদের পরাজয়’, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ শুনে লিখলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ তিন বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প ফের শুরু হচ্ছে। হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখে সোমবার কাজ চালু রাখার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যাকে বহিরাগত বাংলা বিরোধী জমিদারদের পরাজয় বলে দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রায় ঘোষণার পরপরই অভিষেক এক্স পোস্টে লিখেছেন, আজ ঐতিহাসিক দিন। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের আবেদন খারিজ করেছে। বাংলার গরিব মানুষের কাজের অধিকার পুনরুদ্ধার হল। আসলে, কেন্দ্রীয় সরকারের সেই আবেদনটি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে, যেখানে রাজ্যে মনরেগা প্রকল্প ফের চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই নির্দেশ বহাল থাকায়, অভিষেকের ভাষায়, এটি দিল্লির ঔদ্ধত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের বিজয়। অভিষেক লেখেন, 'যখন রাজনৈতিকভাবে হারাতে পারেনি, তখন বিজেপি বঞ্চনাকে অস্ত্র করেছিল। বাংলার গরিব মানুষের মজুরি কেড়ে নিয়ে আর্থিক অবরোধ জারি করেছিল।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম- প্রতিটি টাকার, প্রতিটি পরিশ্রমিকের, প্রতিটি নীরব কণ্ঠের ন্যায় আমরা ফিরিয়ে আনব। আজ সেই প্রতিশ্রুতিরই জয় হল।' তাঁর বক্তব্যে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি লিখেছেন, 'আজকের রায় প্রমাণ করল- অন্যায় চলবে না, ষড়যন্ত্র টিকবে না, জনগণের আদালতেই তাদের বন্দি হতে হবে। বিজেপির ঔদ্ধত্যের আজ বিচার হল।' বস্তুত, সোমবার ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রের আবেদনে শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করল না সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রের আবেদনের শুনানিতে সাফ জানায়- আপনারা নিজেরাই আবেদন তুলে নেবেন, না কি আমরা তা খারিজ করে দেব? শেষ পর্যন্ত আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়। ফলে কার্যত হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল থাকল। এখন রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে আটকে থাকা টাকা ছাড়তে হবে

কেন্দ্রকে। তিন বছরের বেশি সময় পর ফের শুরু হতে চলেছে এই কর্মসংস্থান প্রকল্প। গত তিন বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ রয়েছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প। তৃণমূল সরকার বারবার অভিযোগ জানিয়েছে, কেন্দ্র ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকল্পের অর্থ আটকে রেখেছে। কেন্দ্রের দাবি, রাজ্যে এই প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে- প্রকৃত শ্রমিকদের বঞ্চিত করে টাকার লেনদেন হয়েছে ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। সেই কারণেই অর্থ বরাদ্দ বন্ধ রাখা হয়েছিল। এর আগেই গত জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের পক্ষে রায় দিয়েছিল। হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম কেন্দ্রকে বলেছিলেন, যে সমস্ত অভিযোগ রয়েছে, সেগুলি ২০২২ সালের আগের। সেই সময়ের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করুন, কিন্তু এখন প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখার কোনও কারণ নেই। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধেই কেন্দ্র সুপ্রিম কোর্টে যায়। কিন্তু সোমবার সর্বোচ্চ আদালত হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখে। এর ফলে মোদি সরকারকে এখন বাংলার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে অর্থ ছাড়তেই হবে।

১০০ দিনের কাজে 'সুপ্রিম নির্দেশ'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবরঃ ১০০ দিনের কাজ শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে ধাক্কা খেল কেন্দ্রীয় সরকার। কাজ শুরু করার নির্দেশ আগেই দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আর কার্যত কোনও জট রইল না। প্রায় চার বছর পর রাজ্যে শুরু হবে ১০০ দিনের কাজ। সেই সঙ্গে সব বকেয়া টাকাও মিটিয়ে দিতে হবে কেন্দ্রকে। বাংলায় ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে বেলাগাম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। মোট ৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি করা হয়েছিল বলে আদালতে জানিয়েছিলেন কেন্দ্র। পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, মালদহ, দার্জিলিং মতো একাধিক জেলায় সমীক্ষা করে দুর্নীতির প্রমাণ উঠে এসেছিল। সেই অভিযোগেই কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেয়। পরে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম পুনরায় রাজ্যে ওই প্রকল্প চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে অনন্তকালের জন্য ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না।'' সেই সঙ্গে হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, প্রয়োজনে সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিতে পারবে কেন্দ্র। দুর্নীতির তদন্তও চালিয়ে যেতে পারবে বলে জানিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার শুনানিতে হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখল শীর্ষ আদালত।

রাজ্য প্রশাসনে বড় রদবদল! সরানো হল একাধিক জেলার জেলাশাসককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবরঃ এসআইআর আবহের মধ্যেই এবার বদলি সতেরো আমলার। বদলি করা হয়েছে দশ জেলার ডিএম-কেও। একসঙ্গে সতেরো জন আইএএস-এর এভাবে বদলি এ রাজ্যে এর আগে হয়েছে কি না তা ভীষণই নজিরবিহীন। যাঁরা-যাঁরা বদলি হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই জেলা শাসক। জানা যাচ্ছে, বদলি হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়ার মতো একাধিক জেলার জেলাশাসক। এছাড়াও জানা যাচ্ছে, এসডিও, ওএসডি এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক মিলিয়ে মোট ৬৪ জন আধিকারিককে বদলি করেছে নবান্ন। যে বিজ্ঞপ্তি নবান্নের তরফে জারি করা হয়েছে, সেখানে ১০ জন জেলাশাসক, ২৪ জন এডিএম ও ১৫ জন এসডিও আর ১০ জন ওএসডি রয়েছেন। নবান্ন সূত্রের খবর, মোট ১০ জন জেলাশাসক বদল করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক ২২ জন এবং মহকুমা শাসক ১৫ জনকেও বদল করা হয়েছে। বদলির তালিকায় রয়েছেন অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটির ১০ জন আধিকারিকও। কী কারণে বদল তা নবান্নর তরফে এখনও স্পষ্ট করা হয়নি। তবে নবান্নের একটি সূত্রের দাবি, যে সব আধিকারিক টানা ৩ বছর একই পদে রয়েছেন ভোটের আগে নিয়ম মেনেই তাঁদের বদল করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বদল হওয়া জেলাশাসকদের তালিকায় রয়েছে দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, মালদহ, বীরভূম জেলা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, বদলি হওয়া আধিকারিকদের সিংহভাগই আইএএস। তবে এই বদলির পর জেলাশাসক পদে আর কোন ডব্লুবিসিএস অফিসার থাকল না। সব জেলায় জেলাশাসক পদে বসলেন আইএএস অফিসাররাই। ফলে নবান্নর অন্দরে ডব্লুবিসিএস অফিসারদের মধ্যে হালকা ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

দেশের পরিসংখ্যানে ছাত্র-ছাত্রীহীন স্কুলের তালিকার শীর্ষে বাংলা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবরঃ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে দেশজুড়ে প্রায় ৮,০০০ স্কুলে একটিও ছাত্র-ছাত্রী নেই, তবু সেখানে ২০,৮১৭ শিক্ষক কর্মরত! এই অসম্ভব পরিস্থিতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। যেখানে ৩,৮১২টি স্কুলে ১৭,৯৬৫ শিক্ষক চাকরি করছেন, কিন্তু সেই স্কুল গুলিতে নেই একটিও ছাত্র। এছাড়া, দেশে ১ লক্ষেরও বেশি একক-শিক্ষক স্কুল রয়েছে, যেখানে ৩৩ লক্ষেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষা মন্ত্রকের এই তথ্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অপচয়ের ছবি আঁকছে না, বরং শিক্ষার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লড়াইয়ে ব্যবস্থাগত ব্যর্থতারও প্রমাণ দিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রকের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে, ৭,৯৯৩টি স্কুলে কোনো ছাত্রী নেই, যা গত বছরের ১২,৯৫৪টির তুলনায় কিছুটা কম। কিন্তু এই হ্রাস সত্ত্বেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। পশ্চিমবঙ্গ এখানে সর্বোচ্চ স্থানে। যা মোট শূন্য ছাত্রীয় স্কুলের প্রায় ৪৮ শতাংশ এবং শিক্ষকের ৮৬ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয় স্থানে তেলেঙ্গানা, যেখানে ২,২৪৫টি স্কুলে ১,০১৬ শিক্ষক কর্মরত। তারপর মধ্যপ্রদেশে ৪৬৩টি স্কুলে ২২৩ শিক্ষক। অন্যদিকে, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গোয়া, আসাম, হিমাচল প্রদেশ, ছত্তিশগড়, নাগাল্যান্ড, সিক্কিম এবং ত্রিপুরায় এমন কোনো স্কুল নেই। ডেলি, পুডুচেরি, লাক্ষাদ্বীপসহ কয়েকটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলও এই তালিকা থেকে মুক্ত। এই শূন্য ছাত্রীয় স্কুলগুলোর কারণ কী? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্রামীণ এলাকায় জনসংখ্যা হ্রাস, বেসরকারি স্কুলের প্রসার এবং পরিকাঠামোগত সমস্যা এর পিছনে

প্রধান ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু আরও গুরুতর বিষয় হলো, এই স্কুলগুলোতে শিক্ষকরা কী করছেন? অনেক ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য স্কুলে স্থানান্তরিত হন না, বেতন পান এবং কাগজে-কলমে স্কুল চালু বলে দেখানো হয়। এতে সরকারি কোষাগারে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হচ্ছে, যা শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যবহার করা যেতে পারত। একজন শিক্ষা বিশ্লেষক বললেন, এটি শুধু অর্থের অপচয় নয়, শিক্ষকদের মনোবলও ভাঙছে। খালি ক্লাসরুমে বসে থাকা কোনো শিক্ষকের স্বপ্ন নয়। এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত আরেকটি চিন্তাজনক দিক হলো একক-শিক্ষক স্কুল। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ১,১০,৯৭১টি এমন স্কুল রয়েছে, যা গত বছরের ১,১৮,১৯০টির তুলনায় ৬ শতাংশ কম। এসব স্কুলে ৩৩ লক্ষেরও বেশি ছাত্রী পড়াশোনা করে। স্কুলের সংখ্যায় অন্ধ্রপ্রদেশ সর্বোচ্চ, তারপর উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং লাক্ষাদ্বীপ। কিন্তু ছাত্রী সংখ্যায় উত্তরপ্রদেশ প্রথম, তারপর ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং মধ্যপ্রদেশ। একজন শিক্ষক কীভাবে একসঙ্গে সব ক্লাস পরিচালনা করবেন? ফলে শিক্ষার মান নষ্ট হচ্ছে, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা একজন শিক্ষকের উপর নির্ভর করে পড়তে বাধ্য, যা তাদের ভবিষ্যতকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে। শিক্ষা মন্ত্রক এই সমস্যা মোকাবিলায় রাজ্যগুলোকে পরামর্শ দিয়েছে। স্কুল মার্জারের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, যাতে পরিকাঠামো এবং শিক্ষকদের সঠিকভাবে বিতরণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ তিন বছর ধরে শূন্য ছাত্রীয় স্কুলের স্বীকৃতি বাতিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের দায়িত্ব এখানে সবচেয়ে বেশি। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এই সমস্যা কেন এত গভীর? স্থানীয় শাসকরা বলছেন, জনসংখ্যা পরিবর্তন এবং শহরায়ণের কারণে এমন হচ্ছে, কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন এটি প্রশাসনিক অবহেলা এবং রাজনৈতিক স্বার্থের ফল।

এএসইএএন সম্মেলনের ফাঁকে কুয়ালালামপুরে মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠক এস জয়শঙ্করের

কুয়ালালামপুর, ২৭ অক্টোবরঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কূটনৈতিক অঙ্গনে আজ ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। কুয়ালালামপুরে চলতে থাকা অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস (এএসইএএন) সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে বসলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। এই সাক্ষাৎকে ঘিরে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়েছে আলোচনার ঝড়, বিশেষ করে বর্তমান বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের গুরুত্ব বা।।য়।এদিনের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় কুয়ালালামপুরের একটি বিশেষ কূটনৈতিক স্যুটে, যেখানে দুই দেশের প্রতিনিধিদলও উপস্থিত ছিলেন। ভারতের পক্ষ থেকে জয়শঙ্কর ছড়াও ছিলেন বিদেশ মন্ত্রকের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক, অন্যদিকে মার্কো রুবিওর সঙ্গে ছিলেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত।সূত্রের খবর, বৈঠকে মূলত আলোচিত হয় দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি বিনিময়, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কৌশলগত ভারসাম্যের বিষয়। দুই দেশের প্রতিনিধি দল একমত হন যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা শুধু দ্বিপাক্ষিক নয়, বরং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্যও অপরিহার্য। বৈঠকের পর জয়শঙ্কর সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ লেখেন, আজ সকালে কুয়ালালামপুরে মার্কো রুবিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভালো লাগল। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নানা বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত বার্তাতেই স্পষ্ট, আলোচনা ছিল গভীর ও বহুমাত্রিক।কূটনৈতিক মহলে মনে করা হচ্ছে, এই বৈঠক এমন এক সময়ে হলো যখন ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় নতুন কৌশল খুঁজছে। মার্কো রুবিও, যিনি দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন কংগ্রেসে ভারত-মার্কিন সহযোগিতার প্রবল সমর্থক হিসেবে পরিচিত, সম্প্রতি দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই ছিল তাঁর সঙ্গে জয়শঙ্করের প্রথম সরাসরি সাক্ষা।বৈঠকের আলোচনায় স্থান পায় প্রযুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কিত সহযোগিতার বিষয়ও। দু'দেশই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উপাদনে যৌথ উদ্যোগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারতীয় প্রতিনিধিদল সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়শঙ্কর স্পষ্টভাবে বলেন- ভারত বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে আত্মনির্ভর ও উদ্ভাবনী অর্থনীতি গড়ে তুলতে আগ্রহী, যেখানে মার্কিন সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।অন্যদিকে, মার্কো রুবিও বৈঠকের সময় ভারতের ভূমিকাকে প্রশংসা করে বলেন, ভারত আজ শুধু একটি আঞ্চলিক শক্তি নয়, বরং বৈশ্বিক ভারসাম্যের কেন্দ্রদ্রবিন্দু। গণতন্ত্র, প্রযুক্তি এবং মানবসম্পদে ভারতের অবদান বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ইঙ্গিত দেন যে, মার্কিন প্রশাসন ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি্র ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করতে চায়, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা উপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খলায় যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে।কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, এই বৈঠক ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে নতুন দিক দিতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলেও কিছু ক্ষেত্রে যেমন শুল্কনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি সুরক্ষা এবং বিনিয়োগ নীতিতে মতভেদ দেখা গিয়েছিল। তাই এই আলোচনা ভবিষ্যতের সমঝোতার পথ খুলে দিতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।বৈঠকে জয়শঙ্কর

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

৩১ অক্টোবর সর্দার প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীতে ‘ একতার দৌড়ে’ যোগ দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর - দেশবাসীকে ঐক্যের পথে হাঁটার বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবরঃআগামী ৩১ অক্টোবর, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিশেষ দিন। সেই দিনেই জন্ম নিয়েছিলেন এক মানুষ, যিনি স্বাধীন ভারতের মানচিত্রকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন, যিনি বিভক্তির ছায়া সরিয়ে এনে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন - সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। স্বাধীন ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই লৌহপুরুষের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দেশজুড়ে পালিত হবে ‘ একতা দিবস’। এই উপলক্ষেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন, যেন তাঁরা সকলে ‘ দৌ।’-এ অংশগ্রহণ করেন, ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেন, এবং নিজেদের কর্মে-চিন্তায় দেশকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন।রবিবারের ‘ মন কি বাত’-এর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী স্মরণ করলেন সর্দার প্যাটেলের অবদান, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর দৃঢ়তা এবং তাঁর নেতৃত্বের গৌরবময় অধ্যায়। তিনি বলেন, সর্দার প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী আমাদের জাতির জন্য এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের নির্মাতাদের অন্যতম। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান, তাঁর কৌশল, তাঁর অবিচল বিশ্বাস আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সাড়া দিয়েই সর্দার প্যাটেল তাঁর জীবন উসর্গ করেছিলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। খেদা সত্যাগ্রহ, বোর্সাদ সত্যাগ্রহ, কিংবা বারদোলি অভিযান - প্রতিটি আন্দোলনেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন সংগ্রামের প্রতীক। তাঁর দৃ।তা, তাঁর সংগঠকসত্তা, তাঁর অটল মানসিকতা কোটি কোটি ভারতবাসীর কাছে সাহসের উৎস হয়ে উঠেছিল। গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও তিনি নিজস্ব কর্মপন্থায় ছিলেন দৃঢ়, বাস্তববাদী ও প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অসাধারণ।ভ্ভ্মোদী বলেন, সর্দার প্যাটেল শুধু একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না তিনি ছিলেন এমন এক প্রশাসক, যিনি স্বাধীনতার পর বিভক্ত, বিভ্রান্ত, অসংগঠিত ভারতকে ঐক্যের সুতায় গেঁথেছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি না থাকলে আজকের ভারতের মানচিত্র এমন হতো না। ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে এক সংবিধানের অধীনে আনা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর দৃ।তা, তাঁর কৌশল এবং তাঁর দেশপ্রেমে সম্ভব হয়েছিল সেই অসম্ভব কাজ।

প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করেন সর্দারের আহমেদাবাদ পৌরসভার প্রধান হিসেবে দায়িত্বকালের দিনগুলিকেও। তিনি বলেন, সেই সময় থেকেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে সুশাসন ও স্বচ্ছতা প্রশাসনের মেরুদণ্ড। পরিচ্ছন্নতা, ন্যায্যতা, এবং জনসেবাকে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর কাজের প্রতিটি অধ্যায় আজও প্রশাসনের শিক্ষাসূত্র।‘ মন কি বাত’-এ মোদী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, ৩১ অক্টোবর, সর্দার প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীর দিন, দেশজু।ে আয়োজিত হবে ‘ ফর ইউনিটি’ বা ‘ দৌড়’। এই দিনটি কেবল একটি উদ্যাপন নয়, বরং এটি প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়ে ঐক্যের বীজ বপনের দিন। আমি প্রত্যেক নাগরিককে আহ্বান জানাচ্ছি- এই দৌড়ে অংশ নিন। একা নয়, পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী- সকলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলুন। দেশ তখনই এগিয়ে যায়, যখন তার নাগরিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে পদক্ষেপ নেয়। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, একতার দৌ। কেবল একটি প্রতীকী আয়োজন নয়। এটি আমাদের দেশের চেতনাকে পুনর্জীবিত করে। এই দৌড় আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা সকলেই ভারতের সন্তান, এবং আমাদের ঐক্যই আমাদের শক্তি। ধর্ম, ভাষা, প্রদেশ বা সংস্কৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও আমরা এক বৃহ পরিবারের অংশ। এই ঐক্যের বার্তা আমরা যেন আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, সেটিই হবে সর্দারের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য।সর্দার প্যাটেলকে ভারতের ঐক্যের প্রতীক বলে অভিহিত করে মোদী আরও বলেন, যদি তিনি না থাকতেন, তাহলে হয়তো আজকের ভারত অনেকখানি বিভক্ত থাকত। তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং দৃঢ় নেতৃত্বের ফলেই দেশ একত্রিত হয়েছিল। তাঁর সেই উত্তরাধিকারকে আমাদের রক্ষা করতে হবে, লালন করতে হবে। তাই একতার দৌড়ে অংশ নেওয়া মানে শুধু দৌড় নয়- এটি আমাদের ইতিহাস, আমাদের ভবিষ্যতের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ।প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে উসাহের সঞ্চার হয়েছে। দিল্লি থেকে মুম্বই, কলকাতা থেকে আহমেদাবাদ- প্রতিটি রাজ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। স্কুল, কলেজ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এমনকি স্থানীয় ক্লাবগুলিও ‘ দৌড়’-এর আয়োজন করছে। প্রতিটি জায়গায় ‘ ফর ইউনিটি’-র পোস্টার, ব্যানার, এবং স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে এক সুরে- এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত।প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রীয় একতা দিবস প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর পালন করা হয়। এই দিনেই ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বোধন করেছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি - ‘ অফ ইউনিটি’। গুজরাটের নর্মদা জেলার কেভাডিয়া এলাকায় নির্মিত ১৮২ মিটার উচ্চতার এই বিশাল ভাস্কর্য আজ ভারতের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিশ্বের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রতি বছর লাখো মানুষ সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, এবং এই দিনে বিশেষ শপথ নেওয়া হয় জাতীয় ঐক্য রক্ষার।এবারের একতা দিবসে সেই উদ্যাপন আরও বৃহ আকারে হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আয়োজন করা হবে পদযাত্রা, ম্যারাথন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সেমিনার। স্কুল ও কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতা ও প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে সর্দারের জীবনী ও কর্মজীবনের তাৎপর্য।প্রধানমন্ত্রী মোদীর কথায়, সর্দার প্যাটেল আমাদের শিখিয়েছেন যে দেশপ্রেম মানে কেবল স্লোগান দেওয়া নয় দেশপ্রেম মানে দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা, এবং ঐক্যের চেতনা। আজকের দিনে যখন বিভাজনের রাজনীতি মাথাচা।। দিচ্ছে, তখন তাঁর শিক্ষাই আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারে।তিনি আরও বলেন, আজকের প্রজন্মের জন্য সর্দার প্যাটেল এক অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস। প্রযুক্তির যুগে থেকেও আমরা যেন না ভুলে যাই যে ঐক্যই উন্নতির চাবিকাঠি। এই দৌড়ে অংশ নিয়ে আমরা প্রত্যেকে যদি প্রতিজ্ঞা করি- আমরা ভেদাভেদ ভুলে দেশকে এক করি- তবে তবেই আমরা সর্দারের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে পারব।৩১ অক্টোবর সকাল থেকেই রাজধানী দিল্লির ইন্ডিয়া গেট থেকে শুরু হবে বিশাল ‘ ফর ইউনিটি’। উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, সেনা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য, ক্রীড়াবিদ, এবং সাধারণ নাগরিক। দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে একইসঙ্গে আয়োজিত হবে এই দৌড়। গুজরাটে ‘ অফ ইউনিটি’-র পাদদেশে শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নিজে, যিনি জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন।ভারতের এই ঐক্যোসবে যোগ দিতে উৎসুক অসংখ্য তরুণ-তরুণী, প্রবীণ নাগরিক থেকে শুরু করে স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী- সকলেই। অনেকের হাতেই জাতীয় পতাকা, অনেকের গলায় ‘ লাভ মাই ইন্ডিয়া’-র ব্যানার, মুখে একটাই প্রতিধ্বনি- সর্দার প্যাটেল অমর রহে!রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের তাৎপর্য কেবল ইতিহাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের বার্তাও বহন করে। একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ, আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্দার প্যাটেল। সেই স্বপ্নকেই নতুন করে জাগিয়ে তুলছে এই দিবস।প্রধানমন্ত্রী মোদীর আহ্বান তাই শুধু একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নয় এটি ভারতের আত্মার সঙ্গে যুক্ত এক প্রতিজ্ঞা- বিভাজন নয়, ঐক্য ঘৃণা নয়, সহযোগিতা অবিশ্বাস নয়, একতার পথেই এগিয়ে চলা। তিনি বলেছেন, যে জাতি ঐক্যবদ্ধ, তাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। এই ঐক্যের শপথই হোক আমাদের সর্বোচ্চ দেশপ্রেম।এইভাবে ৩১ অক্টোবর শুধুই এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জন্মদিন নয়, এটি হয়ে উঠছে জাতির একতার উসব। সারা দেশ তখন দৌড়াবে একতাবদ্ধ হৃদয়ে, এক স্বপ্নে, এক লক্ষ্য নিয়ে - এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত।

গড়মুক্তেশ্বর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে গঙ্গাতীরে পূজার্চনা মুখ্যমন্ত্রী যোগীর, ৩০ লক্ষ ভক্তের আগমনের সম্ভাবনায় জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা

হাপুর, ২৬ অক্টোবরঃকার্তিক পূর্ণিমা উপলক্ষে আগামী ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তরপ্রদেশের ঐতিহ্যবাহী গড়মুক্তেশ্বর গঙ্গা মেলা। প্রতি বছরের মতো এবারও লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেই বিশাল আয়োজনের প্রস্তুতি পর্যালোচনায় রবিবার নিজে হাপুরে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আকাশপথে মেলার প্রস্তুতির সার্বিক পর্যালোচনার পাশাপাশি মাটিতেও প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে দেখেন তিনি। এরপর গঙ্গার তীরে গিয়ে পূজার্চনা ও প্রার্থনাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।গড়মুক্তেশ্বর মেলা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি উত্তরপ্রদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমার দিন গঙ্গার তীরে এই মেলায় লক্ষ লক্ষ ভক্ত স্নান করতে আসেন। বিশ্বাস, এই দিনে গঙ্গাস্নান করলে জন্মজন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্তি মেলে। সেইসঙ্গে গঙ্গার তীরে প্রদীপ প্রজ্বলনের দৃশ্য যেন এক অপার্থিব সৌন্দর্যে ভরিয়ে তোলে আকাশ-বাতাস।ভ্ভ্মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই মেলাকে ‘ ও ভক্তির মহাসম্মেলন’ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, গড়মুক্তেশ্বর মেলা উত্তরপ্রদেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। প্রতি বছর এখানে কোটি কোটি মানুষ আসেন গঙ্গা মায়ের আশীর্বাদ নিতে। প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষ সকলেই এই উৎসবকে সফল করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে লখনউ থেকে হেলিকপ্টারে চেপে হাপুরে পৌঁছন। সেখানে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি মেলার প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদ খোঁজখবর নেন। এরপর তিনি আকাশপথে মেলার প্রধান রুট, যান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ব্যারিকেড, গঙ্গা ঘাট, শিবির এলাকা এবং পার্কিং জোন পরিদর্শন করেন।হাপুর জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা গেছে, এবার গড়মুক্তেশ্বর মেলায প্রায ৩০ লক্ষ ভক্তের আগমনের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই অনুযায়ী জেলা পঞ্চায়েত, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যেই মেলার প্রধান রুটে রাস্তা মেরামতের কাজ শেষ হয়েছে, ঘাট সংলগ্ন এলাকায় ব্যারিকেড নির্মাণ প্রায় সম্পন্ন। পুলিশ লাইন এবং নিয়ন্ত্রণকক্ষও প্রস্তুত। নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থায় প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি পুলিশ ও প্যারামিলিটারি বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে জানা গেছে।গঙ্গার তীরে পূজার্চনার সময় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কল্যাণ ও জনগণের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, গঙ্গা শুধু একটি নদী নয়, এটি ভারতের আত্মা। তাঁর তীরে অনুষ্ঠিত প্রতিটি উসব আমাদের ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিক ঐক্যের প্রতীক। রাজ্য সরকার গঙ্গা পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি তীরবর্তী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।মুখ্যমন্ত্রী আরও নির্দেশ দেন, মেলায আগত ভক্তদের যেন কোনও অসুবিধা না হয়। তিনি জোর দেন শৌচালয়, পানীয় জল, চিকিসা শিবির ও বিদ্যুৎ সংযোগের ওপর। প্রশাসনকে তিনি বলেন, এটি ভক্তদের বিশ্বাসের মেলা। তাঁদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং আরামের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বে রাখতে হবে। সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমেই মেলাটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে।প্রসঙ্গত, গড়মুক্তেশ্বর মেলা উত্তর ভারতের অন্যতম প্রাচীন মেলা, যার ঐতিহাসিক গুরুত্বও গভীর। পুরাণ অনুসারে, ভগীরথ যখন গঙ্গাকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনেন, তখন গড়মুক্তেশ্বরের এই অঞ্চলেই তিনি প্রথম পুত্রদের আত্মার মুক্তির জন্য পূজার্চনা করেন। সেই থেকেই ‘ নামের উপত্তি। এখানে অবস্থিত মহাশ্মশান ঘাটও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।প্রতি বছর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই মেলায় শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড থেকেও ভক্তরা আসেন। মেলায় কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানই নয়, আয়োজন থাকে বিশাল মেলা প্রাঙ্গণের, যেখানে দোকানপাট, লোকসংস্কৃতি, হস্তশিল্প ও স্থানীয় শিল্পীদের প্রদর্শনী চলে টানা কয়েকদিন ধরে।এবারও মেলায় সংস্কৃতি বিভাগ ও পর্যটন দফতরের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হবে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার লোকগীতি, নৃত্য এবং ধর্মীয় সংগীতের পরিবেশনা থাকছে। গঙ্গার ঘাটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পাশাপাশি হবে ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও গঙ্গা আরতির আয়োজন।গঙ্গার তীরকে পরিষ্কার ও প্লাস্টিকমুক্ত রাখতে বিশেষ অভিযানও শুরু হয়েছে। যোগী সরকার ‘ গঙ্গে’ প্রকল্পের আওতায় গড়মুক্তেশ্বর ঘাটকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিকবর্জিত অঞ্চল হিসেবে গা।ে তুলতে চাইছে। স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই দোকানদার ও দর্শনার্থীদের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু করেছে- গঙ্গা মাকে রক্ষা করুন, প্লাস্টিক মুক্ত রাখুন।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, গঙ্গা মেলার সময় রাজ্য সরকার গঙ্গার পবিত্রতা রক্ষা করতে এবং মেলাকে সফল করতে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটি কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং উত্তরপ্রদেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক। আমি প্রত্যেক নাগরিককে আহ্বান জানাই, তাঁরা যেন মেলায় এসে গঙ্গা মায়ের আশীর্বাদ নেন এবং পরিবেশ পরিষ্কার রাখেন।স্থানীয় পুরোহিত সমাজের এক সদস্য জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ভক্তদের মধ্যে এক নতুন উচ্ছ্বাস এনেছে। যোগীজির উপস্থিতি মানেই গঙ্গা মায়ের আশীর্বাদ। তিনি নিজে পূজা করায় গড়মুক্তেশ্বর মেলার গুরুত্ব আরও বেড়ে গেল, বলেন তিনি।অন্যদিকে, হাপুর জেলার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আমরা বহুস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করছি। ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চলবে, প্রতিটি ঘাটে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ভক্তদের সুবিধার্থে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্রও খোলা হবে।ভ্ভ্মেলার সময় আশেপাশের এলাকায় যানবাহনের জন্য বিকল্প রুট নির্ধারণ করা হচ্ছে, যাতে কোনও যানজট না হয়। পাশাপাশি নদীতীরে বিশেষ চিকিসা শিবির স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে থাকবে অ্যাম্বুলেন্স, চিকিৎসক, ওষুধ এবং প্রাথমিক চিকিসার ব্যবস্থা।মেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই জেলাজুড়ে উৎসবের আমেজ। গঙ্গাতীরে জেগে উঠছে দোকান, তাবু, প্রদীপের আলো, আর মাইকে ভেসে আসছে ভক্তিমূলক সংগীত। গড়মুক্তেশ্বর প্রস্তুত আগামী ৫ নভেম্বরের পবিত্র স্নানের জন্য- যেখানে মিলিত হবে ভক্তি, ঐতিহ্য ও গঙ্গার পবিত্র প্রবাহ।আর মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উপস্থিতি সেই প্রস্তুতিকে দিয়েছে এক নতুন গতি, এক নতুন তাৎপর্য। তাঁর নেতৃত্বে প্রশাসন এখন প্রত্যয়ী- গঙ্গা মেলার প্রতিটি মুহূর্ত হবে সুশৃঙ্খল, নিরাপদ ও ভক্তিতে পূর্ণ। গঙ্গার তীরে তাঁর সেই প্রার্থনার মতোই, সমগ্র উত্তরপ্রদেশ এখন এক সুরে বলছে- গঙ্গে মাতা! তবই নমঃ।

ছট পুজো উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, সূর্য উপাসনার মাধ্যমে মানবতা ও প্রকৃতির ভারসাম্যের বার্তা

ভোপাল, ২৭ অক্টোবরঃসারা দেশে আজ উসবের আবহ। পূর্ব দিগন্তে ভোরের আলো উঠতেই নদী-নালা, পুকুর-ঘাট ভরে উঠছে স্নানার্থীদের ভিড়ে। ভক্তির আবেশে চারদিক মুখরিত- কারণ চলছে লোকধর্মের মহাউৎসব ‘ছট পুজো’। সূর্যদেবের আরাধনা ও ছট মায়ের বন্দনায় মগ্ন কোটি কোটি মানুষ। এই শুভ উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. মোহন যাদব।রবিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বলেন, সূর্যদেবের পূজা এবং লোকধর্মের এই পবিত্র উৎসব ‘ ছট পুজো’ উপলক্ষে বিহারের সকল নাগরিককে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। এই ঐশ্বরিক উৎসব বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা, এবং মানবতা ও প্রকৃতির মধ্যে চিরন্তন ভারসাম্যের প্রতীক।ড. যাদব আরও যোগ করেন, ছট মা আমাদের সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি আনুন- এটাই আমার প্রার্থনা। বিশেষ করে দেশের মা-বোনদের প্রতি এই উসবের গভীর আধ্যাত্মিক তাপর্য রয়েছে। তাঁদের ত্যাগ, সংযম ও বিশ্বাস আমাদের সমাজের প্রকৃত শক্তি।মধ্যপ্রদেশ জুড়ে এখন ছট উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। ভোপাল, ইন্দোর, জবলপুর, সিংরৌলি-সহ বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠেছে অস্থায়ী ছট ঘাট। স্থানীয় প্রশাসন ও নাগরিক সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিটি জায়গায় চলছে আলোকসজ্জা, নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা। বিশেষ করে যেখানে বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের মানুষের বসবাস বেশি, সেসব এলাকায় উৎসবের আমেজ আরও গভীর।ভ্ভ্প্রসঙ্গত, ছট পুজো হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রাচীন ও বৈদিক আচারভিত্তিক উৎসব। এই উৎসব সূর্যদেব ও তাঁর পত্নী উষা দেবীর আরাধনাকে কেন্দ্র করে পালিত হয়। পুজোর মাধ্যমে সূর্যের জীবনদায়ী শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, কারণ সূর্যকেই মনে করা হয় শক্তি, আলোক ও জীবনের উৎস। চারদিন ধরে চলা এই আচারসর্বস্ব উৎসবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই অংশ নেয় সমান বিশ্বাসে ও নিষ্ঠায়।প্রথম দিন ‘ খাই’, দ্বিতীয় দিন ‘ তৃতীয় দিনে অস্তগামী সূর্যকে অর্ঘ্য প্রদান এবং চতুর্থ দিনে উদীয়মান সূর্যের বন্দনা- এই চার ধাপেই সম্পন্ন হয় ছটের ব্রত। ভক্তরা উপবাস, নদীস্নান, এবং আরাধনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে গভীর একাত্মতা স্থাপন করেন।মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছট পুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি পরিবেশ, বিশ্বাস ও মানবতার এক অনন্য উৎসব। এই উৎসব আমাদের শেখায়- প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই টিকে থাকতে হয়। আমরা যখন সূর্যদেবকে প্রণাম করি, তখন আসলে আমরা জীবনকেই শ্রদ্ধা জানাই।তিনি আরও বলেন, আজকের দিনে যখন প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, তখন ছট পুজোর এই শিক্ষা আরও প্রাসঙ্গিক। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সংযমই টেকসই জীবনের মূল ভিত্তি।ভ্ভ্ভোপালের ছট ঘাটগুলিতে এদিন সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল নামে। বিশেষত বিহার ও ঝা।খণ্ডের শ্রমিক পরিবারগুলি, যারা কর্মসূত্রে মধ্যপ্রদেশে থাকেন, তাঁদের মধ্যে উসবের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। ঘাটে ঘাটে শোনা গেছে ভক্তিমূলক ছট গান- কেলুয়া জা ছইল বাটোহি, ছট মাই ক লে আইহা। নারীরা হাতে বেতের ডালা ও ফলভর্তি উপাচার নিয়ে সূর্যাস্তের সময়ে গঙ্গাসূত্রে দাঁ।য়ে প্রার্থনা করেন পরিবারের কল্যাণের জন্য।ভ্ভ্এই আবহেই মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের শুভেচ্ছাবার্তা যেন ভক্তদের মনে এক নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে। তিনি বলেন, এই উসব নারীশক্তির প্রতীক। মায়েরা, বোনেরা যেভাবে উপবাস থেকে শুরু করে প্রতিটি আচার নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেন, সেটি আমাদের সমাজে আত্মত্যাগ ও বিশ্বাসের অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তাঁদের ধৈর্য, তাঁদের বিশ্বাসই এই উসবের প্রাণ।রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক দফতর থেকেও জানানো হয়েছে, ছট উসব চলাকালীন সর্বত্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ভোপালের বড় হ্রদ, খাটলাপুর, পিপলানি, সিংরৌলি বাঁধ, রেওয়া নদী, আর সাগর জেলার বিভিন্ন ঘাটে পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্মীদের টহল জোরদার করা হয়েছে।রাজ্যের পর্যটন দফতরের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, ছট পুজো এখন মধ্যপ্রদেশের সামাজিক সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরে বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষ এই রাজ্যে বসবাস শুরু করেছেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন তাঁদের উসবের ঐতিহ্যও। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা তাই শুধু আনুষ্ঠানিক বার্তা নয়, এটি দুই রাজ্যের মানুষের সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রতীকও বটে।সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট ভাইরাল হতেই অসংখ্য মানুষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁকে। অনেকেই লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের উসবকে যেভাবে সম্মান জানিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে, বিভিন্ন শহরের ঘাটে সরকারি উদ্যোগে ছট সঙ্গীত পরিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে ভক্তরা নিরাপদে এবং আনন্দের সঙ্গে ডইসব পালন করতে পারেন।সূর্যদেবের প্রতি নিবেদন, ছট মায়ের আশীর্বাদ ও পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধা- এই তিনটি স্তম্ভেই দাঁ।য়ে আছে এই মহাউৎসবের তাপর্য। ড. মোহন যাদবের কথায়, যখন আমরা সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিই, তখন আমরা আসলে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই শক্তিকে, যিনি জীবনকে টিকিয়ে রাখেন। ছট মা সেই কৃতজ্ঞতার প্রতীক, যিনি আমাদের শেখান- বিশ্বাসের আলোয় সব বাধা জয় করা যায়।ভোপালের আকাশে সূর্য অস্ত গেলে নদীতীরে প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে উঠেছে ঘাট। সেই আলোয় প্রতিফলিত ভক্তির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য যেন ছ।য়ে দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছাবার্তার মর্মার্থ- বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা ও ঐক্যের মধ্যেই আছে প্রকৃত সুখ ও সমৃদ্ধির পথ।

খেলোয়াড় উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তা করার জন্য টিএনটিএ এবং বাজাজ ফিনসার্ভের অংশীদারিত্ব ঘোষণা

চেন্নাই, ২৭ অক্টোবর ঃ তামিলনাড়ু টেনিস অ্যাসোসিয়েশন (টিএনটিএ) এবং বাজাজ ফিনসার্ভ রবিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে, যা তরুণ টেনিস খেলোয়াড়দের স্বপ্নকে এক বিরাট উৎসাহ প্রদান করবে।এই অংশীদারিত্ব টিএনটিএ-র খেলোযাড় উন্নযন কর্মসূচি - 'দ্য নেক্সট লেভেল'-এর প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। ভারতের অন্যতম বৃহ এবং প্রাচীনতম ব্যবসায়িক সংগঠন বাজাজ গ্রুপ ১৩ থেকে ১৯ বছর বযসী তরুণদের সেরা কোচ, ক্যাম্প প্রশিক্ষণ, সরঞ্জাম এবং আগামী তিন বছরের জন্য টুর্নামেন্টের জন্য ভ্রমণের খরচের ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে সহায়তা করবে।প্রাথমিকভাবে, বাজাজ চারজন তরুণী খেলোয়াড়কে সহায়তা করবে এবং আগামী বছরগুলিতে এই সংখ্যা ১০ জনে উন্নীত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।আমাদের তরুণ খেলোয়াড়দের তাদের প্রাপ্য সমর্থন পেযে.আমরা রোমাঞ্চিত, এবং আন্তর্জাতিক সার্কিটে তাদের টেনিস তারকা হিসেবে বিকশিত হতে দেখার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, শহরের একটি বিলাসবহুল হোটেলে ভারতীয় টেনিস কিংবদন্তি এবং টিএনটিএ সভাপতি বিজয়. অমৃতরাজ বলেন।টিএনটিএ-এর সাথে একসাথে, আমরা উদীয়মান প্রতিভাদের বিশ্ব মঞ্চে স্থান করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক পরামর্শ এবং সুযোগ খুঁজে পেতে সক্ষম করছি। এটি মাঠে এবং মাঠের বাইরে তরুণদের ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের দীর্ঘস্থাযী. প্রতিশ্রুতির অংশ, বলেন বাজাজ ফিনসার্ভের চেযারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্জীব বাজাজ।বাজাজ গ্রুপ চেন্নাই ওপেন ২০২৫- এর প্ল্যাটিনাম স্পন্সরশিপও ঘোষণা করেছে। তিন বছর পর ভারতে ফিরে আসা ডাব্লিউটিএ ২৫০ ইভেন্টটি ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত নুঙ্গামবাক্কামের স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।

পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত ২৫ জঙ্গি

ইসলামাবাদ, ২৭ অক্টোবর ঃ পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছে ২৫ জন জঙ্গি। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে চার জন আত্মঘাতী জঙ্গি রয়েছে বলে দাবি। জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছেন পাক নিরাপত্তা বাহিনীর ৫ সদস্যও। রবিবার রাতে পাক সেনাবাহিনীর তরফে সংবাদমাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে এ খবর জানানো হয়েছে।পাক সেনার দাবি, উত্তর-পশ্চিমের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে আফগানিস্তান সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানে ঢোকার চেষ্টা করছিল জঙ্গিদের একটা বড় দল। তাদের আটকাতে গেলে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পাল্টা পাক বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে ২৫ জন জঙ্গি। এর আগে গত শুক্রবার গভীর রাতে উত্তর ওয়াজিরিস্তান এবং কুররাম জেলায় জঙ্গিদমন অভিযানে প্রচুর অস্ত্র এবং বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে পাক সেনা।

রাশিফল

মেষঃরাশির মানসিক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস কম থাকবে, যা দৈনন্দিন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা থাকতে পারে, যা কাছের মানুষদের সঙ্গেও অস্বস্তিকর বোধ করাবে। বিবাহের যোগ হবে আজ
বৃষঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিযন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী আনন্দ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি আজ আপনার স্ত্রীর সাথে লড়াইয়ে নামতে পারেন। ত
মিথুনঃ মিথুন রাশির জন্য খুব ভাল দিন হতে চলেছে। চারপাশের পরিবেশ আনন্দে ভরপুর থাকবে, যার কারণে ইতিবাচক শক্তি অনুভব করবেন। মানসিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে, যার কারণে সম্পর্কগুলিকে শক্তিশালী করতে সক্ষম হবেন।
কর্কট রাশি ঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সূর্যালোকের অতিরিক্ত সংস্পর্শ
সিংহঃ মদ্যপানের অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। আপনার অবশ্যই বোঝা উচিত যে ওয়াইন পান স্বাস্হ্যের মারাত্মক শত্রু এবং এটি আপনার সক্ষমতাকেও ব্যাহত করে।
কন্যা ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য- সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে- আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে- আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।
তুলাঃতুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।
বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁযে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।
ধনুঃ ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ
মকরঃ মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।
কুম্ভঃ কুম্ভ রাশির জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। চারপাশে ইতিবাচক শক্তি বজায় থাকবে, যা চিন্তাভাবনা এবং উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। সামাজিক ভাবে ।
মীনঃ আপনি সাধারণত যেরকম দেখেন তার থেকে কম শক্তি নিজের মধ্যে দেখতে পাবেন- অতিরিক্ত কাজে নিজেকে জড়িয়ো না-

আবহাওয়া

বাংলা জুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কয়েকটি জেলায় কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, এদিন দক্ষিণবঙ্গে মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। ভোরে হালকা শিরশিরানি অনুভূত হতে পারে। দিনের বেলায় চড়া রোদে কিছুটা অস্বস্তিও থাকবে। তবে সোমবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। ওইদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম , দুই মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আগামী মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টির দাপট। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা জারি রযেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। জারি রয়েছে হলুদ সর্তকতা। বুধবার হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বৃহস্পতিবারও দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকাতেও বুধবার ও বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০৩টা ৪০মনিট এবং রাত ০১টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৮মিনিটে।

স্থানীয় স্তরে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বাজার পরিদর্শন প্রশাসনিক আধিকারিকদের

সৌরভ দাশ,হিঙ্গলগঞ্জ,২৭ হিঙ্গলগঞ্জের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য নিয়ন্ত্রনে বাজারে বাজারে ঘুরলেন ব্লক আধিকারিক এবং পুলিশ, বাজারের সবজি, মাছ, মাংস, ডিমসহ বিভিন্ন দোকানে গিয়ে পরিদর্শন করলেন এবং ক্রেতাদের থেকে সঠিক দাম নেওয়া হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখলেন, পাশাপাশি দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার বার্তা দিলেন কঠোরভাবে। সোমবার হিঙ্গলগঞ্জের হিঙ্গলগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক - দেবদাস গাঙ্গুলী ও হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ বিভিন্ন দোকানে যান এবং ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়পক্ষের সঙ্গেই কথা বলেন । এবং কঠোরভাবে বিক্রেতাদের কাছে তিনি দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দেন । কেউ যাতে চড়া দাবে জিনিস বিক্রি না করে, জেলা শাসকের নির্দেশে তা খতিয়ে দেখতেই এই পরিদর্শন জানান সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।।

শাক সবজির বীজ বিতরণ হল বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা, ১৭ অক্টোবর ঃ নামখানা, শাক সবজির বীজ বিতরণ হল বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে। পালং, নোটে, ধনে ও কলমি শাক এবং সবজি হিসেবে বিন, ভেন্ডি ও কুমড়ো বীজ আজ বিতরণ করা হলো প্রায় ৫০ জন উপভোক্তাদের মধ্যে। বিতরণের পূর্বে জৈব চাষের গুরুত্ব ও নিউট্রিশন বাগানের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি ও বাজার নির্ভরশীলতা কমানোর কথা বলেন সংগঠনের সম্পাদক অধ্যাপক ড. শান্তনু বেরা। সংগঠনের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রকল্প কিভাবে এই এলাকার আর্থ সামাজিক পরিবর্তন করতে পারে সেই নিয়ে বলেন সংগঠনের সভাপতি প্রবীর পাল। এই প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সঞ্জীব পাত্র জীবামৃত ও ম্যাজিক সয়েল তৈরির পদ্ধতি হাতে কলমে দেখান। এইচসিএল ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহযোগিতায় নিমপীঠ এর লোকমাতা রানী রাসমণি মিশনের তত্ত্বাবধানে নামখানা ব্লকের দক্ষিণ চন্দন পিড়ী বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। আজ সোসাইটির পক্ষে সভাপতি প্রবীর পাল, সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি অতনু বেরা, ক্যাশিয়ার দেবাশীষ মাইতি, স্থানীয় প্রকল্প সহায়ক সঞ্জীব পাত্র, অনুপ মাইতি, রিতা মানিক মাইতি, সঞ্জয় মন্ডল, সঞ্জীব মন্ডল, অতনু মান্না, অনুপ ওঝা, দেবকুমার মানিক সহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত থেকে এই সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে আয়োজন করেন।

সরকারের সহায়তায় জয়নগরে কনকচূড় ধানের উৎপাদন শুরু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৭ অক্টোবর ঃ শীত দোরগোড়ায়।আর শীতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত জয়নগরের মোয়া।আর এই মোয়া তৈরির অন্যতম উপাদান হলো কনকচূড় ধান। এই ধানের খই দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু জয়নগরের মোয়া। কনকচূড় ধান সংগ্রহ করে আনতে মোয়া প্রস্তুতকারকদের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে ছুটতে হতো। যাতে খরচ বৃদ্ধি পেত।তাছাড়া এই ধান চাষে অন্য ধানের চাষের তুলনায় উৎপাদন কম হবার কারনে এই চাষের প্রতি সেভাবে আগ্রহ ছিলো না চাষিদের। তবে এই সমস্যা সমাধানে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের কৃষিবিভাগ আতমা প্রকল্পের আওতায় ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিয়েছিল কনকচূ। ধানের বীজ। আর সেই বীজই এবার জয়নগরে চাষ করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে মোয়া তৈরির প্রক্রিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন এখন মোয়ার গুণগত মান বজায় রাখা ও উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে। কনকচুড় ধানের চাষ মূলত হয় রায়দিঘির কাশীনগর ও মন্দিরবাজারের লক্ষ্মীকান্তপুরে। মোয়ার মরশুম শুরুর আগে এসব এলাকা থেকে কনকচূড় ধান নিয়ে গিয়ে তবেই মোয়া তৈরি শুরু হতো। এতে খরচ ও যেমন বেশি প।ত, তেমনই গুণগত মান বজায় রাখতে গিয়ে নানা সমস্যা হতো।এ ব্যাপারে জয়নগর ও বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ী খোকন দাস ও গনেশ দাস জানান, মোয়ার গুণগত মান নির্ভর করে কনকচূড় ধানের উপর। বাজারে এই ধানের ঘাটতি থাকায় অনেক অসাধু ব্যবসায়ী অন্য ধানের খই দিয়ে মোয়া তৈরি করতেন।আর এর সমাধানে জয়নগর এক ও দুই নম্বর ব্লক কৃষি বিভাগ কনকচূ। ধানের চাষ প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছিল।সুফলও মিলছে।জয়নগরের এক ধান চাষি বলেন,গত বছর আমাদের তিন বিঘা জমিতে কনকচূড় ধান চাষ করেছিলাম। ভালোই ফলন হয়েছে। তাই এ বছর আবারো চাষ করেছি ফলে এবার আর দূরে ধান কিনতে যেতে হবে না। ধান তোলার কাজ শুরু হবে কয়েক দিনের মধ্যে। এরপর সেই ধান রোদে ফেলে ও শিশিরে রেখে কড়াইয়ে তপ্ত বালিতে ভেজে খই হবে। সেই খই দিয়েই তৈরি হবে সুস্বাদু জয়নগরের মোয়া।

ইছাপুরে ওপেন র‍্যাপিড চেস প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল

মহন্ত দাশগুপ্ত, ২৭ অক্টোবর ঃ উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক বিশাল ওপেন র‍্যাপিড চেস প্রতিযোগিতা, যেখানে অংশগ্রহণ করেন মোট ৩১৮ জন প্রতিযোগী। সারা বাংলা জুড়ে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ছোট্ট শিশু থেকে প্রবীণ-সকল বয়সের দাবাড়ুরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন , যা রীতিমতো এক অসাধারণ দৃশ্যের সৃষ্টি করে।SBDS ও নর্থ ২৪ পরগনা চেস অ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় ও নোয়াপাড়া কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-(NCWA), ইছাপুর-এর আয়োজনে এই বিশাল দাবা প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়।এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কনিষ্ঠ অংশগ্রহণকারী ছিলেন মাত্র ৫ বছর বয়সী এক ক্ষুদে দাবাড়ু, আর সবচেয়ে প্রবীণ ছিলেন ৭১ বছর বয়সী এক অভিজ্ঞ প্রতিযোগী। দাবার মঞ্চে সত্যিই, প্রজন্মের সেতুবন্ধন ঘটে গেলো। আরও বিস্ময়কর যে, বিজয়ীর আসন দখল করেছে সেই ছোট্ট প্রতিযোগীই, যা সকলের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, যিনি বলেন-দাবা মানেই চিন্তার খেলা, মেধাকে শাণিত করার এক অনন্য মাধ্যম। আগামী দিনে বাংলা থেকে আরও অনেক আন্তর্জাতিক মানের দাবাড়ু উঠে আসুক, সেই প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব।এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট দাবাড়ু দেবাশীষ বড়ুয়া, নোয়াপাড়া বিধানসভার বিধায়িকা শ্রীমতি মঞ্জু বসু মহাশয়া, উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার পৌরপ্রধান মলয় ঘোষ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, সংগঠনের সভাপতি ও পৌরপিতা প্রদীপ বসু, কার্যকরী সভাপতি ও পৌরপিতা ধীমান দাস, এবং সংস্থার সম্পাদক শ্রী পার্থ সিনহা।

হাওড়ার পুর-চেয়ারম্যানের পদত্যাগ দিয়ে শুরু, পূর্ণ তালিকা জানতে কৌতূহল নানা জেলায়

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি.স.)ঃ রবিবার রাতে সাংবাদিক বৈঠক করেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী। এর আগে ওই পদ থেকে আচমকাই ইস্তফা দেন তিনি। পরে বলেন, ব্যক্তিগত কারণে তিনি ইস্তফা দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা অটুট রয়েছে। শিশু চিকিৎসক হিসাবে সুজয়বাবুর যথেষ্ট নামডাক রয়েছে। হাওড়ায় ভাল মানুষ বলে পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগও নেই। তবে আপাত ভাবে যেটা সাদামাটা ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা বলে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা ততটাও সরল নয়। বরং সূত্রের দাবি, সুজয়বাবুকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা, প্রশাসনিক রিপোর্ট ও পেশাদার সংস্থা আই-প্যাকের রিপোর্টের মতে, বিভিন্ন পুরসভার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোথাও অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে কোথাও বা অদক্ষতার কারণে স্থানীয় স্তরে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যত না অসন্তোষ তার চেয়ে বেশি অসন্তোষ তার চেয়ে বেশি অসন্তোষ এই সব স্থানীয় নেতাদের উপর। তাই বিধানসভা ভোটের আগে এদের সরিয়ে দিলে স্থানীয় স্তরে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা মোকাবিলা করা যাবে। আর তৃণমূলের জেলা সভাপতি বদল এক নয়। জেলা স্তরে সংগঠনে বদল করা হলে দলের তরফে এক লপ্তে একটা তালিকা প্রকাশ করে

নিচু তলায় এই ধরনের ঝাঁকুনি দিতে পারলে সাধারণ মানুষ ও দলের কর্মীদের কাছে একটা ইতিবাচক বার্তা যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে কমবেশি ৭৪টি পুরসভায় বিজেপির তুলনায় পিছিয়ে ছিল শাসক দল। এর বেশিরভাগ পুরসভাতেই চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান বা দুজনকেই সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। পুরসভার চেয়ারম্যান বদল দেওয়া হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনও তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ, পুরসভাগুলিতে বোর্ডের বৈঠক ডেকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। সেই নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে কোনও রাজনৈতিক দল এভাবে তালিকা প্রকাশ করে সরাতে পারে না। এর পর বিভিন্ন পুরসভার কর্তাদের কার, কী হল, পূর্ণ তালিকা জানতে কৌতূহল তৈরি হয়েছে নানা জেলায়।

অবিশ্বাস্য! ৭৫ ফুট উঁচু জগদ্ধাত্রী প্রতিমায় চমক চন্দননগরের কানাইলাল পল্লীতে

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর ঃ কয়েক বছর আগে কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক বিশালাকার দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে গোটা বাংলাকে চমকে দিয়েছিল। সেই সময় রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে এসেছিলেন মাতৃ প্রতিমার সেই অনন্য রূপ দেখতে। এবার ঠিক তেমনই নজর কা।তে চন্দননগরের অন্যতম পুজো কমিটি কানাইলাল পল্লী প্রস্তুত করছে রাজ্যের সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। পুজোর চার দিন চন্দননগরে দর্শনার্থীদের ভি ড়ে পা ফেলার জায়গা থাকে না। এবছর ৫২ বছরে পা দিল কানাইলাল পল্লীর জগদ্ধাত্রী পুজো। থিমের ভিড়ে কিছু আলাদা করার ইচ্ছে থেকেই উদ্যোক্তারা এবার চমক দিতে তৈরি করেছেন রাজ্যের সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। সাধারণত চন্দননগরের প্রতিমার উচ্চতা থাকে প্রায় ২৬ ফুটের মধ্যে, কিন্তু সেই সীমা ভেঙে এবারে কানাইলাল পল্লীর প্রতিমার উচ্চতা ছুঁয়েছে ৭৫ ফুট। সম্পূর্ণ ফাইবার দিয়ে তৈরি এই বিশাল প্রতিমায় মণ্ডপে ফুটে উঠেছে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের ফাইবার কাস্টিং শিল্পের ঐতিহ্য। সেই এলাকারই দক্ষ শিল্পীদের হাতে গড়া এই সুবিশাল প্রতিমা। উদ্যোক্তাদের দাবি, এটি বিশ্বের সবচেয়ে ব। জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। পুজো কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ পোদ্দার জানিয়েছেন, কলকাতায় দেশপ্রিয় .পার্ক বিশ্বের সবচে বড় দুর্গা তৈরি করেছিল । আমরা জগদ্ধাত্রী পুজোয় সেই চমক এনেছি । চন্দননগরের খর, মাটি দিয়ে যে প্রতিমা তৈরি হয় তার ওজন অনেক বেশি হয় । সবচেয়ে বড় প্রতিমা তৈরিতে তাই আমরা ফাইবার ব্যবহার করেছি। প্রতিমার উচ্চতা আনুমানিক ৭৫ ফুট। মণ্ডপের বাইরে থেকেও দর্শন করা যাবে। বিশ্বজিবাবুর কথায়, এত বড় জগদ্ধাত্রী আগে কেউ কখন তৈরি করেনি। তবে প্রশাসনের তরফে মণ্ডপের উচ্চতা কমাতে বলা হয়েছিল। তা মেনে এবং প্রশাসনের সমস্ত নিয়মকে মেনে এই প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্বজি পোদ্দার। কিন্তু কীভাবে তৈরি হল এই বিশাল জগদ্ধাত্রী প্রতিমা? পুজো উদ্যোক্তাদের ব্যাখ্যায়, প্রথমে মাটির আদলে তৈরি করা হয় মূল মূর্তির নকশা। এরপর রেজিন ও ফাইবারের সাহায্যে বিশাল প্রতিমার একাধিক অংশ ঢালাই করে তৈরি করা হয়। সেই ফাইবারের টুকরোগুলিকে ধাপে ধাপে লোহার ফ্রেমে জোড়া লাগিয়ে গড়া হয়েছে মা জগদ্ধাত্রী, সিংহ, হাতি ও চালচিত্রের সম্পূর্ণ অবয়ব। শুধু তাই নয়, চালচিত্রের ভেতরে ফাইবার দিয়ে নির্মিত হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতিমাও। পুজো উদ্যোক্তা বিশ্বজি পোদ্দারের কথায়, এবার চন্দননগরের সবচেয়ে ব। আকর্ষণ হতে চলেছে আমাদের এই প্রতিমা। তাঁর অনুমান, পুজোর দিনগুলিতে প্রতিদিনই লক্ষাধিক দর্শনার্থীর ঢল নামবে মণ্ডপে।

পুলিশ' সেজে মাঝরাস্তায় প্রতারণা,ছলেবলে সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দুই যুবক!

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর ঃ বারাসতের পর এবার বরানগরে দুঃসাহসিক প্রতারণা। রাস্তায় গয়না পরে বেরোনোর কারণ জানতে চেয়ে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দেন দুই যুবক। মুহূর্তের মধ্যে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে গয়না হাতিয়ে চম্পট দেয় তারা। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ীর নাম রাজেন্দ্র সাউ। বরানগরের কাশীপুর রোডের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির কালীতলা মাঠ লাগোয়া হার্ডওয়্যারের দোকান রয়েছে। গত ২১ তারিখ সকাল ১০টা নাগাদ তিনি স্কুটি চালিয়ে দোকানে যাচ্ছিলেন। বরানগর সেন্ট্রাল মডেল স্কুল লাগোয়া রাস্তায় বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ব্যক্তি আচমকা তাঁর পথ আটকায়। অভিযোগ, নিজেদের বরানগর থানার অফিসার পরিচয় দিয়ে তারা রাজেন্দ্রবাবুকে জানায়, এই রাস্তায় সকালে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। তাই তাঁরা রাস্তায় পোস্টিংয়ে রয়েছে। একজন ডায়েরিতে ব্যবসায়ীর নাম ও ঠিকানা লেখে। অপরজন স্কুটির কাগজপত্র চেক করতে শুরু করে। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই দুই যুবক ব্যবসায়ীকে জোর করে আংটি ও গলার সোনার গয়না খুলে নিতে বাধ্য করে। এরপর গয়না একটি খামে রেখে তা সিল করতে বলে। নিজেদের পুলিশ পরিচয় দেওয়া ওই প্রতারকরা খামটি স্কুটির ডিকিতে রাখতে বলেন। সেই সময়েই হাতসাফাই করে গয়না ভরা খামটি বদলে পাথর ভর্তি আরেকটি খাম রেখে দেয় তারা। কিছুক্ষণ পর ব্যবসায়ী খাম খুলতেই প্রতারণার বিষয়টি ধরা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জেলা কংগ্রেস কমিটি ডাকে হাজরা মোড়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৭ অক্টোবর ঃ গতকাল আমেরিকার জনপ্রিয় খবরের কাগজ ' ওয়াশিংটন পোস্ট ' একটি চাঞ্চল্য জনক খবর প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে ।খবরে প্রকাশ যে ভারতের বহু প্রাচীন বীমা সংস্থা ভারতীয় জীবন বীমা নিগম থেকে ৩৩ হাজার কোটি টাকা গৌতম আদানি কে পাইয়ে দিয়েছে।এই ভারতীয় জীবন বীমা সংস্থায় দেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের মানুষের একমাত্র ভরসার স্থল। নিজেদের সঞ্চিত ধণ এই সংস্থা রাখে, এই কারণে যে এখানে সঞ্চিত ধণ জমা রাখা নিরাপদ বলে। এই সংস্থায় কয়েক লক্ষ লোকের কর্মস্থলও।স্থায়ী কর্মচারী, হাজার হাজার এজেন্ট ও তাদের পরিবার এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত।ওয়াশিংটন পোস্ট জানাচ্ছে যে, সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পে সরকারি অফিসারদের ঘুষ দিয়ে ,অতিরিক্ত মুনাফা লাভ দেখিয়ে ,শেয়ারের মূল্য বেশি করে দেখিয়ে আমেরিকায় আর্থিক দুর্নীতি সংগঠিত করেছে। ঘুষ কাণ্ডের পর আদানি ও তার ভাইপো বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরে দেশের সমস্ত ব্যাংক আদানি গোষ্ঠীকে ঋণ দিতে অস্বীকার করে। সেই সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জী তার পরম মিত্র আদানি কে জামাই আদর করে এই ভারতীয় জীবন বীমা নিগম থেকে এক প্রকার জোর খাটিয়ে ৩৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ পাইয়ে দেন।

শুধু চন্দননগর নয়, কৃষ্ণনগরের কয়েকটি বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর তালিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কৃষ্ণনগর,১৭ অক্টোবর ঃ জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই কিন্তু শুধু চন্দননগর নয়, কৃষ্ণনগরও। বরং বলাই যায় যে বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হয় রাজা কৃষ্ণচং্দ্রের হাত ধরে কৃষ্ণনগরেই। এখানকার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুজো হলো - চাষাপাড়ার বুড়িমা - ঐতিহ্যের প্রতীক ঃ কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই - প্রথমেই যাঁর নাম সামনে আসে, তিনি হল চাষাপাড়া বারোয়ারির 'বুড়িমা'। ১৭৭২ সাল থেকে এই পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি কৃষ্ণনগরের সবচেয়ে প্রাচীন ও বিখ্যাত বারোযারি জগদ্ধাত্রী পুজো। বিশাল আকার এবং সাবেকি প্রতিমার জন্য বুড়ি মায়ের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। কাঁঠালপোতার ছোট মা - বুড়িমায়ের বোন চাষাপাড়ার 'বুড়িমা'-এর পরই জনপ্রিয়তার নিরিখে যাঁর স্থান, তিনি হলেন কাঁঠালপোতা বারোযারির 'ছোট মা'। লোকমুখে প্রচলিত যে ছোট মা হলেন বুড়িমায়ের বোন! এই প্রতিমাও আকারের দিক থেকে বেশ

বড় এবং এর সাবেকি রূপে নজর কাড়ে। রাজবাড়ির পুজো - ইতিহাসের সাক্ষী কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর মূল ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল এখানকার রাজবাড়িতেই। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ির রাজরাজেশ্বরী মাতার পুজো আজও প্রাচীন রীতি মেনে হয়। এখানে দেবীর প্রতিমা সাবেক হলেও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

সৃজনশীলতায় সেরা - ঘূর্ণি বারোয়ারি (বকুলতলা) সাবেকি প্রতিমার পাশাপাশি কৃষ্ণনগরের বহু পুজো এখন থিমের চমক দেখাচ্ছে। ঘূর্ণি এলাকায় একাধিক জনপ্রিয় পুজো হয়। যার মধ্যে ঘূর্ণি বকুলতলা বারোয়ারি অন্যতম। প্রতি বছর এরা নতুন নতুন সামাজিক বা সাহিত্য-ভিত্তিক থিম নিয়ে আসে, যা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশাল প্রতিমায় চমক - ক্লাব প্রতিভা কৃষ্ণনগরের একাধিক ক্লাব বিশাল উচ্চতার প্রতিমা তৈরি করে খ্যাতি অর্জন করেছে। সন্ধ্যা মাঠ পাড়ার ক্লাব প্রতিভা বিগত বছরগুলিতে প্রায ৮০-৮৫ ফুট উচ্চতার ফাইবারের প্রতিমা তৈরি করে জেলার সেরা পুজোগুলির মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। উচ্চতার বিচারে এদের প্রতিমা অন্যতম বৃহ। নজরকা।। আলোকসজ্জা - রেনবো ক্লাব কৃষ্ণনগরের থিমের পুজোগুলির মধ্যে রেনবো ক্লাব প্রতি বছরই মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জায নতুনত্ব আনে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক উদয় বোরওয়ানকার সততার শপথ বাক্য পাঠ করান

গোরখপুর, ২৭ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় সতর্কতা কমিশনের নির্দেশ অনুসারে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক, শ্রী উদয় বোরওয়ানকার সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ-২০২৫ এর অংশ হিসেবে, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজার অফিস

কমপ্লেক্সে রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততার শপথ বাক্য পাঠ করান। রেলওয়ের কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে একটি বার্তা প্রদান করে, মহাব্যবস্থাপক, শ্রী উদয় বোরওয়ানকার বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে দুর্নীতি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধা। আমি বিশ্বাস করি যে দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য সরকার, নাগরিক এবং বেসরকারি খাত সহ সকল অংশীদারদের একসাথে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রতিটি নাগরিকের সততা ও নিষ্ঠার সর্বোচ্চ মানদণ্ডের প্রতি সর্বদা সজাগ থাকা উচিত এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমর্থন করা উচিত। মহাব্যবস্থাপক রেল কর্মচারীদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সততা ও আইনের নিয়ম মেনে চলার, ঘুষ না নেওয়ার এবং না দেওয়ার, সততা ও স্বচ্ছতার সাথে সকল কাজ সম্পাদন করার, জনস্বার্থে কাজ করার, ব্যক্তিগত আচরণে সততা প্রদর্শনের মাধ্যমে উদাহরণ স্থাপন করার এবং দুর্নীতির যেকোনো ঘটনা যথাযথ সংস্থাকে জানানোর শপথ বাক্য পাঠ করান।সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের তিনটি বিভাগ এবং অফিসের রেল কর্মচারীদের সততার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।একই ধারাবাহিকতায়, বিকেলে গোরখপুরের মাল্টিডিসিপ্লিনারি মেথডোলজি ট্রেনিং সেন্টারে রেল কর্মচারীদের জন্য একটি সততা কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

কাকদ্বীপে কালীমূর্তি ভাঙচুরে বিতর্ক, শুভেন্দুর এনআইএ দাবি নস্যা সুকান্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ অক্টোবর ঃ কাকদ্বীপে কালীমূর্তি ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র তরজা রাজ্য রাজনীতিতে। বিরোধী তদন্তের ভার দিতে পারে। ফলে একই ঘটনায় দুই বিজেপি নেতার ভিন্ন অবস্থান ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে বিতর্ক। রবিবার বিজেপির

দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই এনআইএ তদন্তের দাবি তুলেছেন। তবে সেই দাবিকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর বক্তব্য, মূর্তি ভাঙার ঘটনায় তদন্তের দায়িত্ব সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের। তারাই ঠিক করবে কে তদন্ত করবে। তিনি আরও জানান, যদি রাজ্য সরকার নিজে না পারে, তবে যাঁদের উপযুক্ত মনে করবে তাঁদের হাতেই মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার ডাকে কাকদ্বীপ বাসন্তী মযদান থেকে কাকদ্বীপ বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত মিছিল করে বিজেপি। কালীমূর্তি ভাঙার ঘটনায .প্রতিবাদে এদিন এই মিছিল হয়। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। মিছিল শেষে কালীমূর্তি ভাঙচুরের শুভেন্দুর এনআইএ তদন্তের দাবি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সুকান্ত মজুমদার বলেন, মূর্তি ভাঙার ঘটনায় রাজ্য সরকার ঠিক করবে কাকে দিয়ে তদন্ত করাবে। এটা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। সব তো আর সিবিআই, ইডি আর এনআইএ করবে না। পুলিশ আগে তদন্ত করুক। না পারলে তখন রাজ্য সরকার যে সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানোর পরামর্শ দেবে সেই সংস্থাই তদন্ত করবে। এদিন প্রতিবাদ সভায় সুকান্ত মজুমদার প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলেন, কিছু মানুষ দিনের পর দিন মূর্তি ভাঙবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করবে আমরা তাদের ছেড়ে দেব না। ২০২৬ এ বিজেপির সরকার ক্ষমতায় এলে তখন আর নো এফআইআর, নো কোর্ট। ফায়সালা হবে অন দ্য স্পট। যারা মূর্তি ভাঙবে সেই লোকগুলোর বাড়ির সামনে বুলডোজার চলে যাবে। সামনে থাকবে বুলডোজার, পিছনে থাকবে পুলিশের গাড়ি। উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের মতোই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর সভা ঘিরে এদিন কাকদ্বীপে ছিল কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত। শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয় সুকান্ত মজুমদারের প্রতিবাদ মিছিল ও জনসভা।

ওষুধে বিষক্রিয়া না মানসিক চাপ? আর জি করের চিকিৎসকের আকস্মিক মৃত্যুতে ধোঁয়াশা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ অক্টোবর ঃ ফের রহস্যজনক মৃত্যু আর জি করের চিকিৎসকের। রবিবার গভীর রাতে বারাসতের এক বেসরকারি হাসপাতালে প্রাণ হারান শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ শুভজিৎ আচার্য। ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, তা স্পষ্ট নয়। পরিবারের সদস্যরাও বিষয়টি বুঝে উঠতে পারছেন না। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, ওষুধজনিত বিষক্রিয়াই মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পাশাপাশি মানসিক চাপে ছিলেন কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলছে না পুলিশ। জানা যাচ্ছে, মৃত চিকিৎসকের নাম শুভজিৎ আচার্য। মধ্যমগ্রামের শিশিরকুঞ্জের বাসিন্দা তিনি। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্মরত ছিলেন। রবিবার রাতে আচমকা বুকে ব্যথা হওয়ায় তাঁকে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হার্ট রেট কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি ওষুধ খেতেন ডাক্তার আচার্য। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ওষুধের অধিক মাত্রার কারণেই শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি হয়। আর তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, দেহ উদ্ধার করে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত সঠিক মৃত্যুর কারণ বলা যাবে না। তবে পরিবারের বিষক্রিয়ার কারণে মৃত্যুর বিষয়টি মানতে রাজি নয়। মৃত চিকিৎসক শুভজিতের কাকা সুভাষচন্দ্র ঘোষ জানান, কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে, আমরা এখন বুঝতে পারছি না। ছেলের সঙ্গে যে এই ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা আমাদের এখনও বিশ্বাস

হচ্ছে না। যেখানেই সে ডাক্তারি চেম্বার করত, কোথাও কোনও সমস্যা হত না। আর জি করের সময় একটু ডিউটির চাপ ছিল, কিন্তু সেটা কোনও ব্যাপারই না। তাঁর বাবা শ্যামলকুমার আচার্য জানান, বউমা এবং ছেলে একই বাড়িতে থাকত। পারিবারিক কোনও সমস্যা ছিল না। আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না এরকম ঘটনা কেন ঘটল। হয়তো মানসিক দিক দিয়ে কোনও একটি চাপ ছিল।

আজ হতে চলেছে ঘূর্ণিঝড় মান্থা-র ল্যান্ডফল, দুই বঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর (হি. স.)ঃ মঙ্গলবার ল্যান্ডফল করতে চলেছে ঘূর্ণিঝড় ' ল্যান্ডফলের সম্ভাব্য অঞ্চল অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়া। ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল বাংলা থেকে বহু দূরে হলেও দুই বঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার দুপুর থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে। হালকা বৃষ্টিও হয় কোনও কোনও জায়গায়। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, ' বাতাসের সর্বোচ্চ গতি খুব বেশি হলে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার হতে পারে। অর্থাৎ, ' প্রাবল্যে ' ঘূর্ণিঝড়'-এর বেশি কিছু হবে না। একই সঙ্গে ল্যান্ডফলের এলাকাও বাংলা থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দূরে। তবু এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবে না বাংলা। আলিপুর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি এবং কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও খুব বেশি। বঙ্গোপসাগরের পরিস্থিতি সম্পর্কে রবিবার দুপুরে মৌসম ভবন যে বুলেটিন প্রকাশ করেছে, তাতে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগরে যে ঘূর্ণাবর্তটি তৈরি হয়েছিল, সেটি শক্তি বাড়িয়ে রবিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। তার পর থেকে ওই অতি গভীর নিম্নচাপ ঘণ্টায় ছ'কিলোমিটার গতিতে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর এগোচ্ছে। সোমবার দুপুরের মধ্যেই অতি গভীর নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড় পরিণত হবে। এর পর তার

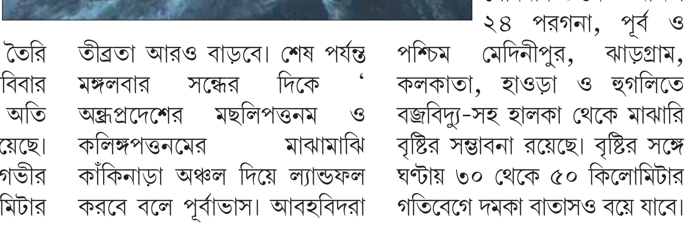

তীব্রতা আরও বাড়বে। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার সন্ধের দিকে ' অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনম ও কলিঙ্গপত্তনমের মাঝামাঝি কাঁকিনাড়া অঞ্চল দিয়ে ল্যান্ডফল করবে বলে পূর্বাভাস। আবহবিদরা জানিয়েছেন, ল্যান্ডফলের সময়ে ' কেন্দ্রের চারপাশে বাতাসের গতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত হবে। অর্থা, ' ল্যান্ডফলের সময়ে 'মান্থা ঘূর্ণিঝড়'-এ পরিণত হবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে,ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল বাংলা থেকে বহু দূরে হলেও দুই বঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলিতে বজ্রবিদ্যু-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসও বয়ে যাবে। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। বৃহস্পতিবার বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, এবং জলপাইগুড়িতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতি ও শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩২৩, সংখ্যা, মঙ্গলবার ১০ কার্ত্তিক ১৪৩২

শান্তিনিকেতনের দার্শনিক

এম এ পরীক্ষার্থীর মেধায় চমকে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরা তাঁরা খাতা পড়ে চমতকৃত। সুন্দর হস্তান্তর সহ অসাধারণ আলোচনা যেন একটা গবেষণা,থিসিস পেপার। এই ছাত্র কে যে ফেল করানো ঘোর অন্যায় হবে। ওদিকে মেধাবী ছাত্রটি এম এ পরীক্ষার প্রতিটি পেপারে মাত্র একটি করে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। অসম্ভব মেধাবী মানুষটা কী শেষ পর্যন্ত এম এ পরীক্ষায় ফেল করলেন! নাকি তাঁর অসাধারণ মেধাকে স্বীকৃতি দিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিক্রমী এক সিদ্ধান্ত নিল! কে তিনি? ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অসমান্য মেধাকে স্বীকৃতি দিতে শেষ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিক্রমী এক সিদ্ধান্ত নিল! দর্শন নিয়ে এম এ পরীক্ষা দিচ্ছেন,ব্রজেন্দ্রনাথ, পাঁচ ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে তিন ঘন্টায়। প্রথম দিন পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখলেন সব তাঁর জানা। পছন্দ মত একটা প্রশ্নের উত্তর তিনি লেখা শুরু করে দিলেন। লেখার ঝোঁকে ওদিকে তিন ঘণ্টা যে কিভাবে শেষ হল সেই হিসেব আর করে উঠতে পারলেন না। একটা মাত্র প্রশ্নের উত্তর লিখে খাতা জমা দিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে এলেন সাথে পণ করলেন আর এম এ পরীক্ষা দেবেন না। কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর লিখেছেন। সে যে এমনি ফেল করবে! সেইসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম কেউ একশোর মধ্যে পঁচিশ পায় তাহলে ওই পত্র বাতিল অর্থাৎ ওই পেপারে পাওয়া নম্বর আর টোটালে যোগ হবে না।আর ব্রজেন্দ্রনাথ মাত্র একটি প্রশ্নের উত্তর লিখেছেন। দাদা বাড়িতে অনেক করে ভাইকে বোঝালেন যেন সে দ্বিতীয় দিন পরীক্ষায় বসে। ভাইও দাদার কথায় রাজি হয়ে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার হলে গেলেন। সেদিন আর প্রশ্ন পত্র বাছাবাছি না করে একেবারে প্রথম প্রশ্ন থেকে উত্তর লেখা শুরু করলেন। কিন্তু সেই প্রথম দিনের পুনরাবৃত্তি, একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারলেন। মনে শঙ্কা নির্ঘাত তিনি ফেল করছেন। দাদা সহ বাড়ির স্বজনদের অনুরোধে বাকি দিনগুলো পরীক্ষা দিলেন বলা বাহুল্য আবারও সেই একই ঘটনা ঘটলো। একটার বেশি প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই তিনি লিখে উঠতে পারলেন না। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বিদ্যাবত্তার খ্যাতি তখন এত ছড়িয়েছিল বি এ পাশ করার পর জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশান অর্থাৎ আজকের স্কটিশ চার্চ কলেজ তাঁকে সেখানে অধ্যাপক করে নেয়। গণিতের উপর ছিল অগাধ দখল, বন্ধুরা তো বটে অধ্যাপকরা গণিতের সমস্যা সমাধানে তাঁর শরণাপন্ন হতেন।যাই হোক ব্রজেন্দ্রনাথ কোন বিষয়ে তাঁর শিক্ষা আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাবেন সেই নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ ও গণিতের অধ্যাপক গৌরীশঙ্করের মধ্যে বেশ মতভেদ ছিল।অধ্যক্ষ হেস্টির ইচ্ছা তিনি দর্শন পড়ুন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অধ্যক্ষের কথায় ব্রজেন্দ্রনাথ এম এ পরীক্ষায় বসেছিলেন। এরপরের ঘটনা সত্যি খুব গর্বের,ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মেধায় চমকানোর পালা পরীক্ষকদের। তাঁরা খাতা পড়ে চমতকৃত। সুন্দর হস্তান্তর সহ অসাধারণ আলোচনা যেন একটা গবেষণা,থিসিস পেপার।এই ছাত্র কে ফেল করানো অত্যন্ত অন্যায় হবে।পরীক্ষকরা উপাচার্য কে সব বললেন। সিনেটের সদস্যরা আলোচনা করে ঠিক করলেন ওই ছাত্র একটি প্রশ্নের উত্তরে যে নম্বর পেতে পারে তার হিসেবে শতকরা নম্বর দেওয়া হোক।

বাঙালী প্রযুক্তিবিদ

কলেজে মাইনে না লাগলেও ছেলের ইডেন হোস্টেলের পঁয়ত্রিশ টাকা জোগাড় করতে তিনি হিমসিম খেতেন। মা একপ্রকার জোর করে প্রেসিডেন্সি কলেজে কেমিস্ট্রি পড়তে পাঠিয়ে ছিলেন। ছেলে অবশ্য নিজের সাধনায় কেমিস্ট্রি অনার্স-এ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এরপর ফলিত রসায়নে এম-এসসি পড়া। আবার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। জননী পুত্রকে বলেছিলেন আরও পড়, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক শত চেষ্টা করেও একটা স্কলারশিপ জোগাড় করতে পারেননি। তাহলে নিশ্চিত গবেষণা করে নতুন কোনও কিছুর সন্ধান দিতে পারতেন। কখনও মনে হয় ভাগ্যিস স্কলারশিপ পাননি, পেলে হয়ত বাঙালি শিল্পকর্তা সুষীমমুকুল দত্তকে এত বিশদভাবে লোকে চিনতেন না। একজন বাঙালি লম্বা সময় ধরে হিন্দুস্তান লিভারের মত বহুজাতিক সংস্থায় ছড়ি ঘোরাচ্ছেন নিজের মেধা ও যোগ্যতার জোরে,ভাবলে একটু গর্ব হয়। হ্যাঁ আর দশটা বেকার শিক্ষিত, তরুণ- তরুণীদের মত সুষীমমুকুলও জীবনে বেকারত্ব দেখেছেন, অসাধারণ রেজাল্ট চাকরির কোনও কাজে লাগে না। শেষ পর্যন্ত কাঠখড় পুড়িয়ে মাসিক দেড়শ টাকা মাইনেতে একটা ইনডাসট্রিয়াল অ্যাপ্রেনটিসের কাজ পেলেন সিন্দ্রিতে। ওই মাইনের থেকে মাকে পাঠাতেন পঁচাত্তর টাকা । তবে চেষ্টা করছিলেন যদি ভাল কিছু কাজ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানা ও বোম্বাইয়ের লিভার ব্রাদার্স থেকে সুযোগ আসে। রাউরকেল্লা থেকে যেমন সুসংবাদ আসে তেমন লিভার ব্রাদার্স বলল অবিলম্বে কাজে যোগ দাও। মেদিনীপুরের ভূমিপুত্র সুষীমমুকুল যোগ দিলেন বিশ্বখ্যাত হিন্দুস্তান লিভারে। চাকরি হল, বেতন ৩৭৫ টাকা সালটা ১৯৫৬ এর শেষদিক। কিন্তু তখন পিতৃদেব প্রচণ্ড অসুস্থ বাড়িতে টাকা পাঠাতেই হবে। অগত্যা সুষীমমুকুল বোম্বেতে সস্তায় খেতে ও থাকতে বেছে নিলেন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের কাছে একটা হোটেল। মাসিক ১২৫ টাকা । বাকি অর্থ বাড়িতে। লিভারের ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি থেকে চেয়ারম্যান-সে এক দীর্ঘপথ। এমন কোনও বিভাগ নেই যেখানে সুষীমবাবু কৃতিত্বের পরিচয় দেননি। ওদিকে সুষীমবাবু যখন কর্মজীবন শুরু করেছেন তখন একদিন পার্সোনেল বিভাগের ডিরেক্টর ডঃ কে এস বাসু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই হোটেলটায় থাকা কেন?' সুষীম মাথা নীচু করে বললেন, 'উপায় নেই, স্যার। মাকে টাকা পাঠাতে হবে।' সুষীমমুকুর হিন্দুস্তান লিভারে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

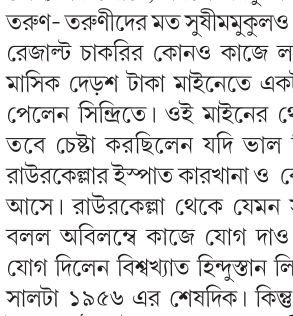

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।

সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

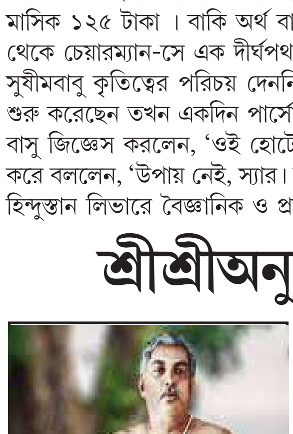

সৎ শিক্ষা নারী জাগরণ ঘটাতে সক্ষম। বামাক্ষ্যাপা বারবার শিক্ষার ওপরে জোর দিয়ে গিয়েছেন। নারী জাগরণ সবার আগে প্রয়োজন। তা হলে সমাজের কুসংস্কার দূরিভূত হবে। নাহলে কিন্তু সমাজ থেকে কুসংস্কার কোনও কালেই দূর হবে না। সমাজকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে মহিলা শিক্ষার অগ্রগতি।

বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করা। যত বেশি করে বিজ্ঞান চর্চা হবে ততই বাংলার মানুষ সত্যে পরিণত হবে। বামাক্ষ্যাপা দর্শনকে বুঝতে হবে। সবার মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। সবাই ঈশ্বরের দূত হয়ে এই পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়। ভগবান সবাইকে তাঁর দূত করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। সব মানুষের জন্যই ঈশ্বর নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে পাঠান। সেই কাজ করতে থাকে মানুষ। বাংলায় ভগিনী নিবেদিতার খুবই প্রয়োজন ছিল। সে বাংলায় এসেছে নারী শিক্ষা উন্নয়ন করতে। নারী শিক্ষার উন্নতি না করতে পারলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গলদ থেকে যাবে। প্রথমেই দরকার হচ্ছে নারী জাগরণ। সেটা একমাত্র শিক্ষাই করতে পারে।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রাণ পুরুষ ছিলেন বাংলার দামাল ছেলে বিপ্লবী পুলিন বিহারী

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তি গত আন্দোলনে পরিণত হওয়ার ফলে তাকে ইংরেজ শাসকেরা নির্মূল করে দিতে পেরেছিল। সাধারণ জনগণ রাস্তায় নেমে আসেনি বিপ্লবী আন্দোলকে সমর্থন করতে। খুবই গোপনে সামান্য কয়েকজন ইরেজ শাসকদের ভারত থেকে বিতারিত করতে উদ্যোগী

হয়েছিল। যদি এর পিছনে বাংলার প্রতিটি বাসিন্দাদের সমর্থন থাকতো এবং তারা যদি প্রকাশ্যে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে অবতীর্ণ হতো তাহলে কিন্তু বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন যে উচ্চ পর্যায়ের উপনীত হয়েছিল সেখান থেকে ১৯৪৭ সালের আগেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হতো। কিন্তু তা করতে পারলো না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলনে পরিণত হল। তবে বলতে হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সর্বজনীন আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিল। সবাই নিজ বর্ণ জাতির ভেদভেদ ভুলে বাংলাকে এক করতে হবে, বাংলার সংস্কৃতিকে ভাগ করা চলবে না এই ধরনের মানসিকতা গ্রহণ করে সারা বাংরা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন মাথা চাড়া দেওয়ার ফলে ইরেজ শাসকেরা পরবর্তীকালে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে। এটা বাঙলির আন্দোলনের বড় জয় বলে গ্রহণ করে নিতে হবে। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস এই ভাবনায় বশবর্তী ছিলেন। তিনি চাইতেন সবাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করুক। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি তো কারোর একার হতে পারে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে সবাই স্বাধীন ভারতের নাগরিক হতে পারবে। বিশ্বের কাছে স্বগর্বে বলতে পারবে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এটাই হবে ভারতের জনগণের রাজটিকা। এটাই বারবার পুলিনী বিহারী সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে সবার আত্মত্যাগ করার খুবই প্রয়োজন। তার জন্য শারীরিক এবং মানসিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জাত হচ্ছে ইংরেজ। তাদের বিদ্যা বুদ্ধি এবং শক্তির কাছে সবাই পরাস্ত। সেই বিপুল শক্তির অধিকারী ইরেজ শাসকেরা হচ্ছে ভারত শত্রু। এদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে প্রবল থেকে প্রবলতর শক্তি অর্জন করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লড়াই করে ভারত থেকে ইংরেজদের বিতারিত করা একেবারে অসম্ভব। এই বোধটা কাজ করে গিয়েছিল বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের মধ্যে প্রথম থেকেই। তিনি সবাইকে শক্তির সাধনা করতে বলেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল জাতির আন্দোলন নয়। স্বাধীনতা আন্দোলন হচ্ছে বীরের আন্দোলন। সেই কারণে তিনি মহাত্মা গান্ধির মতের সঙ্গে এক হতে পারেননি। তিনি সুভাষ বোসের মতের প্রশংসা করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পুলিন বিহারী দাস সম্পর্কে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন-"Pulin must be laudable man"। কলকাতায় পুলিন বিহারীর সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। ১৯২৮ সালে এই সমিতি' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পরে এটি 'পুলিন দাসের আখড়া' হিসাবে প্রচার লাভ করে। ১৯৩০ সালে কলকাতায় তৎকালীন মেয়র সুভাষচন্দ্র বোস দীর্ঘ মেয়াদি লিজে জমি দিয়েছিলেন এখানে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস এই সমিতির পৃষ্টপোষক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবলা বসু সেখানে নারী শক্তি বিকাশের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময়ে 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি' একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস ভারতের স্বাধীনতা দেখে গিয়েছিলেন। তিনি এই স্বাধীনতা লাভের আশায় তো জীবন ত্যাগ করেনি! সেই কারণে তিনি ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি' প্রাঙ্গনে লাল পতাকা উত্তোলন করলেন। তিনি সেদিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করলেন," সে পতাকা কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা নয়, প্রকৃত লাল পতাকা।"

সমাজবাদী বিপ্লবী সমর বসু লিখেছেন," পুলিনবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন আমার জন্মভূমি, আমার ভারতমাতা, ক্ষত-বিক্ষত দ্বিখণ্ডিত এবং রক্তাক্ত কলেবর; কোনো দেশপ্রেমিকের তা কাম্য হতে পারে না। তাই খণ্ডিত রক্তাক্ত মাতৃভূমির যথার্থ স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত এই রক্ত পতাকা উড্ডীন থাকবে।" প্রশ্ন থাকছে আজও কী ভারত বাসী যর্থাথ স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে? এর উত্তর জনগণই দিক। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে পুলিন বিহারী দাসের কর্মযজ্ঞকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "পুলিন বিহারীর রাজনৈতিক জীবনের সময়কাল ছিল চৌদ্দ বছর, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ; (খ) ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ; (গ) ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাস থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ। প্রথম স্তরটিকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন বলে উল্লেখ করা যায়। পুলিন বিহারী দাসকে কি ইংরেজ সরকার খুবই ভয় পেত? নাহলে তাঁকে বারবার কারাগারে রাখা এবং অন্তরীন রাখার প্রয়োজন দেখা দিল কেন? এর বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ইংরেজ সরকার বিপ্লবী আন্দোলনের গোড়া কেটে দিতে চেষ্টা করছিল। মূল শিকড়গুলিকে যদি উপড়ে ফেলা যায় তাহলে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন তৈরি করা সম্ভব হবে না। সেই কারণে বারবার পুলিন বিহারী দাসের ওপরে পুলিশ কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি বেআইনী ঘোষিত হল। পাঞ্জাবের মন্টোগোমারি জেলে বিনা বিচারে বন্দি চৌদ্দ মাস। ১৯১০ সালে ঢাকা জেলে বন্দি। ১৯১১ সালে ৭ আগস্ট আদালতের রায়ে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। ১৯১২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করার ফলে তাঁকে সাত বছর দ্বীপান্তর। ১৯১৮ সালে আন্দামান জেল থেকে তাঁকে নিয়ে এসে মাদ্রাজ জেলে রাখা। তারপরে কৃষ্ণনগর জেলে এবং কলকাতার ইলিসিয়াম রোডে পুলিশি হেফাজতে থাকা। পরে নিজ বাড়ি লোনসিংহ গ্রামে অন্তরীন থাকা। এত বছর কাগারারে থেকেও তিনি কোনও সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনে নিরাশ হননি। কারাগার থেকে তিনি নতুন উৎসাহ উদ্দিপনা লাভ করে আবার নতুন করে বিপ্লবী সংগঠনকে মজবুত করেছেন। কোনও কাজে নিরাশ হতে নেই তাঁকে দেখে এই শিক্ষা গ্রহণ করার সময় এসে গিয়েছে।

পুলিন বিহারী দাস ১৮৭৭ সালে ২৮ জানুয়ারি রবিবার বাংলার ১৬ মাঘ ১২৮৩ সালে লোনসিংহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পিতার নাম ছিল নব কুমার দাস। পুলিন বিহারী দাস সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের আদর্শ দিয়ে নিজেকে গঠিত করেন। ভক্তি ও ত্যাগ সম্পর্কে বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের মত ছিল, " আবেগ ও ডচ্ছ্বাসের বশে প্রাণ ত্যাগ করাতে বিশেষ কোনো ইষ্ট সাধন হয় না। প্রয়োজন জ্ঞান, বুদ্ধি, তার সঠিক প্রয়োগ, তার জন্য যা যা কর্তব্য তাই করণীয়। তাতে প্রাণত্যাগ অতি তুচ্ছ বস্তু, দরকার প্রকৃত ভক্তি, ঐকান্তিকতা, উদ্যম, পরাক্রম। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালে পুলিন বিহারী দাসের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯০৬ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিটি গড়ার পরে তিনি দুই বছর সমিতির হয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে ১৫ ডিসেম্বর ঢাকা অনুশীলন সমিতিকে বেআইনী বলে ঘোষণা দেয় সরকার। তার আগেই ১৯০৮ সালে ৪ নভেম্বর পুলিন বিহারীকে গ্রেফতার করা হয়। ব্রিটিশ ভারত রেগুলেশন ৩, ১৮১৮ আইনবলে তাঁকে ১৪ ডিসেম্বর তাঁকে মন্টেগোমারি জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ১৯১০ সালে মুক্তি লাভ করে দলের প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তাকে ঢাকা জেলে আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। ১৯১১ সালে ৭ আগস্ট আদালতে রায়ে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করার পর ১৯১২ সালে এপ্রিল মাসে যাবজ্জীবন দণ্ড রোধ করে সাত বছরের দ্বীপান্তর দেওয়া হয়। ১৯১৮ সালে আন্দামানের সেলুলার জেল থেকে তাঁকে নিয়ে এসে মাদ্রাজ জেলে রাখা হয়েছিল। তারপরে তাঁকে কৃষ্ণনগর জেলে এবং কলকাতার ইলিসিয়াম রোতে হেফাজতে রেখে লোনসিংহ গ্রামে নিজস্ব বাসভবনে অন্তরীন করে রাখা হয়। তারপরে বিপ্লবী দলের উদ্দেশ্যকে গোপনে আসাম এবং ত্রিপুরাতে জমি ক্রয়ে ব্যর্থ হন।

কৃষ্ণনগর না চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজো সেরা কে?

সীমান্ত সরকার

জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই বাঙালির হৃদয়ে দুটি শহরের নাম প্রথমেই মাথাচাড়া দেয় এক কৃষ্ণনগর, দুই চন্দননগর। সাথে যে বিতর্ক উঠে আসে, কোথাকার পুজো প্রাচীনতর - কৃষ্ণনগরের নাকি চন্দননগরের। তবে দুটি শহরের পূজোর মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে, সেটা জেনে নেওয়া দরকার। প্রথমত, চন্দননগরে পূজো হয় চারটে দিন ধরে,সেখানে কৃষ্ণনগরে পূজো কেবল একদিনের। তবে ঐ একদিনের পূজার্চনার মধ্যেই ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পূজো নিবেদিত।

কৃষ্ণচন্দ্র রাজাই কি বাংলায় জগদ্ধাত্রী পূজোর প্রবর্তক? উত্তর না। বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি অনুযায়ী, কৃষ্ণচন্দ্র রাজার বহু পূর্ব থেকেই এই পূজো বাংলায় প্রচলিত ছিল। দিগনগরের রাঘবেশ্বর শিবমন্দিরের দেওয়ালে জগদ্ধাত্রী মূর্তি উৎকীর্ণ, যা রাঘব রায়ের (কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ) সমসাময়িক। তবে একথা মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণচন্দ্রর হাত ধরেই এই পূজো এক বিস্মৃতি অধ্যায় অতিক্রম করে, গোটা বাংলায় এক নবরূপ লাভ করে। পাশাপাশি একথা বলতেও কোনো দ্বিধা নেই যে, কৃষ্ণচন্দ্রই ছিলেন একদিনের জগদ্ধাত্রী পূজোর প্রথম প্রবর্তক।

কৃষ্ণনাগরিকদের কাছে একটি স্বপ্নকাহিনী বহুল চর্চিত। দেখা যাচ্ছে, বকেয়া রাজস্ব জমা দিতে ব্যর্থ হলে, কৃষ্ণচন্দ্রকে নবাবের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। মুক্তি পেলে জানতে পারেন রাজ রাজেশ্বরীর (রাজবাড়ীর দুর্গা) পূজো শেষ। এই সংবাদে ভীষণ মানসিকভাবে ব্যথিত হয়ে পড়েন, পরে স্বপ্নে তিনি দেখতে পান, এক মাতৃ শক্তি কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে তাকে পূজোর নির্দেশ দেন। এই কাহিনীটির ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক থাকলেও, কৃষ্ণনাগরিকরা একে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।

কৃষ্ণনগরে এই পূজোর জনপ্রিয়তার মূলে ছিল রাজবাড়ীর আন্তরিক উদ্যোগ, আনুকূল্য। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন পেশার মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠা প্রায় প্রতিটি পাড়ায় (যেমন - চকেরপাড়া, চাষাপাড়া, বাঘাডাঙ্গা প্রভৃতি) এই পূজো সেই প্রথম থেকে চলে আসছে। এক্ষেত্রে মালোপাড়ার কথা বিশেষ উল্লেখ্য। প্রথমদিকে এই পূজো আয়োজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মালোরা মূলত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের পূজোয় রাজবাড়ীর তরফ থেকে বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা করা হত। আজকের দিনেও সেই ঐতিহ্য চলছে।

দেবী বিসর্জনের সময়ে শহরের সমস্ত প্রতিমা রাজবাড়ী ঘুরিয়ে, নিরঞ্জনের জনগণ্ধ নিয়ে যাওয়া হত জলঙ্গি নদীতে। রাজবাড়ী নিয়ে যাওয়ার কারণ ছিল, রাণীমাকে ঠাকুর দর্শন করানো। তিনি খুশি হয়ে প্রিয় প্রতিমাশিল্পীকে উপহার দিতেন। আজকের দিনেও রাজবাড়ী ঘুরিয়ে ঠাকুর নিরঞ্জনের সেই ঐতিহ্য অক্ষুন্ন।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুধীর চক্রবর্তী জগদ্ধাত্রী পূজোকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখছেন, এই কৃষ্ণনগরে এসে আমরা যে প্রথম জগদ্ধাত্রী প্রতিমা দেখলাম তাই নয়, দেখলাম সেই পূজোর জাঁক আর লোকপ্রিয়তা। তবে সবচেয়ে জমকালো ছিল, সারারাত ধরে কারবাইড গ্যাসের আলো দিয়ে সাজিয়ে প্রতিমা বিসর্জন। যাকে বলত 'আড়ং'। আড়ংয়ের মিছিলে ঢাক বাজত, ডগর বাজত, কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং আমীষগন্ধী ছিল খেমটা গান আর ঢোল সানাই সহযোগে নাচ। সেটা দেখার জন্য আর বাহবা দিতে শহরের রাস্তার দুপাশে নাগরিক ও গ্রামীন জন সমাবেশ ছিল খুব ঘন। সারা শহরের বউঝি আর গেরস্থরা সারা রাত অতন্দ্র থাকত।

শেষে যে প্রশ্নটি থেকে যায়, চন্দননগরে তবে কিভাবে এই পূজোর সূত্রপাত। ফরাসি গভর্নর ডুপ্লের নাম সকলের পরিচিত, তাঁরই দেওয়ান ছিলেন ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কৃষ্ণচন্দ্রর সাথে ছিল তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। বিপদকালে বহুবার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তাকে আর্থিক সাহাযগ্ধ করেছেন। অন্নদামঙ্গলের রচয়িতা ভারতচন্দ্রকেও ইন্দ্রনারায়ণ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন, উচ্চ সমাদর লাভের জন্য। অতএব উভয়ের মধ্যে যখন সুসম্পর্ক ছিলই, তখন কৃষ্ণচন্দ্র জগদ্ধাত্রী পূজো শুরু করলে, চন্দননগরেও পূজো শুরু হয়।

চন্দননগরে আরেকটি প্রচলিত মত রয়েছে,সেটি হল - কৃষ্ণনগরের চাল ব্যবসায়ীরা (মতান্তরে নবদ্বীপের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা) চন্দননগরে বাণিজ্যিক সূত্রে যাতায়াত করতেন। তবে সেবার তারা পূজোর সময় কৃষ্ণনগরে ফিরতে পারেনি। সেই থেকে চন্দননগরে শুরু হল জগদ্ধাত্রী পূজো। তবে বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, কৃষ্ণনগর বা চন্দননগরের হাত ধরেই গোটা বাংলায় এই পূজো আজ বেশ আড়ম্বরের সাথে পালিত হয়ে আসছে। নদিয়া হচ্ছে পূজোর দেশ? নিতাই গৌরাঙ্গের দেশ। চৈতন্যদেব সারা ভারত জয় করেছিলেন এখান থেকেই। তিনি ছিলেন প্রভু জগন্নাথের ভক্ত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আবার হিন্দু দেব দেবী পূজোয় বিশ্বাস করতেন। তিনি আবার রাস শুরু করেছিলেন। জগদ্ধাত্রী পূজোর শেষ হয়ে যাওয়ার পরেই নবদ্বীপে রাস যাত্রা শুরু হয়ে যায়। নবদ্বীপের রাস জগৎ বিখ্যাত

পাকিস্তান পরাজিত আমেরিকার নীতিতে

নিখিল কুমার নস্কর

পাকিস্তান পরাজিত আমেরিকার যুদ্ধনীতিতে, তাই আফগানিস্তানে নিরীহ মানুষ হত্যা ঃ আফগানিস্তান দেশটি ইরান, পাকিস্তান, চীন, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের মধ্যস্তলে একটি ভূবেষ্টিত মালভূমির উপর অবস্থিত দেশ। দেশটি ১৯শে আগস্ট ১৯১৯ সালে গ্রেট ব্রিটেন বা যুক্তরাজ্যের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

ইংল্যান্ড কর্তৃক ভারত ভাগের পর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। আফ গানিস্তানের পূর্ব সীমান্তে এই দেশটির অবস্থান। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মাঝখানে আছে ডুরান্ড লাইন যার পূর্বে আছে ইরান আর পশ্চিমে আছে শক্তিশালী চীন। ডুরান্ড লাইনের দৈর্ঘ্য ২৬৪০ কিলোমিটার। আফগানিস্তান সরকার ডুরান্ড লাইন মেনে নেয়নি কারণ পাকিস্তানে অবস্থিত অঞ্চলে আফগান জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। আফগানিস্তান তা দাবি করে। ভারতের পর এবার পাকিস্তানে যাওয়া নদীর জল আটকাতে চাইছে আফগানিস্তান। কুনার বাঁধ তৈরি করে আফ গানিস্তান তার কৃষিজ সম্পদ বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর। কাবুল নদীটি ৭০০ কিলোমিটার লম্বা সংলেস রেঞ্জের হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তর-পূর্ব সীমা থেকে সৃষ্টি। আফগানিস্তান দেশ থেকে প্রবাহিত হয়েছে ১৪০০ ফিট উচ্চতা থেকে। পরবর্তী সময়ে কাবুল নদী সিন্ধু নদীতে মিশেছে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে। এই কাবুল নদীর জলে প্রবাহ আফগানিস্তানের মানুষের কাছে খুবই সমৃদ্ধির কথা। গ্রীষ্মকালে এই নদী বিভিন্ন শাখা শুকিয়ে যায় তারপরেও পাকিস্তান এই নদীর উপর কুনার বাঁধ নির্মাণ করতে দেবে না উল্লেখ্য পাকিস্তান দেশটির সঙ্গে নদীর জল বন্টন নিয়ে কোন চুক্তি আফগানিস্তানের হয়নি তার ফলে কোন নদীর উপর ইচ্ছা মত বাঁধ নির্মাণ করতে পারে আফগানিস্তান সরকার। ১৫ই মে শাহতু বাঁধ নির্মাণ নিয়ে শান্তিপ্রিয় আফগানিস্তান সরকারকে হুমকি দেয় পাকিস্তান সরকার ও যুদ্ধের কথা ঘোষণা করে।ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয় শঙ্করের সঙ্গে ফোনে কথা হয় আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী আমির মুত্তাকির। ১৯৬০ সালে ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহরু ও তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের মধ্যে সিন্ধু নদীর জলবন্টন নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত হওয়ার ফলে সিন্ধু নদী অববাহিকায় যেকোনো জায়গায় বাঁধ তৈরি করতে পারবে ভারত। এরপর ২০২১ এ আফগানিস্তানে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে এবং পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তির বিরোধিতা করে।

তাহারে কি তালিবান আফগান সশস্ত্র গোষ্ঠী পাকিস্তানে গেরিলা আক্রমণ করতে থাকে পশ্চিমী দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আফগানিস্তান বিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করার জন্য। এটা পাকিস্তানের দাবি।

২০০০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে তালিবানের বা আফ গানিস্তানের এর শিক্ষিত যুবকেরা পাকিস্তানে মাটি কাঁপিয়ে বেড়ায়। এরপর ৯ই অক্টোবর ২০২৫ এ পাকিস্তান কাবুল ও পাকটিকা প্রদেশে বিস্ফোরণ ঘটায় এরপর পাকিস্তান এয়ার ফোর্স বোমা বর্ষণ করে প্রায় ২০০ আফগান নাগরিক ও সৈনিক নিহত হয়। আফ গানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার জন্য। ১১ই অক্টোবর ২০২৫ তালিবান সামরিক শক্তি ডুরান্ড লাইনের বিভিন্ন পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীন সেনা চৌকি যা আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অঞ্চল বলে বিবেচিত সেখানে আক্রমণ করে পাকিস্তানি স্থল বাহিনী ও বিমান বাহিনী। তার মধ্যে রয়েছে কুনার উপত্যকা, নোঙ্গরহার, খস্ত,পাকা তিয়া এবং হেলমন্দ প্রদেশ। এই আক্রমণের তীব্রতা দেখা যায় তোরখান ও খারমান সীমান্ত চেকপোস্টে। অক্টোবর মাসের ১১ থেকে ১৩ তারিখ ২০২৫ সাল স্থল বাহিনীর যুদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। লক্ষণীয় আফগানিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী আমির খান মুত্তাকী ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লি আসেন ১০ই অক্টোবর ২০২৫ এই প্রথম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় আফগানিস্তান সরকার ক্ষমতায় আসার পর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা আফ গানিস্তানের ভূখণ্ড ছাড়ে ২০২১ সালের আগস্ট মাসে। গরিব দেশ আফগানিস্তান দারিদ্র ও খাদ্যের সংস্থান করতে কঠিন অবস্থায় পড়ে। আনুমানিক ২৩.৭ মিলিয়ন আফগানিস্তান বাসী মানবিক সাহায্যের প্রার্থনায় অত্যন্ত কঠিন জীবন যাপন করে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ এর পরিসংখ্যান অনুসারে এ সমস্ত বহুমুখী কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থানকারী আফগানি স্তানের নাগরিকগণ পাকিস্তানি বিমানবাহিনীর বোমা ও অন্যান্য সামরিক বাহিনীর আক্রমণের শিকার হন। ফেব্রুয়ারি ২০২০ তে সৌদি আরব ও কাতারের চেষ্টায় রাজধানী দোহাতে বহু মানুষের রক্ত ঝরা পর বহু আলোচিত প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আফগান প্রতিরোধের একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে পাকিস্তানের প্ররোচনায় ও সরাসরি সাহায্যে থাকা আমেরিকান সেনাবাহিনীর ৮৫০০ সেনা আগামী ১৩৫ দিনের মধ্যে আফগানিস্তানের মানুষের স্বাধীন ভূখণ্ড ছাড়বে ও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে। রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় প্রায় ১০৯৯৩ নাগরিককে হত্যা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকা ২০১৮ সালে। আফগানিস্তানের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পাকিস্তান বাহিনীর গুলিতে। পাকিস্তান যখন আফগান সেনা চৌকিতে অতর্কিত আক্রমণ চালায় তখন অসম যুদ্ধ শুরু হয় আমেরিকার পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে আফগান শান্তিরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে। যুদ্ধ বিরতি।

ভারতকে চাপে রাখতে পাক-বাংলাদেশ মৈত্রী

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

পাকিস্তানের যৌথ বাহিনীর চেয়ারম্যান (সিজেসিসি) জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জা গতকাল (শনিবার)রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, বাণিজ্য ও বিনি য়োগের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতাসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

দুই দেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিকও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর গুরুত্বরোপ করে জেনারেল মির্জা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে নানা খাতে সহযোগিতা আরও জোরদার করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য, যোগা যোগও বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

'আমাদের দুই দেশ একে অপরকে সহায়তা করবে,বলেন জেনারেল মির্জা। তিনি আরও জানান, করাচিও চট্টগ্রামের মধ্যে দুইমুখী নৌপথ ইতোমধ্যে চালু হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা-করাচি আকাশপথও চালু হবে।

দুই পক্ষ মধ্যপ্রাচ্য ওইউরোপে উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়োজ নীয়তার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। পাশাপাশি ভুয়া তথ্য এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহারের মাধ্যমে শান্তিও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার প্রবণতার চ্যালেঞ্জ নিয়েও মতবিনিময় হয়। প্রধান উপদেষ্টা বলেন,ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তিকর তথ্য এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এই বিপদের বিরুদ্ধে বৈশ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।'

সাক্ষাৎকালে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, সিনিয়র সচিবও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

দেবদাস আর নেই

হাঁ দিদি, এত ভিড় কিসের গো, কে মরেছে?' যিনি বেরিয়ে আসছিলেন তিনি বললেন, 'ভিড় হবে না? দেবদাস মরেছে যে গো?' একটি ছবির অভিনীত চরিত্র আর অভিনেতার এত বড় আইডেনটিফিকেশন যে হতে পারে সত্যিই কল্পনারও অতীত। ১৯৩৫ সালে তিনি বাংলা ও হিন্দিতে পরিচালনা করলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস'। বাংলায় দেবদাসের চরিত্রে তিনি আর পার্বতীর চরিত্রে যমুনা। বুঝতে পারছেন আমরা বলছি ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি প্রমথেশ বড়ুয়ার কথা। এরপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। প্রমথেশ বড়ুয়া ক্রমেই ভারতীয় চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি হয়েছেন।উত্তমকুমারও মনে করতেন, 'দেবদাস' মানেই প্রমথেশ বড়ুয়া। সেদিন ছিল ইংরেজি ক্যালেণ্ডারে ১৯৫১ এর ২৯ নভেম্বর, প্রয়াত হলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে সারা কলকাতা ভেঙে পড়ে প্রমথেশ বড়ুয়ার বাড়িতে, পথে, কেওড়াতলার শ্মশানে-হাজার হাজার লোক জড়ো হয়। চলচ্চিত্র জগতের শিল্পী, কলাকুশলীরা লাইন করে শবানুগমন করেছিলেন । শ্মশানে এত ভিড় যে শবদেহ নিয়ে যাবারও জায়গা নেই। অভিনেতা বিকাশ রায় উপস্থিত।

লেখক ঃ শঙ্করলাল কর্মকার।

১৬ দিনেই খুলল মিরিক-দুধিয়া অস্থায়ী সেতু, স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল অবশেষে। ভয়াবহ জলোচ্ছাসে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুধিয়া সেতুর জায়গায় মাত্র ১৬ দিনের মধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে একটি বিকল্প হিউম পাইপ ব্রিজ। সোমবার থেকেই সেই সেতুর উপর দিয়ে স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু। ফলে আবার শিলিগুড়ি ও মিরিকের মধ্যে পুনঃস্থাপিত হল গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। ৫ অক্টোবর বালাসন নদীর উপর অবস্থিত দুধিয়া সেতুটি ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়েছিল। ১৯৬৫ সালে নির্মিত ওই পুরনো লোহার সেতুটি ছিল শিলিগুড়ি থেকে মিরিক ও কার্শিয়াং পর্যন্ত যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। সেতুটি ভেঙে পড়ার পর পুরো এলাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও পর্যটকরা পড়েছিলেন চরম দুর্ভোগে। শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যেতে যেখানে আগে সময় লাগত দেড় ঘণ্টা, সেখানে বিকল্প পথ ধরে যেতে হচ্ছিল প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা, তাও অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই উদ্যোগ নেন দ্রুত বিকল্প সেতু তৈরির জন্য। উত্তরবঙ্গ এসে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে তিনি নির্দেশ দেন, দুধিয়ায় অস্থায়ী সেতু তৈরি করতে হবে অবিলম্বে, যাতে মানুষের কষ্ট কমে। সেই নির্দেশের পরই রাজ্য পূর্ত দফতর ও জলসম্পদ দফতরের যৌথ তত্ত্বাবধানে শুরু হয় হিউম পাইপ ব্রিজ নির্মাণের কাজ। ১৬ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হয় এই ৪৮৮ মিটার দীর্ঘ সেতু। এতে ব্যবহার হয়েছে ১২০০ মিলিমিটার ব্যাসের ১৩২ হিউম পাইপ, যার উপর তৈরি হয়েছে ৭২ মিটার দীর্ঘ কজওয়ে। সেতুর প্রস্থ ৮ মিটার, যাতে ছোটো থেকে মাঝারি যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী রবিবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, দুধিয়ায় বিকল্প হিউম পাইপ সেতু নির্মাণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা মিরিককে শিলিগুড়ির সঙ্গে সংযুক্ত করবে। সোমবার থেকেই এই সেতু দিয়ে স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু হবে। তিনি পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মাত্র ১৬ দিনে এই কাজ শেষ হওয়া সত্যিই প্রশংসনীয়। এটি প্রমাণ করে, আমরা সংকটে মানুষের পাশে থাকতে চাই, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব কাজের মাধ্যমে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৯৫৫ সালের সেই পুরনো লোহার সেতুর স্থানে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ৫৪ কোটি টাকায় নতুন একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে। নতুন সেতুর কাজ পুরোদমে চলছে এবং আশা করা হচ্ছে, আগামী বছরের জুলাই মাসের মধ্যেই সেটি সম্পূর্ণ হবে। নতুন সেতু নির্মাণ হলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্থায়ী স্থিতিশীলতা ফিরবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। অস্থায়ী সেতু চালু হওয়ার খবরে দুধিয়া, মিরিক, সুখিয়াপোখরি ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা প্রবল স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় দোকানদার বলেন, সেতু ভেঙে যাওয়ার পর থেকে আমাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন নতুন সেতু চালু হওয়ায় মনে হচ্ছে ফের জীবন ফিরবে। একইভাবে পর্যটন ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত অনেকে জানিয়েছেন, দুধিয়া সেতু বন্ধ থাকায় বহু পর্যটক মিরিক ও আশপাশের গন্তব্য বাতিল করেছিলেন। এখন ফের রাস্তায় চলাচল শুরু হলে পর্যটন শিল্পও ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াবে। পূর্ত দফতরের এক আধিকারিক জানান, হিউম পাইপ ব্রিজটি অস্থায়ী হলেও এটি যথেষ্ট শক্তপোক্তভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনে আরও মজবুত করতে সিমেন্ট কংক্রিট লেয়ারিং এবং প্রোটেকশন ওয়াল তৈরি করা হবে, যাতে বর্ষার জলেও ক্ষতি না হয়। বালাসন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে এখন নতুন করে জেগে উঠেছে মানুষের আশা, এই সেতুর মধ্য দিয়েই আবার যুক্ত হতে চলেছে পাহাড় ও সমতলের জীবনরেখা।

ক্রেন উল্টে ২ কিশোরের মৃত্যু, আহত ৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৭ অক্টোবর ঃ হীড়বাঁধ থানার বহড়ামুড়ি গ্রামে সরকারি প্রকল্পের অংশ হিসেবে উচ্চ বাতি স্তম্ভ লাগানোর সময় ক্রেন উল্টে দু'জন কিশোর নিহত হন। মিলন কালিন্দী (১৬) ও রাজদীপ চক্রবর্তী (১৬) ঘটনাস্থলেই মারা যান। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও ৭ জন, যার মধ্যে রয়েছে এক শিশু। স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা ছাড়াই ঠিকাদার এই কাজ করছিল। আহতদের পরিবার ও স্থানীয়রা দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার, ক্রেন চালক ও মালিকের গ্রেফতারি ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েছে স্থানীয় বিজেপি। দুর্ঘটনার প্রতিবাদে বাঁকুড়া-খাতড়া ভায়া ইন্দপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করা হয়। সকাল ১১ টা থেকে শুরু হওয়া অবরোধ দুপুর ২.৩০ টার দিকে শেষ হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েতে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করেছে

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালনের অংশ হিসেবে ২৭.১০.২০২৫ তারিখে এসইআর সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীদের সততার শপথ গ্রহণ করান। এই বছর সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হল সতর্কতাঃ আমাদের যৌথ দায়িত্ব। সুরিন্দর পাল, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং প্রধান সতর্কতা কর্মকর্তা, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে এবং অন্যান্য প্রধান বিভাগীয় প্রধানরা শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এসই রেলওয়ের কর্মকর্তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার এবং আইনের শাসন অনুসরণ করার ঘুষ গ্রহণ বা অফার না করার সৎ ও স্বচ্ছভাবে সকল কাজ সম্পাদন করার জনস্বার্থে কাজ করার ব্যক্তিগত আচরণে সততা প্রদর্শনের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এবং দুর্নীতির যেকোনো ঘটনা যথাযথ সংস্থাকে জানানো। সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হল স্বচ্ছতা, সততা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণের জন্য রেল কর্মচারী, জনসাধারণ এবং অংশীদারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ চলাকালীন, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে এখতিয়ারে ওয়াকাথন, নুক্কড় নাটক, সেমিনার, পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেল-এর চারটি বিভাগে যেমন - খড়্গপুর, আদ্রা, রাঁচি এবং চক্রধরপুরে সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।

ভাঙন রোধে জোরকদমে নামছে রাজ্য সেচ দফতর, মালদায় বড় পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৭ অক্টোবর ঃ ফুলহার নদীর জলস্তর বেড়ে ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মালদার ভুতনির অন্যতম যাতায়াত ব্যবস্থা। প্লাবিত হয়েছে ভুতনির তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত। বন্যার জল কমলেও এখনও প্রতিদিন নৌকায় যাতায়াত করতে হচ্ছে দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটা বাঁধ এলাকার বাসিন্দাদের। বাঁধ ভেঙে আজও অচল অবস্থায় যাতায়াতের অন্যতম রাস্তা কাটা বাঁধ। তাই সেই কাটা বাঁধ দ্রুত সংস্কার এবং স্থায়ী ভাবে নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হল রাজ্য সেচ ও জল পথ দফতর। প্রতিবছরই ভুতনির কাটা বাঁধ এলাকার রিং বাঁধের এই অংশে ভাঙনের ফলে বন্যায় প্লাবিত হয় গোটা ভুতনি। তাই এবারে স্থায়ী সমাধানের জন্য লকগেট করে পাথর ও কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে তৈরি করা হবে বাঁধ। রাজ্যের সেচ ও জলপথ মন্ত্রীর নির্দেশমতো এদিন মালদার ভুতনি দ্বীপের দক্ষিণ চন্ডিপুর পঞ্চায়েতের কাটা বাঁধ এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্য সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক। রাজ্য সেচ দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জানান, গত আগস্ট মাস থেকে মানুষ দুর্ভোগে রয়েছেন। ভুতনির যাতায়াত ব্যবস্থাকে সচল করার জন্য বাঁধটি স্থায়ীভাবে নির্মাণ করার প্রয়োজন আছে। প্রতিবছর এমন কাজ হচ্ছে সেটি জলের চাপে পড়ে যাচ্ছে দুর্ভোগে পড়ছে মানুষ। তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতি যাতে আগামীতে না হয়, তার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাঁধ নির্মাণ হবে। উল্লেখ্য, ফি বছরই গঙ্গা ও ফুলহার নদীর জলস্তর বেড়ে প্লাবিত হয় ভুতনির তিনটি অঞ্চল। বাঁধ থাকলেও জলস্রোতের দাপটে বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় গোটা ভুতনি দ্বীপ। তবে এবারে সেই সমস্যা সমাধানে রাজ্যের নতুন পরিকল্পনা কতটা কার্যকরী হয় সেটাই দেখার।

গর্ভাবস্থায় যমজ শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৭ অক্টোবর ঃ গর্ভাবস্থায় যমজ শিশুর মৃত্যুর অভিযোগের কারণে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রবিবার বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত তুমুল বিক্ষোভ চলে। মৃত প্রসূতির আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি কর্মীরাও বিক্ষোভে অংশ নেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২৪ অক্টোবর পিয়ারবেড়া গ্রামের বর্ষা নায়েক প্রসব যন্ত্রণায় হাসপাতালে ভর্তি হন। ইউএসজি করার পর একটি শিশুর কথা জানানো হয়, অথচ প্রসূতির গর্ভে যমজ সন্তান ছিল। পরে পুনরায় ইউএসজি করানোর পর সঠিক রিপোর্ট পাওয়া যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিজনদের জানান, প্রসব এখনও সাতদিন বাকি আছে এবং প্রসূতিকে ছুটি দেওয়া হয়। পরের দিন প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে হাসপাতালে ভর্তি করলে প্রসূতি দু'টি মৃত কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। পরিজনের অভিযোগ, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের ভুল ইউএসজি ও হাসপাতালের চিকিৎসা গাফিলতির কারণে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তারা চিকিৎসকের শাস্তির দাবি করেছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনও মুখে কুলুপ এঁটেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা গোবিন্দ ঘোষ হাসপাতাল পরিচালনার অব্যবস্থার অভিযোগ করেন এবং রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ককে দায়ী করেছেন। তৃণমূল বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন, আমি চিকিৎসক নই, গাফিলতির অভিযোগ থাকলে তদন্ত করা হবে। বিজেপি সরকারকে খাটো করার চেষ্টা করছে।

লোকালয়ে বাড়ছে হাতির হানা, জলদাপাড়ায় স্পেশাল টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৭ অক্টোবর ঃ খাবার নেই জঙ্গলে, কার্যত মাথার ঠিক নেই তাঁদের। বিকেল হলেই বাড়ছে খিদে। নিস্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে লোকালয়ে বাড়ছে হাতির হানা। এবারে হাতির হানা থেকে এলাকাবাসীদের রক্ষা করার জন্য জলদাপাড়া বনবিভাগের পক্ষ থেকে বাড়ানো হল বনকর্মীদের টহলদারি। জঙ্গল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে দেখা যাচ্ছে বিশেষ নজরদারি। বন্যা পরিস্থিতি বন্য প্রাণীদের জীবনে অভিশাপ ডেকে এনেছে, তা এক কথায় মেনে নিয়েছে বনবিভাগের কর্মী ও আধিকারিকরা। বন্যপ্রাণীরা খাবার আশায় বারবার চলে আসছে লোকালয়ে। তাঁদের তাড়া করলেই ঘটছে অঘটন। সম্প্রতি হাতির হানায় মাদারিহাটে তিনজনের মৃত্যুর পর আতঙ্কিত সকলেই। জলদাপাড়া জঙ্গল সংলগ্ন মাদারিহাট, শালকুমার, কুঞ্জনগর এলাকাগুলিতে রোজ বেরিয়ে আসছে হাতি। নষ্ট করছে বা।ঘির। আবার কার প্রাণ কবে বেঘোরে চলে যায়, তা নিয়ে চিন্তিত সকলেই। এরপরেই এলাকাবাসীরা বন বিভাগের অধিকারিকদের বিষয়টি জানান। জলদাপাড়া বন বিভাগের আধিকারিকরা এইসব এলাকায় টহলদারি বৃদ্ধি করার জন্য বৈঠক করেছেন যৌথ বনসুরক্ষা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে। বনকর্মীদের সঙ্গে টহল দিচ্ছেন এই কমিটির সদস্যরা। জলদাপাড়া বন বিভাগের এডিএফও নবিকান্ত ঝাঁ জানিয়েছেন, মাইকিং করে আমরা স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি বিকেলের পর এলাকায় ঘুরতে বেরনো বন্ধ করতে হবে এলাকাবাসীদের। হাতি এলে তাঁদের তাড়া না করে বনকর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

সুন্দরবনের মহিলাদের হাতে তৈরি মধু চলল আমেরিকা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ২৭ অক্টোবর ঃ সুন্দরবনের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে এবার এগিয়ে এলেন একাধিক বেসরকারি সংস্থা। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি দ্বীপে তৈরি হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত মধু প্রক্রিয়াকরণের ইউনিট। সুন্দরবনের মউলেদের থেকে সরাসরি মধু কিনে তা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধতার সঙ্গে বোতলবন্দি করে বাজারে পাঠানো হবে। শুধুমাত্র রাজ্যের বাজার নয়, জনপ্রিয় ই-কমার্স থেকে শুরু করে দেশের অন্যান্য বাজার এমনকি আমেরিকা সহ বেশ কয়েকটি বিদেশের বাজারেও পাঠানো হবে এই মধু। ইতিমধ্যেই এই মধু নিজের গুণগত মানের জন্য আমেরিকার বাজারে বিক্রির ছাড়পত্র পেয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। প্রাথমিকভাবে গ্রামেরই ৩০ জন মহিলাকে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ভ্যালু নেটওয়ার্ক ভেঞ্চার, সাসটেইনেবল গ্রিন ইনিসিয়েটিভ ও বালি নেচার ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মধু প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট তৈরি হয়েছে। এই প্রকল্পে যারা কাজ করবেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরেই সুন্দরবনের নদীর চরে ম্যানগ্রোভ রোপণের কাজে যুক্ত। শুধু ম্যানগ্রোভ রোপণ নয়, পরিচর্যার মধ্য দিয়ে ম্যানগ্রোভ রক্ষার কাজও তাঁরা করেছেন। সেই কাজের উপহারস্বরূপ তাঁদের স্বনির্ভর করার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'বাহা মৌ' বা 'বাহা মধু' নামে বাজারে আসবে সুন্দরবনের এই মধু। ইতিমধ্যেই কো-অপারেটিভ তৈরি করে সংস্থাটি কাজ শুরু করেছে। সম্প্রতি এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর রাজেন্দ্র জাখের। এটি একটি অসাধারণ উদ্যোগ। গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে পারলে এঁদের জঙ্গল নির্ভরতা অনেকটাই কমবে এবং সেটা কমলে বাঘে-মানুষে সংঘাতও কমে যাবে। সুন্দরবনের মধুর কদর বিশ্বজুড়ে। বিশেষ করে কোভিড সংক্রমণের পর এই মধুর চাহিদা অনেকখানি বেড়েছে। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি উদ্যোক্তাদের। তবে শুধুমাত্র গ্রামের মহিলারাই এই কাজের সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। মহিলারা যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তাতে আমরা খুশি। তাই ওনাদের স্বনির্ভর করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

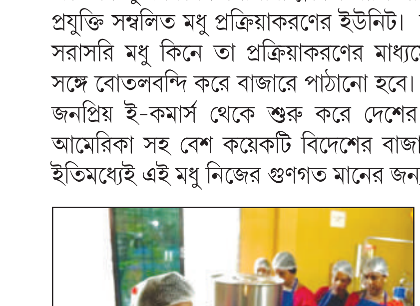

গোষ্ঠীকোন্দলে রণক্ষেত্র সুকটাবাড়ি! দলের একাংশ জড়িত অবিলম্বে তাদের বহিষ্কার করা দরকার... মন্তব্য মন্ত্রীর

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো কোচবিহার এক নং ব্লকের সুকটাবাড়ি অঞ্চল। রবিবার রাত থেকে দফায় দফায় ব্যাপক বোমাবাজি। মূলত প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি বনাম বর্তমান অঞ্চল সভাপতি লড়াইয়ে রণক্ষেত্রের চেহারা নয় এলাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দীর্ঘদিন এই অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি ছিল সিরাজুল হক। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক দায়িত্ব নেবার পর কিছুদিন আগেই সিরাজুল হককে সরিয়ে মজিবুল হককে দায়িত্ব দেন। এরপর থেকে এলাকা দখল কে কেন্দ্র করে বারংবার অশান্ত হয়ে ওঠে ওই অঞ্চল। উল্লেখ্য সিরাজুল হক প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা প্রাক্তন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বর্তমান কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামী বলে পরিচিত। অপরদিকে মজিবুল হক বর্তমান কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। এমত অবস্থায় এলাকা রাশ কার হাতে থাকবে তা নিয়েই চরম কোন্দল। রবিবার রাত থেকে দফায় দফায় বোমাবাজি চলতে থাকে। রাত পেরিয়ে সকাল হতেও তার কমতি নেই। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি সিরাজুল হকের ছেলে রাশেদ হক বলেন - বিগত চার মাস হল এই অঞ্চলে অর্থাৎ সুখটা বাড়ি অঞ্চলে ঘর পাওয়া নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি হযেছে সে কারণেই আমার বাবা সিরাজুল হক অঞ্চল সভাপতির ইস্তফা দেন। তিনি বলেন এই অঞ্চল থেকে প্রতিবার তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন নির্বাচনে দশ হাজারেরও বেশি ভোটে এগিয়ে থাকে। এরই মাঝে যাকে দল থেকে ছয় বছরের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি তাকেই অঞ্চল সভাপতি পদে বসিয়েছেন। তিনি অঞ্চল সভাপতি হওয়ার পর থেকেই অশান্তি শুরু হয়েছে এলাকা জুড়ে। তিনি বলেন, সোমবার সকাল বেলা আমার পাশের বাড়ির চাচা বাজারে যাচ্ছিলেন এই সময় বর্তমান জেলা সভাপতির অনুগামীরা একটু মিছিল করেছিল সেই মিছিল থেকেই সেই জেঠুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেওয়া হয় এবং বোমাবাজি করা হয়। এই ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি বর্তমানে কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পাশাপাশি একজন সাধারণ মহিলাও আহত হযেছেন। জেলা সভাপতি নেতৃত্বেই তার অনুগামীরা অশান্তির সৃষ্টি করছে এই অঞ্চল জুড়ে বলে তিনি অভিযোগ করেন তিনি। কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ করার পরেই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে হাসপাতালের মধ্যে থেকেই আটক করা হয় রীতিমতো ধস্তাধস্তি পুলিশের সাথে। উল্লেখ্য রাশেদ হকের মা তথা সিরাজুল হকের স্ত্রী আলেয়া বিবি বর্তমানে ওই অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান। ঘটনা কি ঘিরে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। উল্লেখ্য এর আগেও কোচবিহার ২ নং ব্লকের ব্লক সভাপতি সজল সরকারের সাথে কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিকের সাথে অঞ্চল কমিটি নিয়ে প্রকাশ্যে চরমে ওঠে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। এখানেও কোচবিহার দুই ব্লকের ব্লক সভাপতি সজল সরকার ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অনুগামী বলে পরিচিত। অর্থাৎ জেলা জুড়ে সরাসরি ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুগামীদের গোষ্ঠী এবং বর্তমান জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিকের অনুগামীদের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে। যদিও এমতা অবস্থায় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। উদয়ন গুহ বলেন - একেবারে পরিষ্কার ভাবে বলছি কোচবিহার জেলার কিছু কিছু নেতা তাদের উস্কানিতে কোথাও কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। পরিষ্কারভাবে বলছি তারা এখন যারা দলের নেতৃত্ব আছেন তাদের গায়ে কাদা লাগানোর জন্য তাদের ইমেজ রাজ্য পার্টির কাছে ছোট করার জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছেন। দলের উচিত এদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নিয়ে দল থেকে বহিষ্কার করা। পুলিশ কেউ বলছি এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে কে কার সাথে আছে এইসব না দেখে কঠিন শাস্তির মুখে ফেলা। মানুষ এইসব পছন্দ করে না যারা দলে থেকে দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাদের দলে না থাকলেও চলবে। স্বভাবতই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর এই মন্তব্যে রীতিমতো তোলপাড় কোচবিহারের রাজনীতি। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন বলেন - তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল নতুন নয়। এই গোষ্ঠীকোন্দলের কারণেই চরম সমস্যায় রয়েছে কোচবিহারের মানুষ। বোমা- বন্দুক গুলি তৃণমূলের সাধারণ ব্যাপার। তাদের একমাত্র ভরসা সন্ত্রাস। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন মানুষ বিরক্ত সঠিক সময়ে সঠিক উত্তর দেবে। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন পুলিশ আসলে তৃণমূলের দলদাস। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বদলে তারা তৃণমূল কে রক্ষা করতেই ব্যস্ত। কোচবিহারের শহর সংলগ্ন ২ টি ব্লক যেভাবে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে তাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তার ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলেই মহ রাজনৈতিক মহলের। যদিও এর জন্য তৃণমূল জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে ব্যর্থতাকেই দায়ী করছে ওয়াকিবহল মহল। যদিও এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার অথবা লিখিত অভিযোগের কথা জানা যায়নি পুলিশ প্রশাসন সূত্রে।

শিলাবতী নদী সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানিয়ে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ অক্টোবর ঃ সম্প্রতি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত শিলাবতী নদীর নিম্নাংশের রামদেবপুর থেকে হরিশপুর পর্যন্ত ২৩ কিলোমিটার অংশ সংস্কারের কাজ শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধুবাদ জানিয়ে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে বহু প্রতীক্ষিত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়িত না হওয়ায় চলতি বছরে ঘাটাল মহকুমার একটি বিস্তীর্ণ এলাকা ৭ বার বন্যার কবলে পড়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি কয়েকজনের জীবনহানি সহ হাজার- হাজার মানুষ বিগত বছরগুলির মত এবছরও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানিয়ে মাস্টার প্ল্যানের কাজ সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের স্বার্থে মনিটরিং কমিটিতে মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে যুক্ত করার দাবী জানানো হয়। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ওই স্মারকলিপিতে ৮ দফা প্রস্তাবও দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে। ওই স্মারকলিপির কপি রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইয়া, দপ্তরের প্রধান সচিব, মুখ্য বাস্তুকার, সুপারিনটেন্ডিং ও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এসডিও (ইরিগেশন), পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসক ও ঘাটালের মহকুমা শাসককেও দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবগুলি হলো- ১) শিলাবতীর নিম্নাংশে যে ২৩ কিলোমিটার অংশ সংস্কার করা হবে, সেই অংশে সেচ দপ্তরের সম্পূর্ণ জায়গা চিহ্নিতকরণ সহ দপ্তরের বর্তমান কাটিং চার্ট অনুসারে যতটা খাল সংস্কার হবে, তা মার্কিং করে দেওয়া ২) অবিলম্বে নদীর ভেতরে থাকা সমস্ত রকম অবৈধ নির্মাণ ও গাছ কেটে পরিস্কার করা ও এজন্য দ্রুত সংশ্লিষ্ট এলাকায. মাইকিং এর বন্দোবস্ত ৩) নদীর চরে সংস্কার করা মাটি রাখার জন্য খানিক অংশ ছাড়া জায়গা চিহ্নিতকরণ ৪) সংস্কার করার মাটি থেকে দুর্বল নদীবাঁধের অংশগুলি শক্তপোক্তকরণ সহ পূর্নাঙ্গ নদীবাঁধ উঁচু করে নির্মাণের পর বাকি মাটি বিক্রি ৫) সিডিউল অনুসারে ঠিকাদার ঠিকমত কাজ করছে কিনা,তা দেখভাল করার জন্য অন্তত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাভিত্তিক তদারকি কমিটি গঠন ৬) উপরোক্ত কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দ্রুত কাজের গতি বাড়িয়ে(প্রয়োজনে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে কাজের দাযিত্ব দিয়ে) আগামী বর্ষার পূর্বে যাহাতে বেশিরভাগ অংশের কাজ শেষ হয. সেজন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা ৭) শিলাবতী নদীর নিম্নাংশ সংস্কারের পাশাপাশি কংসাবতীর রামচঃদ্রপুর থেকে পাঁশকুড়ার শ্যামপুর পর্যন্ত ও রূপনারায়ণের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অংশটি অতি দ্রুত পূর্ণ সংস্কার করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ৮) চন্দ্রেশ্বর খালকে শিলাবতীর সাথে সংযুক্তিকরণ,পাম্প হাউস ও ডোযার্ফ ওয়াল নির্মাণ সহ মাস্টার প্ল্যানের প্রথম পর্যাযের বাকী কাজগুলিতে ধাপে ধাপে হাত দেওযা. প্রভৃতি। ভ্ড কমিটির অপর যুগ্ম সম্পাদক দেবাশীষ মাইতি জানান,ওই প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করার বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আগামী ৩১ অক্টোবর, সকাল ১০টায় ঘাটালের অন্নপূর্ণা আর্কেডে মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত ভুক্তভোগী ১৩ টি ব্লক এলাকার প্রতিনিধিদের নিয়ে এক কনভেনশন আহ্বান করা হয়েছে।

জগদ্ধাত্রী পূজায় যাত্রীদের সুবিধার্থে হাওড়া থেকে নানা পথে বাড়তি ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ অক্টোবর ঃ আসন্ন জগদ্ধাত্রী পূজার সময় যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় কমাতে ২৮.১০.২০২৫ থেকে ০১.১১.২০২৫ পর্যন্ত হাওড়া থেকে নানা পথে বাড়তি ট্রেন দেওয়া হচ্ছে। ৩৬০৮৭ হাওড়া - মাসগ্রাম পরিষেবা (হাওড়া থেকে ১৯.২৭-এ ছাড়ার কথা) বর্ধমান পর্যন্ত বাড়ানো হবে। একই দিনে বর্ধমান - হাওড়া স্পেশাল বর্ধমান থেকে ২২.১০ মিনিটে ব্যান্ডেল হয়ে ছাড়বে। ২৮.১০.২০২৫ থেকে ০১.১১.২০২৫ পর্যন্ত ৩৬০৮৮ মাসগ্রাম - হাওড়া লোকাল ট্রেন পরিষেবা বাতিল থাকবে। তাছাড়া, আপ ৬৩৫০১ হাওড়া - বর্ধমান লোকাল হাওড়া থেকে রাত ১৪৫ মিনিটে ছাড়বে। আগামী ২৯ থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত হাওড়া এবং ব্যান্ডেলের মধ্যে সমস্ত স্টেশনে ট্রেন থামবে। ৫৩০০২ আজিমগঞ্জ - হাওড়া প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ব্যান্ডেল এবং হাওড়ার মধ্যে ২ নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত স্টেশনে ট্রেন থামবে। ৩৭৯২৪ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল ২৮ থেকে থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, হিন্দমোটর, উত্তরপাড়া, বালি, বেলুড় এবং লিলুয়ায় থামবে।

কেষ্টর গলায় ফের স্লোগান-'খেলা হবে, জিতবও'!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৭ অক্টোবর ঃ বিধানসভা ভোটের আগে ফের শোনা গেল অনুব্রত মণ্ডলের গলায় পরিচিত স্লোগান-'খেলা হবে, সবাই খেলব আর জিতবও'। সম্প্রতি বীরভূমের সাঁইথিয়ায় এক ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা। সেখানেই খেলার মাঠ থেকে হাসিমুখে পুরনো স্লোগান তুলে ধরতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে প।নে তাঁর অনুগামীরা। ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনে অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে বীরভূম জেলার ১১টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১০টিতে জয়ী হয় তৃণমূল। তবে বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট, দুবরাজপুর শহরে লিড পেয়েছিল বিজেপি। একই ভাবে, অনুব্রতর অনুপস্থিতিতে কোর কমিটির নেতৃত্বে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বীরভূমের দু'টি লোকসভাতেই জয়ী হন তৃণমূলের প্রার্থীরা। কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও জেলার চারটি শহরে লিড পায় বিজেপি। এ দিন অনুব্রত আরও বলেন, ' ৩৪ বছর খেলা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এ বার রাজ্যজুড়ে আমরা খেলব, আর জিতবও। আপনারাও খেলবেন, আমরাও খেলব। সবাই একসঙ্গে খেলব, জয়লাভও করব।' ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে 'খেলা হবে' স্লোগান রীতিমতো মুখে মুখে ঘুরেছিল। অনেকেই বলেন, অনুব্রতই এই স্লোগান প্রথম আওড়ে ছিলেন। ২০২৬-র নির্বাচনেও তার অন্যথা হবে না বলে মনে করছেন তৃণমূলের একাংশ। উল্লেখ্য, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলের প্রভাব আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা চলছে।

এনএফআর দ্বারা পরিচালিত ৬২০টি বিশেষ ট্রেন

মালিগাঁও, ২৭ অক্টোবর ঃ চলমান উৎসবের মরশুমে যাত্রী চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় রেল (IR) ব্যাপক ব্যবস্থা করেছে। পূজা, দীপাবলি এবং ছট-এর সময় নির্বিঘ্নে ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য, IR ১২,০১১টি বিশেষ ট্রেন পরিচালনা করছে, যা গত বছরের একই সময়ের ৭,৭২৪টি ট্রেনের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল জোনে, ৪৮টি বিশেষ উৎসব ট্রেন পরিচালনা করছে, যা সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বিভিন্ন রুটে মোট ৬২০টি ট্রিপ পরিচালনা করছে। কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, গুয়াহাটি, যোগবাণী এবং কিষাণগঞ্জের মতো প্রধান স্টেশনগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হোল্ডিং এরিয়া, যাত্রী ঘোষণা ব্যবস্থা, পাখা, অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার এবং স্বয়ংক্রিয় টিকিট ভেন্ডিং মেশিন, যাত্রীদের নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য। সার্বক্ষণিক যুদ্ধ কক্ষ এবং RPF কর্মী সহ অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে, কার্যকর ভিড় ব্যবস্থাপনা এবং যাত্রী সহায়তা। কাটিহার, কিষাণগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, সোনপুর, দৌরাম মাধেপুরার মতো গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যে বিশেষ ট্রেন চলাচল করছে। আগরতলা, নিউ তিনসুকিয়া, এসএমভিটি বেঙ্গালুরু, অমৃতসর, পাটনা, ডিব্রুগড়, গোরখপুর, শিলচর, নাহারলাগুন, কলকাতা, গুয়াহাটি, রাঁচি, চরলাপল্লী, মুম্বাই সেন্ট্রাল, আগ্রা ক্যান্ট, জোগবানি, লুমডিং, হাওড়া, গোমতী নগর, আনন্দ বিহার, কামাখ্যা এবং আরও অনেকগুলি। **২৮ অক্টোবর ২০২৫ (মঙ্গলবার) নির্ধারিত ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ ট্রেন নং** ০৭৫৪১ কাটিহার - দৌরাম মাধেপুরা (দৈনিক বিশেষ) কাটিহার থেকে ১৯.০০ ঘন্টা ছাড়বে এবং পৌঁছাবে। ২২.০০ ঘন্টা দৌরাম মাধেপুরা। **ট্রেন নং** ০৭৫৪২ দৌরাম মাধেপুরা - কাটিহার (দৈনিক বিশেষ) দৌরাম মাধেপুরা থেকে ২২.৪৫ ঘন্টা ছাড়বে এবং কাটিহারে পৌঁছায় ২.৩০ টায়। **ট্রেন নং** ০৭৫৪০ কাটিহার - মনিহারী (দৈনিক বিশেষ) কাটিহার থেকে ২০.৩০ টায় ছাড়বে এবং মনিহারিতে পৌঁছাবে ২১.৩০ ঘন্টা। **ট্রেন নং** ০৭৫৩৯ মনিহারী - কাটিহার (দৈনিক বিশেষ) মণিহারী থেকে ৫.০০ ঘন্টা ছাড়বে এবং ৬.০০ এ কাটিহারে পৌঁছাবে ঘন্টা। **ট্রেন নং** ০৭৫৫১ মনিহারী - কাটিহার (দৈনিক বিশেষ) মণিহারী থেকে ০০.১৫ ঘন্টা ছাড়বে এবং কাটিহারে পৌঁছাবে ০১.৩০ ঘন্টা **ট্রেন নং** ০৭৫৫২ কাটিহার - মণিহারি (দৈনিক বিশেষ) কাটিহার থেকে ০২.০০ টায় ছেড়ে মণিহারিতে পৌঁছাবে ০৩.১৫ টায়। **ট্রেন নং** ০৭৫৫৫ কাটিহার - জগবানি (দৈনিক বিশেষ) কাটিহার থেকে ২১.৩০ টায় ছেড়ে ০১.১৫ টায় যোগবানিতে পৌঁছাবে। **ট্রেন নং** ০৭৫৫৪ জোগবানি - কাটিহার (দৈনিক বিশেষ) জোগবানি থেকে ০২.০০ টায় ছেড়ে ০৫.৪৫ টায় কাটিহারে পৌঁছাবে। **ট্রেন নং** ০৫৬৩৭ নাহারলাগুন - শিলচর (সাপ্তাহিক বিশেষ) নাহারলাগুন থেকে ১০.০০ টায় ছেড়ে শিলচরে পৌঁছাবে ০৫.২০ টায়। **ট্রেন নং** ০৬৫৫৯ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নারাঙ্গি (সাপ্তাহিক বিশেষ) এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ২৩.৪০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং নারাঙ্গিতে ০৫.০০ মিনিটে পৌঁছাবে। **ট্রেন নং** ০৫৭৪৩ সোনপুর - কাটিহার (ত্রি-সাপ্তাহিক বিশেষ) সোনপুর থেকে ০৩.০০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং কাটিহারে ১২.০০ মিনিটে পৌঁছাবে। **ট্রেন নং** ০৭০৪৭ নাহারলাগুন - চরলাপল্লি (সাপ্তাহিক বিশেষ) নাহারলাগুন থেকে ১৩.০০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং চারলাপল্লিতে ১৯.১৮ মিনিটে পৌঁছাবে। **ট্রেন নং** ০৯১৯০ কাটিহার - মুম্বাই সেন্ট্রাল (সাপ্তাহিক বিশেষ) কাটিহার থেকে ০০.১৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং মুম্বাই সেন্ট্রালে ১৮.৪০ মিনিটে পৌঁছাবে। উৎসবের মরশুমে নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে যাত্রীদের আগে থেকেই তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা করার এবং রেল কর্মীদের সাথে সহযোগিতা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বিজয় হান্স লিমিটেড

রেজি .অফিসঃ এইচ.পি. ব্রহ্মচারী রোড রেহাবাড়ি, কামরূপ, গুয়াহাটি, আসাম, ভারত, ৭৮১০০৮

কর্পোরেট অফিসঃ ইউনিট নং ৪০৮ তৃতীয় তলা রয়েল মিরাজ আর্কেড, লক্ষ্মী মার্কেট মিরাজ শ্রীকান্ত চক মিরাজ, মিরাজ, সাংলি, মিরাজ, মহারাষ্ট্র, ভারত, ৪১৬৪১০

টেলিফোনঃ ৭০৬৬৬৭০১৯৯, **ই-মেইলঃ** ash ashim@yahoo.co.in ওয়েবসাইটঃ www.biiovhans.net

CIN: L51909AS1985PLC002323

কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে ইক্যুইটি শেয়ারের প্রস্তাবিত স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্তির জন্য পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ারের তালিকাভুক্তি) রেগুলেশন, ২০২১ (SEBI) এর রেগুলেশন ৫ এবং ৬ অনুসারে 'ডিলিস্টিং রেগুলেশনস' অনুসারে, BIJOY HANS LIMITED (কোম্পানি) এর পরিচালনা পর্ষদ ২৬.০৯.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে, শুধুমাত্র কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (CSE) থেকে ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

বর্তমানে, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ('BSE') এবং CSE উভয়তেই তালিকাভুক্ত। যেহেতু গত বহু বছর ধরে CSE-তে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের কোনও লেনদেন হয়নি এবং CSE-তে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোম্পানিকে অতিরিক্ত পরিচালন খরচও বহন করতে হয়, তাই, শুধুমাত্র CSE থেকে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। CSE থেকে তালিকাভুক্তি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বা প্রভাবিত করবে না।

SEBI ডিলিস্টিং রেগুলেশনের ৬ এর শর্ত অনুসারে, কোম্পানিটি কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের কোনও প্রস্থানের সুযোগ না দিয়েই কেবল CSE থেকে তার ইকুইটি শেয়ারগুলি ডিলিস্ট করার প্রস্তাব করেছে, কারণ কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি BSE তে তালিকাভুক্ত থাকবে, যার দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল থাকবে। পরবর্তীকালে, কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা BSE তে তালিকাভুক্তি এবং ট্রেডিংয়ের সুবিধাগুলি উপভোগ করতে থাকবে।

BIOY HANS LIMITED এর জন্য
স্বা।-
গিনি আগরওয়াল
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮.১০.২০২৫

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

উৎসবের মরশুমে মেকআপে ত্বকের দফারফা! কীভাবে ফিরে পাবেন পুরনো জেল্লা?

রোজকার ব্যস্ততার মাঝে সাজগোজ, হালকা মেকআপ করেন প্রায় সকলেই। উসবের মরশুম মানে অন্যরকম। নতুন পোশাকের সঙ্গে ভারী মেকআপ। তার সঙ্গে আবার খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তন আর রাতজাগা। সব মিলিয়ে ত্বকের যাচ্ছে তাই পরিস্থিতি। চোখের তলায় কালি, শুস্কতা, ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যাওয়ার মতো নানা সমস্যা দেখা যায়। তার ফলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই মনখারাপ। এই পরিস্থিতিতে জেনে নিন কীভাবে নেবেন ত্বকের যত্ন। আর কীভাবেই বা ফিরে পাবেন হারানো জেল্লা।

হারানো জেল্লা ফিরে পাওয়ার প্রথম শর্ত ত্বককে ডিটক্স করা। নন অ্যালকোহলিক মেকআপ রিমুভার এবং পিএইচ ব্যালান্সজ ক্লিনজার ব্যবহার করুন। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট সিরাম ব্যবহার করাও আবশ্য।

ত্বক থেকে উসবের মরশুমে হুজ্জুতির ক্লান্তি দূর করতে হাইড্রাফেসিয়াল করাতে পারেন। শুস্ক ত্বকে ফের আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে এলইডি থেরাপিও বেশ কাজে দেবে।

ত্বকে কোনও দাগছোপ হয়ে থাকলে কোলাজেন ট্রিটমেন্ট করাতে পারেন।

ত্বকের আর্দ্রতা যাতে হারিয়ে না যায় তাই অবশ্যই অ্যালকোহল যুক্ত টোনার ব্যবহার বাদ দিন। অবশ্যই হাইলুরোনিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ ময়েশ্চার ব্যবহার করুন।

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টিপসঃ

অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। শুধু রোদে বেরলেই নয়, বাড়িতে থাকলেও সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।

পর্যাপ্ত ঘুম ত্বকের সুস্থতারও চাবিকাঠি। তাই অবশ্যই ভালো করে বিশ্রাম নিন।

খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, ফলমূলের পাশাপাশি বেশি পরিমাণ জল যেন থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

খুব প্রয়োজন ছাড়া ভারী মেকআপ করবেন না। কয়েকদিন ত্বককে বিরতি দিন। হালকা মেকআপ করুন।

বাড়ি ফেরার পর মেকআপ পরিষ্কার করে মুখ থেকে না তুলে ঘুমোবেন না। তাতে ত্বকের ক্ষতি আরও বাড়বে।

পুজো শেষ হয়ে গেলেও পুজোর আমেজ এখনও শেষ হয়নি। কারণ সামনেই আসছে জগদ্ধাত্রী পুজো। পুজোর নানা আতিথেয়তার পর্ব মিটতে না মিটতেই পুজোয় ফের বাড়িঘর পরিস্কার করার তুমুল ব্যস্ততার মাঝেই নিতে হবে নিজের যত্নও। কম খরচে এবং সময় বাঁচিয়ে নিজের ত্বকের যত্ন নিতে বাড়িতেই ট্রাই করতে পারেন ঘরোয়া কিছু উপায়। যাতে ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বল। এক্ষেত্রে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করবেন দেখে নিন।

উজ্জ্বল ত্বকের জন্য ব্যবহার করতে পারেন লেবু ও মধু। আলাদাভাবে নয় একসঙ্গে একটি লেবুর রস ও ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে তা মুখে ১০-১৫ মিনিট মতো মেখে রেখে দিন। এতে আপনার মুখের ত্বক হবে নরম, হাইড্রেটেড। মিনিট ১৫ রাখার পর উষ্ণ গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন মুখের ত্বকে ঠিক কতটা পরিবর্তন এসেছে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই প্যাক মুখের দাগছোপ সরাতেও সাহায্য করে। তাই পুজোর আগে অবশ্যই নিয়ম করে এই প্যাক ব্যাবহার করতে পারেন। ত্বকের উজ্জ্বলতা আনতে বড়িতে চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন হলুদ ও দইয়ের বিশেষ এক প্যাক। যা ব্যবহার করলে কম সময়ে বিনা ব্যায়ে রূপচর্চা করতে পারবনে। ১ টেবিল চামচ দই ও ২-৩ চিমটে

হলুদ গুঁড়ো নিয়ে একটি প্যাক বানিয়তে নিন। এরপর এটি ১৫মিনিট মতো মুখে মেখে, রেখে দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। হাতে যেটুকু সময় রয়েছে দীপাবলীর আগে তাতে এই প্যাক ট্রাই করতেই পারেন রূপের উজ্জ্বলতা বাড়াতে। উৎসবের মরশুমে বাড়ির একাধিক কাজের চাপ সামলাতে গিয়ে আপনার ত্বকের উপর তার প্রভাব পরে মারাত্মক। ত্বক হাইড্রেশন হারায়। সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন অ্যালোভেরা ও গোলাপজলের বিশেষ প্যাক। ১ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল ও ১ টেবিল চামচ গোলাপজল ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে আপনার মুখে মেখে নিন ও ১০ মিনিট মতো রেখে দিন। এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে বেশ কয়েকবার এই প্যাক ট্রাই করতে পারলে আপনার ত্বকের চেহারা বদলাবে ধীরে ধীরে। মুখের ত্বকের পাশাপাশি সমানভাবে ঠোঁটের ত্বকের যত্ন নেওয়াও বিশেষভাবে প্রয়োজন। আপনি যত ধরনের লিপ বামই ব্যবহার করুন না কেন ঠোঁটের স্বাস্থ্য বদল না হলে আপনাকে নিতে হবে বিশেষ যত্ন। জেনে নিন কোন কোন উপায় অবলম্বনে আর্দ্র রাখবেন আপনার ঠোঁট? মুখের ত্বকের মতোই ঠোঁটের ত্বকেও এক্সফোলিয়েশন প্রয়োজন। স্ক্রাবার ব্যবহার করে ঠোঁটের মৃত চামা সরিয়ে ফেলে ঠোঁটের ত্বককে সুস্থ রাখুন। এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন সুগার স্ক্রাব। একটি নরম টুথব্রাশ ও একটি নরম কাপ। নিয়ে ঠোঁটে আলতো করে কিছুক্ষণ ঘষে নিন। এরপর পরিস্কার করে নিয়ে ঠোঁটে লিপবাম লাগিয়ে নিন। এটি আপনার ঠোঁটকে আর্দ্র রাখবে।

ঠোঁটের সৌন্দর্য বজায় রাখতে হাইড্রেশন অত্যন্ত প্রয়জনীয় বিষয়। শরীরে জলের অভাব থাকলে লিপবাম বা লিপ অয়েল যতই ব্যবহার করুন না কেন শরীরে হাইড্রেশনের অভাব হলে ঠোঁট এমনিই রুক্ষ ও শুস্ক হয়ে পড়বে। তাই নিজেকে হাইড্রেট রাখতে চেষ্টা কর। প্রচুর জল খাওয়ার অভ্যাস গা তুলুন। একইসঙ্গে লেবু, শশা ও যে কোনও বেরি মিশিয়ে একটি ডিটক্স জল তৈরি করে অল্প অল্প করে সারাদিন খান। প্রতিদিনের খাদ্যতালিয়া ফলও রাখতে পারেন। চেষ্টা করুন এসপিএফ যুক্ত লিপবাম ব্যবহার করতে। অতিবেগুনি রশ্মি ঠোঁটকে অত্যন্ত শুস্ক করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, এর ফলে ঠোঁট কালো হয়ে যাওয়া, রোদে পুড়ে যাওয়ার মতো নানা সমস্যা দেখা যায়। তাই এস্পিএফযুক্ত লিপবাম ব্যবহার করুন। এসপিএফ-১৫'র বা তার বেশি এসপিএফযুক্ত লিপ বাম ব্যবহার করুন। দিনশেষে, রাতের বেলাতে মুখের ত্বকে নানা যত্নের পাশাপাশি ঠোঁটের যত্ন বিশেষভাবে নেওয়া প্রয়োজন। চেষ্টা করুন ফাটা ও শুস্ক ঠোঁটের সমস্যা রুখতে হাইড্রেটিং বাম ব্যবহারের চেষ্টা করুন। এছাড়াও ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ জোজোবা অয়েল এবং বাদাম তেল ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন রাতের বেলায় ত্বকের পরিচর্যা বিশেষভাবে ত্বককে ভিতর থেকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তবে হ্যাঁ মাথায় রাখবেন, অতিরিক্ত পরিমাণে লিপবাম ব্যবহারও কিন্তু ঠোঁটের জন্য একেবারেই ভাল নয়। এতে ঠোঁট ভারী লাগবে। চেষ্টা করুন ঠোঁট হাইড্রেটেড রাখবে এমন পাতলা লিপবাম ব্যবহার করার। এতে আপনার ঠোঁট হাইড্রেটেড থাকবে।

লন্ডনে ফেস্ট কালী ভেঙে দিল জাতি, বর্ণের সমস্ত দূরত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, লন্ডন, ২৭ অক্টোবর ঃ লন্ডনের ক্রয়ডন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল এক ভিন্ন ধাঁচের কালী পুজো। কিউরেটর লন্ডন বাসিন্দা চিত্রশিল্পী পাপিয়া ঘোষাল। ইন্ডোগ্লোবাল কালচারাল ফোরামের কর্ণধার ও লন্ডন মিশেলেনি পত্রিকার সম্পাদক পাপিয়া ঘোষাল আয়োজন করে থাকেন লন্ডনের কালী ও দিওয়ালি উৎসব। এবছর উৎসবের মূল মন্ত্র ছিল লন্ডনের বিশ্বজনীন, অসাম্প্রদায়িক, উদার, ও বিশ্বনাগরিকত্ব ফিরিয়ে আনা! কয়েক বছর আগে ফেস্ট কালি উৎসবের সূচনা করেন পাপিয়া। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করলেন সিভিক মেয়র রিচার্ড চ্যাটার্জি, লর্ড মেরেয়ার্থ ও জাসটিন গ্লাস, পাপিয়া ঘোষাল। উৎসব হল পুরোনো ব্রিটিশ ক্রয়ডন লাইব্রেরি টাউন হলে। মা কালীর ওপর চিত্র প্রদর্শনী, কবিতা পাঠ, আফ্রিকার যেমবে, ইন্সটল প্রদর্শনী, নাচ, শ্যামা নাচ, আফ্রিকান খাবার, বাংলা খাবার, চীনা খাবার, ইত্যাদি। চেলসি চা কোম্পানির দার্জিলিং ও আসাম চা, পাকিস্তানী ও শ্রীলঙ্কার করক চা, ইত্যাদি। সারা পৃথিবীর মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন পাপিয়ার এই প্রয়াসকে সার্থক করতে। বিশেষত আজকের যুক্তরাষ্ট্রের এই ভয়ানক মানবিকতার অভাবের সময় দাঁড়িয়ে। পাপিয়া ঘোষাল এর বিশেষ দ্রষ্টব্য কালী পেন্টিং ও মূর্তি ছাড়া ও অন্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন জুলি ব্লুম, চিত্র সাংবাদিক সৌরভ দত্ত, রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়, অবন্তি মুখোপাধ্যায়, খ্রিস্ট সালাম, অপরাজিতা সিংহ, প্রমুখ।

থুতু ফেলাকে কেন্দ্র করে বচসা, সংঘর্ষ

ঢাকা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ হস্টেলের সামনে থুতু ফেলাকে কেংদ্র করে বচসার জেরে সংঘর্ষ থেকে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বাংলাদেশের সাভারে। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে রাতভর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা, হাতাহাতির জেরে আহত হলেন কমপক্ষে ৫০ জন। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে বাস, গাড়িতে। রাতভর এই ঘটনার জেরে সোমবারও পরিস্থিতি থমথমে। অভিযোগ, এত বড় অশান্তি রুখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। পুলিশের দাবি, ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। ঘটনার সূত্রপাত সাভারের ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাডাইস হস্টেলের সামনে থুতু ফেলা নিয়ে। অভিযোগ, রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পড়ুয়া মোটরবাইকে যেতে যেতে হস্টেলের সামনে থুতু ফেললে তা আরেক পড়ুয়ার গায়ে লাগে। তিনি প্রতিবাদ জানান। বাইক আরোহীর সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ার সঙ্গে তর্কবিতর্ক শুরু হয়।

ঐতিহ্যের স্বাদে নতুন ঋতুর আনন্দ-গার্ডেন ক্যাফেতে এই উৎসবের মৌসুমে

কলকাতা, ২৭ অক্টোবর ঃ এই উৎসবের মৌসুমে যদি চান চেনা খাবারের বাইরে একটু ভিন্ন স্বাদ, তবে চলে আসুন শহরের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় নিরামিষ রেস্তোরাঁ গার্ডেন ক্যাফেতে। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৮১ সালে মি. সন্দীপ নওলাখার উদ্যোগে নতুন আঙ্গিকে সাজানো এই ক্যাফে আজও ঐতিহ্য, সৃজনশীলতা ও আন্তরিক আতিথেয়তার সুন্দর সংমিশ্রণ বহন করে আসছে।এখানকার মেনু যেন এক রসনাতৃপ্ত ভ্রমণ-দক্ষিণ ভারতের আসল স্বাদে ভরা, সঙ্গে আধুনিক কনটিনেন্টাল ছোঁয়া। মেনুর তারকা পদগুলির মধ্যে রয়েছে ক্রিসপি মসলা দোসা, তুলতুলে ইডলি, আর সোনালি বাদামি বড়া-যা পরিবেশন করা হয় ঘরোয়া সাম্বর ও নানারকম ঘরে তৈরি চাটনির সঙ্গে। দোসা প্রেমীদের জন্য রয়েছে বিস্তৃত পরিসর-চিজ মাশরুম গার্লিক দোসা, রাভা মসলা দোসা থেকে শুরু করে ঝাল-মশলার পোডি দোসা পর্যন্ত। কিছুটা নতুন স্বাদ চাইলে ট্রাই করতে পারেন ফিঙ্গার-ফ্রাইড ইডলি, ঠাট্টে ইডলি বা টক-মিষ্টি দই ইডলি ফ্রাই। ১৯৮২ সাল থেকে গার্ডেন ক্যাফে পরিবেশন করছে ১০৮ রকম দোসা, আর কলকাতার প্রথম দিকের রেস্তোরাঁগুলির মধ্যে এটি যারা পিজ্জা পরিচয় করিয়েছিল শহরবাসীর কাছে-আজও সেই ১৯৬৮ সালের পারিবারিক রেসিপিতেই তৈরি হয় তাদের পিজ্জা। খাবারের শেষে বা সঙ্গে চাইলে অবশ্যই চেখে দেখুন তাদের গাড়, সুবাসিত সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্টার কফি, যার ঘ্রাণেই মন ভরে যায়।গার্ডেন ক্যাফের বিশেষত্ব তার অবিচল প্রতিশ্রুতি-গুণমান, সেবা, পরিচ্ছন্নতা, আতিথেয়তা ও সাশ্রয়িতা। সব বয়স, সব সম্প্রদায়ের অতিথিদের জন্য এখানে আছে উষ্ণ, অন্তরঙ্গ পরিবেশ। আজ কলকাতা ও জয়পুরে মিলিয়ে তাদের পাঁচটি সফল আউটলেট গড়ে উঠেছে, যা একই পরিবারের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। খোলা রান্নাঘর, শিল্প প্রদর্শনীর ঘূর্ণায়মান আয়োজন, শান্ত অথচ উজ্জ্বল ইন্টেরিয়র এবং পর্যাপ্ত গাড়ি পার্কিং-সব মিলিয়ে গার্ডেন ক্যাফে এমন এক অভিজ্ঞতা দেয় যা পরিবার, বন্ধু বা একাকী সবার জন্য উপযুক্ত।

শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হলে', আফগানিস্তানকে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

২৭ অক্টোবর ঃ গত রবিবার এক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয় ডুরান্ড লাইনে। এই পরিস্থিতিতে দু'দেশের মধ্যে থাকা সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে তুরস্কে দ্বিতীয় দফার আলোচনায় বসেছে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের নেতারা। তার মাঝেই এবার আফগানিস্তানকে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিলেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা মহম্মদ আসিফ। বলেন, যদি শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়, তাহলে পাকিস্তানের কাছে আর কোনও রাস্তা থাকবে না। আমরা সরাসরি আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হব। গত শনিবার কাতারের রাজধানি দোহায় প্রথম দফার শান্তি আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীরা। কাতারের পাশাপাশি মধ্যস্থতার দায়িত্বে ছিল তুরস্ক। কাতারের বিবৃতিতে জানানো হয়, দুই দেশ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে। উভয়পক্ষই স্থায়ী শান্তি এবং সীমান্তে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু পরে জানা যায়, আদতে দু'দেশের মধ্যে কোনও রফাসূত্র মেলেনি। তাই দ্বিতীয় দফার আলোচনা করতে শনিবার তুরস্কে হাজির হয়েছেন দু'দেশের প্রতিনিধিরা। তার মাঝেই হুঁশিয়ারি দিলেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সম্প্রতি কাবুলে বিমান হামলা চালায় পাকিস্তান। তারপর থেকে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চরম আকার নেয়। সীমান্তে দুই দেশের গুলির লড়াইয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও প্রচুর। এরপর পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মধ্যে ৪৮ ঘণ্টার সংঘর্ষবিরতি হয়। সেই মেয়াদ শেষের আগেই ঘোষণা করা হয় দোহায় আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বা।ানো হবে। তবে তার আগেই আফগানিস্তানে ফের হামলা চালায় পাকিস্তান। পাক আক্রমণে মৃত্যু হয় তিন ক্রিকেটার-সহ অন্তত আট জনের।

ব্রিটেনে ফের বর্ণবিদ্বেষের শিকার ভারতীয়! শিখ তরুণীকে ধর্ষণ

২৭ অক্টোবর ঃ বিদেশে ফের জাতি বিদ্বেষের শিকার ভারতীয়। এবার ব্রিটেনের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসে, ২০ বছরের এক ভারতীয় তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় পরিচয়ের কারণেই ওই তরুণীর উপর হামলা চালানো হয়েছে। অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। শনিবার, সন্ধ্যায় ওয়ালসাল পার্ক হল এলাকায় ওই তরুণীকে খুঁজে পায় স্থানীয় বাসিনন্দারা। তারাই পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই তরুণীকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশকে ওই তরুণী জানিয়েছেন, জাতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁকে ধর্ষণ করেছে এক শ্বেতাঙ্গ যুবক। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ থেকে পুলিশ ওই শ্বেতাঙ্গ যুবকের একটি ভিডিও পেয়েছে। অভিযুক্তের ছবি প্রকাশ করেছে তাঁরা। অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে খুঁজতে স্থানীয় মানুষের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের পুলিশ আধিকারিক, রোনান টাইরার জানিয়েছেন, ' তরুণীর উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা দোষীকে গ্রেপ্তার করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।' তিনি আরও বলেন, ' এই ঘটনার তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করছেন।

শান্তি আলোচনার মাঝেই ফের পাক-আফগান সীমান্তে উত্তেজনা!

২৭ অক্টোবর ঃ তুরস্কে চলছে আফগান-পাক শান্তি আলোচনা। এর মাঝেই ফের সংঘর্ষ বিরতিতে ছেদ দুই দেশের। ইসলামাবাদের সামরিক বাহিনী রবিবার জানিয়েছে, আফগানিস্তান সীমান্তের কাছে সংঘর্ষে পাঁচ পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সুত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ও শনিবার পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী দুর্গম কুর্রাম এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় সংঘর্ষ হয়। আফগানিস্তান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করায় ২৫ জন জঙ্গি নিহত হয় বলে জানানো হয়েছে। ইসলামাবাদ জানিয়েছে, এই অনুপ্রবেশের চেষ্টা আসলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলায় আফগানিস্তানের প্রতিশ্রুতির উপর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তালিবান সরকারের মুখপাত্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য মন্তব্য করেনি বলে জানা গিয়েছে। গত রবিবার এক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয় ডুরান্ড লাইনে। এই পরিস্থিতিতে দু'দেশের মধ্যে থাকা সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে তুরস্কে দ্বিতীয় দফার আলোচনায় বসেছে পাকিস্তান।

Name Change

I, Wahedar Rahaman (Old Name) S/O– Hasibuddin resident of Begunbari Bathanpara, Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Wahedar Rahaman to Wahedur Rahaman and henceforth I shall be known as Wahedur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Wahedur Rahaman & Wahedar Rahaman both are same and one identical person.

Name Change

I, Soumen Ghosh , my wife's (Old Name) Rakhi Ghosh (Rakhi Ghosh is my daughter's name) resident of Vill – Natna , Po-Natna Pattabuka , Ps-Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741122 do hereby declared that I have changed my wife's name from Rakhi Ghosh (Rakhi Ghosh is my daughter's name) to Babita Ghosh and henceforth my wife's name shall be known as Babita Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025.My wife's name Babita Ghosh & Rakhi Ghosh (Rakhi Ghosh is my daughter's name) both are different person.

Name Change

I, Shyamal Bairagga (Old Name) S/O–Nitai Bairagya resident of Vill-Jowarddarpara , Po- Betai , Ps- Tehatta, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Shyamal Bairagga to Shyamal Bairagya and henceforth I shall be known as Shyamal Bairagya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before Magistrate affidavit Tehatta court on 28/08/2025. My name Shyamal Bairagya & Shyamal Bairagga both are same and one identical person.

Name Change

I, Nabonita Saha (Old Name) W/O– Kundan Saha resident of Godown Road Raghunathganj , Po & Ps- Raghunathganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742225 do hereby declared that I have changed my name from Nabonita Saha to Nabonita Saha Sarkar and henceforth I shall be known as Nabonita Saha Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Nabonita Saha Sarkar & Nabonita Saha both are same and one identical person.

Name Change

I, Moksed Ali (Old Name) S/O– Khorsed Ali resident of Vill-Hosnabad , Po-Chhatai , Ps-Ranitala , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Moksed Ali to Maksed Ali and henceforth I shall be known as Maksed Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Maksed Ali & Moksed Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Mahasin Mandal (Old Name) S/O– Marjem Hossain Mondal resident of Vill- Topla , Po-Topla , Ps-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741165 do hereby declared that I have changed my name from Mahasin Mandal to Mahasin Mondal and henceforth I shall be known as Mahasin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Mahasin Mondal & Mahasin Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Hasibuddin Mondal (Old Name) S/O–Golam Haidar resident of Begunbari Bathanpara, Beldanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Hasibuddin Mondal to Hasibuddin and henceforth I shall be known as Hasibuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Hasibuddin & Hasibuddin Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I KHASRU AMIN MONDAL on behalf of my father Late SHAJAHAN KABIR and Late SHAHJAHAN KABIR Residing at Vill-Banglani Dakshin Para, P.O-Banglani, P.S-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286, West Bengal, India have changed his name and he shall henceforth be known as Late SAHAJAHAN KABIR MONDAL as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat vide affidavit no 5394, dated 17-10-2025. Late SHAJAHAN KABIR and Late SHAHJAHAN KABIR and Late SAHAJAHAN KABIR MONDAL all are same and identical person.

Name Change

I, NAZNEENA BEGUM (Old Name) W/O KHASRU AMIN MONDAL Residing at Vill-Banglani Dakshin Para, P.O-Banglani, P.S-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NAZNINA BEGUM (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat vide affidavit no 5393, dated 17-10-2025. NAZNEENA BEGUM (Old Name) and NAZNINA BEGUM (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Habibur Rahamun (Old Name) S/O– Fakir resident of Baburigram , Ramna Sekhdighi , Ps-Sagardighi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742227 do hereby declared that I have changed my name from Habibur Rahamun to Habibur Rahaman and henceforth I shall be known as Habibur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Habibur Rahaman & Habibur Rahamun both are same and one identical person.

Name Change

I, Bijay Samaddar (Old Name) S/O– Khokan Samaddar resident of Vill- Betai Natunpara , Po-Betai , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Bijay Samaddar to Bijoy Samaddar and henceforth I shall be known as Bijoy Samaddar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Tehatta court on 12/08/2025. My name Bijoy Samaddar & Bijay Samaddar both are same and one identical person.

Name Change

I, Arfina Bibi (Old Name) W/O– Sahidul Mallick resident of Vill-Narayanpur , Po-Manikdihi , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741150 do hereby declared that I have changed my name from Arfina Bibi to Arfina Khatun Mallick and henceforth I shall be known as Arfina Khatun Mallick (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Arfina Khatun Mallick & Arfina Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Angura Khatun (Old Name) W/O– Md Mojammel Hoque resident of Vill-Dighri , Po- Kankuria, Ps-Samseganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Angura Khatun to Angura Bibi and henceforth I shall be known as Angura Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Angura Bibi & Angura Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, AKHTAR HUSSAIN (OLD NAME) S/O NOOR MOHAMMED , RESIDING AT, 7/1/H/8 , NARKELDANGA MAIN ROAD, KMC , NARKELDANGA , KOLKATA - 700011, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKHTAR ALI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 24/10/2025 , AKHTAR ALI (NEW NAME) AND AKHTAR HUSSAIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, MD ABDUR REZA ALI (OLD NAME) S/O MD FAZLE RABBI , RESIDING AT, UTTAR NARAYANPUR , P.O – RAJARHAT GOPALPUR ,P.S – NARAYANPUR , N.24.PGS. - 700136, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUR REZA ALI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 24/10/2025 , ABDUR REZA ALI (NEW NAME) AND MD ABDUR REZA ALI (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MEHABUL HASSAN SAIKH (OLD NAME) S/O JAHIR UDDIN SHAIKH , RESIDING AT, VILL – DOMPUKUR , P.O – DOMPUKURIA , P,S. – CHAPRA ,NADIA - 741123, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MEHABUL HASAN SK (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS LD JUDICIAL MAJISTRATE NADIA , DATED 22/01/2025 , MEHABUL HASAN SK (NEW NAME) AND MEHABUL HASSAN SAIKH (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, MD FAZLE RABBY (OLD NAME) S/O LATE ABDUR RAZZAQUE BISWAS , RESIDING AT, UTTAR NARAYANPUR , P.O – RAJARHAT GOPALPUR ,P.S – NARAYANPUR , N.24.PGS. - 700136, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD FAZEL RABBI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 24/10/2025 , MD FAZEL RABBI (NEW NAME) AND MD FAZLE RABBY (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON,

নাম পরিবর্তন

আমি দীপক কুমার মণ্ডল পিতা মৃত গোপাল চন্দ্র মণ্ডল (পুরাতন নাম) গ্রাম- কোটা, পোঃ -পাবা, থানা-গোঘাট,জেলা-হুগলী স্থায়ী বাসিন্দা। ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আরামবাগ কোর্ট হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা দীপক মণ্ডল পিতা মৃত গোপাল মণ্ডল (নতুন নাম) পরিচিত হলাম। গত ২৪.১০.২০২৫ তারিখে (SL-NO-3423) এফিডেভিট বলে দীপক কুমার মণ্ডল পিতা মৃত গোপাল চন্দ মন্ডল (পুরাতন নাম) এবং দীপক মণ্ডল পিতা মৃত গোপাল মন্ডল (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

Name Change

I, Triilokinath Shukla (old name) son of Bhagawati Prasad Shukla, residing at 22, Dr. Deodar Rahaman Road, Lake Gardens, Kolkata – 700045, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Triloki Nath Shukla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 27/10/2025. Triilokinath Shukla and Triloki Nath Shukla both are same and one identical person.

Name Change

I, KHASRU KABIR and MD KHASRU AMIN (Old Name) S/O SAHAJAHAN KABIR MONDAL Residing at Vill-Banglani Dakshin Para, P.O-Banglani, P.S-Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743286 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as KHASRU AMIN MONDAL (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat vide affidavit no 5394, dated 17-10-2025. KHASRU KABIR and MD KHASRU AMIN (Old Name) and KHASRU AMIN MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, JOHIR UDDIN SAIKH (OLD NAME) S/O LATE JAMIR UDDIN SHAIKH , RESIDING AT, VILL – DOMPUKUR , P.O – DOMPUKURIA , P,S. – CHAPRA ,NADIA - 741123, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHIR UDDIN SHAIKH (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE 1ST CLASS LD JUDICIAL MAJISTRATE NADIA AT , DATED 22/01/2025 , JAHIR UDDIN SHAIKH (NEW NAME) AND JOHIR UDDIN SAIKH (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change

I, Nazima Begam (Old Name) D/o Jafar Mollah Residing at Kulipara, Naldanga(CT), Bandel, District - Hooghly, Pin - 712123 West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Najima Begam (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 27-10-2025. Nazima Begam (Old Name) and Najima Begam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

AFSAR ALI MULLICK ALLIES AFSHAR ALI MULLICK(OLD NAME) S/O MORTEJ ALI MALLICK .OF VILL: JOYKRISHNAPUR P.O. BEGAMPUR , P.S.-CHANDITALA, DIST-HOOGHLY, WB 712306 HAVE CHANGE MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHUKUR ALI MULLICK ALLIES SUKUR ALI MALLICK(NEW NAME) FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AS DECLARE BEFORE THE SHERAMPORE (SL NO- 11550) AFSAR ALI MULLICK ALLIES AFSHAR ALI MULLICK(OLD NAME) AND SHUKUR ALI MULLICK ALLIES SUKUR ALI MALLICK(NEW NAME) IS SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Affidavit

I, Durga Bagdi W/o Shashthi Bagdi residing at Vill.-Aralkola Panchal, PO-Panchal, PS- Sonamukhi, Dist.-Bankura Indian do hereby solemnly affirm and declare that I am holding my Aashaar Card No.:-7155 6358 1104 with my own photograph but in place of my name, my own husband and his father's name is written in my aforesaid Aadhaar Card as 'Sasthi Bagdi S/o Sanatan Bagdi which may be rectified through this affidavit sworn before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Bishnupur, Bankura with my name 'Durga Bagdi W/o Shashthi Bagdi' vide on dated 16/10/2025.

Affidavit

I, PANKOJ KHEMKA (Old Name) S/o SATYANARAYAN KHEMKA as mentioned in my driving license WB 012001079926 residing at 3, ALIPOUR ROAD, KOLKATA (M CORP), KOLKATA-700027 Indian have corrected my name and shall henceforth be mentioned as PANKAJ KHEMKA (New Name) in my driving license, declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 100018 on dated 10/10/2025. PANKOJ KHEMKA and PANKAJ KHEMKA both are same and identical person.

Affidavit

I, SURANDRA AGARAHARI (Old Name) S/o RAJARAM AGRAHARI as mentioned in my driving license WB 0720150015429 residing at 57/6, B.T. ROAD, PHOOL BAGAN, COSSIPORE, KOLKATA(M CORP), KOLKATA-700002 Indian have corrected my name and shall henceforth be mentioned as SURENDRA AGRAHARI (New Name) in my driving license, declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 100017 on dated 10/10/2025. SURANDRA AGARAHARI and SURENDRA AGRAHARI both are same and identical person.

Affidavit

I, NAUSHAD ALAM (Old Name) S/o Mohammad Dabir as mentioned in my driving license WB 0119960248283 residing at 43 No, D H Road, Mominpur, Kolkata (M Corp.), West Bengal-700027 Indian have corrected my name and shall henceforth be mentioned as MOHAMMAD NAUSHAD ALAM (New Name) in my driving license, declared before the Ld. First Class Judicial Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 100019 on dated 10/10/2025. NAUSHAD ALAM and MOHAMMAD NAUSHAD ALAM both are same and identical person.

Name Change

I, Sanjay Kumar Daga (old name) son of Manak Chand Daga, residing at 106, Kiran Chandra Singha Road, 2nd Floor, Block – B 10, Flat – E, Howrah -711102, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Daga (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 24/10/2025. Sanjay Kumar Daga and Sanjay Daga both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, SAMIR HALDER পিতা-Subal Halder, গ্রাম-খুড়িগাছি, পোস্ট-সোনারপুর,থানা-সোনারপুর,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৫০ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ বসবাসকারী, এতদ্বারা ২১০৮২০২৫ তারিখে আলিপুর প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে শপথ পত্রের মাধ্যমে আমার প্রকৃত নাম PUKAI HALDER এর পরিবর্তে SAMIR HALDER নামে ঘোষণা করছি, যা আমার মেয়ে Anushree Halder এর জন্ম সার্টিফিকেট নিবন্ধন (নং ৮০৩, তারিখ ২৯০৭২০১০) ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । SAMIR HALDER এবং PUKAI HALDER উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

সরিয়ে দেওয়া হল হাজিরা খাতা, প্রতিবাদে কারখানার গেটে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৭ অক্টোবর ঃ আবার কারখানা বন্ধের ভ্রূকুটি। উৎপাদন বন্ধের পর এবার সরিয়ে দেওয়া হল শ্রমিকদের হাজিরা খাতা। প্রতিবাদে কারখানার গেটে প্রবল বিক্ষোভ শ্রমিকদের। দিন চারেক আগে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছিল কারখানা কর্তৃপক্ষ। এবার সরানো হল শ্রমিকদের হাজিরা খাতাও। এমন একতরফাভাবে কর্তৃপক্ষের ধাপে ধাপে কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামলেন কারখানার শ্রমিকেরা। বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের নিরিশা গ্রামে থাকা একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানায় ঘটনাটি ঘটেছে। বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের নিরিশা গ্রামে প্রায় দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে রমরমিয়ে চলে আসছে একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানা। সেই কারখানায় এতদিন এলাকার দু'শোরও বেশি শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। মাস দুয়েক আগে থেকে লোকসানের কারণ দেখিয়ে শ্রমিকদের বেতন দেওয়া বন্ধ করে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ। এরপরেও উৎপাদন জারি ছিল। দিন চারেক আগে কারখানায় উপাদন বন্ধ হতেই প্রমাদ গুনতে শুরু করেন শ্রমিকেরা। আজ সকালে কারখানার শ্রমিকেরা অন্যান্য দিনের মতো কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন কারখানার গেটে থাকা শ্রমিকদের হাজিরা খাতা সরিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন তাঁরা। এতেই কারখানার গেটে ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। আইএনটিটিইউসি ও সিআইটিইউ সহ একাধিক শ্রমিক সংগঠনের শ্রমিকেরা সম্মিলিতভাবে কারখানার গেটে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, দু'মাসের বেতন বকেয়া থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কারখানায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এমন একতরফাভাবে কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাঁরা চরম বিপদের মুখে পড়লেন।

শ্বশুরবাড়িতে এসে রহস্যমৃত্যু জামাইয়ের, খুনের অভিযোগ পরিবারের

সুদীপ্ত লাহিড়ী, মালদা, ২৭ অক্টোবর ঃ মনসা গান শুনতে শ্বশুরবাড়ি ঘুরতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি জামাইয়ের। ঝোপঝাড় থেকে জামাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর অঞ্চলের নওয়াদা এলাকায়। সোমবার সাতসকালে শ্বশুরবাড়ির পাশে একটি ঝোপঝাড় থেকে জামাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের সদস্যরা খুনের অভিযোগ তুলেছেন। জানা গেছে, মৃতের নাম অমিত চৌধুরী (৩২)। বাড়ি ইংরেজবাজার। গত তিন বছর আগে মালদার মানিকচক ব্লকের এনায়েতপুর নওদা এলাকায় অমিতের বিয়ে হয়। এদিন মনসা গান উপলক্ষ্যে পরিবার সহ সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়িতে ঘুরতে যান তিনি। সেখানেই রাতে স্ত্রীর সঙ্গে গান শোনার পর শ্বশুরবাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় স্ত্রীকে পাঠিয়ে নিজে মাঝপথে থেকে যান। এরপর আর শ্বশুরবাড়িতে ফেরেননি জামাই। মৃতের ভাই মনোজ চৌধুরী জানান, সারা শরীরে মারের আঘাত রয়েছে। দাদাকে খুন করে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা এর সঠিক তদন্ত চাই। স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী বলেন, রাতে দু'জন একসঙ্গে মনসা গান শুনে ঘরে ফিরছিলাম। সেই সময় প্রস্রাবের কথা বলে মাঝপথে থেকে যায় স্বামী। এরপর আর রাতে বাড়ি ফেরেননি তিনি। রাতভর অপেক্ষা করার পর ঘুমিয়ে পড়লে সকালে উঠে দেখি স্বামীর মৃতদেহ বাড়ির পাশে পড়ে রয়েছে। কেউ বা কারা তাঁকে খুন করেছে। এদিকে এই ঘটনার পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মানিকচক থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঝাউবনে উদ্ধার তরুণীর দেহ, খুনের স্বীকারোক্তি এক অভিযুক্তের

অশোক দাস, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ অক্টোবর ঃ ধর্ষণ নাকি অন্য কোনও কারণ? পূর্ব মেদিনীপুরের জুনপুটের গোপালপুর সমুদ্রসৈকতের ঝাউবনে মিলল অজ্ঞাতপরিচয় তরুণীর দেহ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। তবে কী কারণে কিংবা কীভাবে খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রবিবার বিকেলের এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, পাশাপাশি উঠেছে পর্যটন এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ স্থানীয় কয়েকজন মহিলা ঝাউবনের দিকে গিয়েছিলেন। সেই সময় ওই তরুণীর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর হাত-পা বাঁধা ছিল। গলায় ওড়নার ফাঁস। খবর দেওয়া হয় জুনপুট থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তরুণীর দেহ উদ্ধার করে। কীভাবে মৃত্যু হল ওই তরুণীর, তা জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। তদন্ত নেমে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খুনের কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই পরিষ্কার হবে কীভাবে খুন করা হয়েছে ওই তরুণীকে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে খুনের কথা স্বীকার করেছে ধৃত। জানা গেছে, ব্যক্তিগত আক্রোশের জেরে সে ওই তরুণীকে খুন করে ঝাউবনের ভিতরে দেহ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। তবে সেই আক্রোশের নেপথ্যে কারণ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই প্রশ্ন উঠছে জুনপুট থানার পুলিশের ভূমিকা এবং পর্যটন এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাত্র দু'দিন আগেই এলাকায় মারধর ও অশান্তির ঘটনা ঘটেছিল। তার পরই এমন মর্মান্তিক ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা উপকূল জুড়ে। গোপালপুর ও জুনপুটে বেড়াতে আসা পর্যটকদের মধ্যেও ছড়িয়েছে উদ্বেগ, আর স্থানীয়দের দাবি- দ্রুত এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হোক।

হাতি ও পাখিদের উপদ্রব থেকে অভিনব কায়দায় ফসল বাঁচানোর চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৭ অক্টোবর ঃ হাতি ও পাখিদের উপদ্রব থেকে ধানের ফসল বাঁচাতে দারুণ বুদ্ধি। প্লাস্টিকের টুকরো তারের সঙ্গে ঝুলিয়ে অভিনব কায়দায় ফসল বাঁচানোর চেষ্টা জঙ্গল লাগোয়া গ্রামবাসীর। মাটিয়ালি ব্লকের গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন উত্তর ধূপঝরা এলাকায়। এই পদ্ধতি হাতি ও মানুষের সংঘাত রুখতে অনেকটাই কার্যকরী হবে বলে ধারণা পরিবেশপ্রেমীদের। জমিতে ধান পাকতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে

পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হাতির হানা। বর্তমানে সন্ধ্যা হলেই জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ধানি ক্ষেতে হানা দিচ্ছে হাতির দল। ধানের লোভে ধান খেতে আসছে পাখি। হাতি ও পাখির হাত থেকে ফসলকে কীভাবে বাঁচানো যায় তা নিয়ে কার্যত চিন্তায় পড়েছিল কৃষকেরা। হাতি ও পাখিদের থেকে ধান ক্ষেত বাঁচাতে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছে জঙ্গল লাগোয়া এলাকার কৃষকেরা। এতে শুধু ধান ক্ষেতে হাতি ও পাখির হানা আটকানো যাচ্ছে তাই নয় বরং হাতি ও পাখিরাও আঘাত প্রাপ্ত হচ্ছে না। বর্তমানে জলপাইগুড়ির মাটিয়ালি ব্লকের গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন উত্তর ধুপঝোরা মাকরাপাড়া এলাকায় গেলেই চোখে পড়বে এই পদ্ধতি। ধান ক্ষেতের চারিদিকে অ্যালুমিনিয়ামের তার টাঙিয়ে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর অন্তর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে প্লাস্টিকের টুকরো। আর হাতি ফসল ক্ষেতে প্রবেশ করতে চাইলেই তারের সঙ্গে হাতির ঘষা লাগলেই হবে আওয়াজ। আর এই আওয়াজেই হাতি ভয় পেয়ে আর ধান ক্ষেতে ঢুকবে না বলে দাবি কৃষকদের। এটা আওয়াজ নয় যেন এলার্ম হিসেবে কাজ করছে, কৃষকদের জন্যও। যখনই ঝন ঝন আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন ক্ষেতের পাহারাদার বা জমির মালিক সঙ্গে সঙ্গে তারা সতর্ক হয়ে সার্চ লাইট জ্বালিয়ে বা পটকা ফাটিয়ে হাতির দলকে তাড়িয়ে দিতে পারছেন। রাতেরবেলা এইভাবেই হাতির হাত থেকে ধান ক্ষেত রক্ষা করার পাশাপাশি দিনের বেলা ঝুলে থাকা প্লাস্টিক হাওয়ায় নড়ার ফলে পাখিরাও ক্ষেতে আসতে ভয় পাচ্ছে। এলাকার কৃষক বলেন, ধানের মরশুমে হাতির পালের অত্যাচারে আমাদের রাতের ঘুম উড়েছিল। এরপর বহু চিন্তাভাবনা করে আমরা বিকল্প কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করতে শুরু করি। ধান পাকতে শুরু করেছে। তাই এই ব্যবস্থা করেছি। এখন হাতি ও পাখির হাত থেকে ধান ক্ষেতকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভালভাবেই রক্ষা করা যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে আমরা হাতির হাত থেকে ধান রক্ষা করার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করি'।

কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত 'বুড়িমা'র পুজো' এবার ২৫৩ তম বর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২৭ অক্টোবর ঃ বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু হয় কৃষ্ণনগরের রাজা

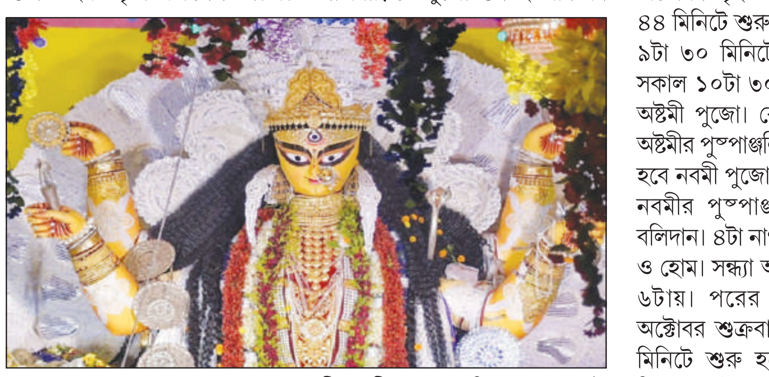

কৃষ্ণচন্দ্রের হাত ধরে! তার আগে বঙ্গে দেবীর পুজো হত কি না, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। কৃষ্ণনগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে বুড়িমার একাধিক গল্প। চাষাপাড়া সর্বজনীনের এই পুজো শুরুর ইতিহাস নিয়ে রয়েছে দ্বিমত। কেউ বলেন, রাজা স্বপ্নাদেশ পেয়ে চাষাপাড়ার তৎকালীন লেঠেলদের এই পুজোর দায়িত্ব দেন। আবার অনেকের মতে, মায়ের পুজো রাজবাড়ির বাইরে ছড়িয়ে দিতে রাজা এই পুজো শুরু করেন। তবে পুজোর শুরু নিয়ে দ্বিমত থাকলেও ভক্তদের কাছে বুড়িমার মাহাত্ম্য নিয়ে কোনও সংশয় নেই। তবে রাজবাড়িতে পুজো শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে এই শহর-সহ বঙ্গে। চাষাপাড়ার বুড়িমার পুজো শুরু হয় ১৭৭২ সালে। এবার পুজোর ২৫৩ তম বর্ষ। ভক্তদের বিশ্বাস, মায়ের কাছে কিছু চাইলে তিনি ফেরান না। পুজো দিতে হাজার হাজার ভক্ত ভিড় জমান। এবারের পুজোর নির্ঘণ্ট, অঞ্জলির সময়। কৃষ্ণচন্দ্রের শহরে মূল পুজো হয় নবমীর দিনে। বুড়িমাকে সাজানো হবে ২৯ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায়। দেবী সাজবেন ১০ কেজি সোনায়। ভোররাতে প্রায় ৪ টা নাগাদ মঙ্গলঘটে জল ভরে শুরু হবে পুজো। বুধবার বেলা ১২ থেকে নেওয়া হবে মানসিক দ্রব্যাদি। ৩০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ভোর ৫টা ৪৪ মিনিটে শুরু হবে সপ্তমী পুজো। ৯টা ৩০ মিনিটে হবে পুষ্পাঞ্জলি। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে অষ্টমী পুজো। বেলা ১২ টায় হবে অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি। দুপুর ১টা নাগাদ হবে নবমী পুজো। ২টো ৩০ মিনিটে নবমীর পুষ্পাঞ্জলি। বেলা ৩টেয় বলিদান। ৪টা নাগাদ পুজোর আরতি ও হোম। সন্ধ্যা আরতির সময় সন্ধ্যা ৬টায়। পরের দিন অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দশমীর পুজো। বিকেল ৪টেয় দেবীকে আসন থেকে নামানো হবে। পুজোর দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থান থেকেই ভোগপ্রসাদ বিতরণ করা হবে বলেই জানানো হয়েছে পুজো কমিটির তরফে। কৃষ্ণনগরে সবার শেষে বুড়িমার বিসর্জন হয়। মাকে রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার পর কাঁধে করে জলঙ্গিতে বিসর্জন দেওয়া হয়। সেই বিসর্জন দেখতে রাস্তার ধারে ভিড় জমান ভক্তরা। এবারও কয়েক লক্ষ ভক্তের সমাগম হবে বলে মনে করছে পুজো কমিটি।

'ফ্রিডম ফাইটারস আর্কাইভ' চালু হল মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ২৭ অক্টোবর ঃ মেদিনীপুরের সঙ্গে বিপ্লব যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ব্রিটিশ হটাতে একের পর এক তরুণ তরুণীরা জেল খেটেছেন। বেশ কয়েকজনকে সাজা দিয়েছে ব্রিটিশেরা। যার সাক্ষী থেকেছে অবিভক্ত মেদিনীপুরের প্রাচীন মেদিনীপুর জেল। এককালের এই প্রাচীন স্বাধীনতার ইতিহাস বয়ে নিয়ে চলা মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল পরিবর্তিত হয়েছে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল সংশোধনাগারে। তবে বছরের পর বছর ধরে মেদিনীপুর বহন করে চলেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। বেশ কিছু কাহিনি প্রকাশিত, তবে এবার মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন অধ্যায় সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আর্কাইভে এবার মেদিনীপুরের কথা। ঘুরে দেখে জানতে পারবেন মেদিনীপুরের স্বাধীনতার সংগ্রামের কাহিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের নানা অজানা কাহিনি অপ্রকাশিত। মেদিনীপুরের বীর বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুকে চিনলেও বহু বিপ্লবীদের নাম জানেন না অনেকেই। তাই সকলের সামনে এক নতুন ইতিহাস রচনা করল জেল কর্তৃপক্ষ। নানান তথ্যের সম্বলিত 'ফ্রিডম ফাইটারস আর্কাইভ' চালু হল মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। ইতিমধ্যেই সেই আর্কাইভ মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সংশোধনাগারের সুপার বিনোদ সিং ও মেদিনীপুর পৌরসভার পৌর প্রধান সৌমেন খান-সহ জেল পুলিশের অন্যান্য আধিকারিক এবং বেশকিছু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্যরা। ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু-সহ অনেকেই। পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল মোচন করার জন্য হাসিমুখে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্যরা। মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেই ফাঁসি হয়েছিল পাঁচ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর। মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ফ্রিডম ফাইটার্স আর্কাইভের দেওয়াল জুড়ে বিপ্লবের সেই অগ্নিযুগের ইতিহাস। রবিবার এবং ছুটির দিন ছাড়া সবদিনই খোলা থাকবে এই আর্কাইভ বলে খবর। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। ক্ষুদিরাম বসু, বিমল দাশগুপ্ত, জ্যোতিজীবন ঘোষ, প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য, অনাথবন্ধু পাঁজা, মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ-সহ অখণ্ড মেদিনীপুরের অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বলিদানের ইতিহাস লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে এই আর্কাইভে। সেই সঙ্গেই জেলার আনাচে- কানাচে থাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও ছবি ও তথ্য আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কারাগারে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কীভাবে নিজেদের যন্ত্রণার দিন কাটিয়েছে তাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিপ্লবীদের চিঠিপত্র, ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি-বিজড়িত নানা পেপার কাটিং, বিভিন্ন ধরনের ছবিও স্থান পেয়েছে এই আর্কাইভে। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের প্রধান প্রবেশদ্বারের ঠিক উল্টোদিকে অবস্থিত কর্নেল এম. এ. সিং গার্ড ভবনকে সংস্কার করে সেখানেই গড়ে তোলা হয়েছে এই আর্কাইভ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের ভূমিকা এবং ইতিহাসকে এইভাবে সকলের সামনে উপস্থাপিত করার ভাবনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে।

পোকার ভয়াবহ উপদ্রবেই নষ্ট হচ্ছে পাকা ধান, দিশেহারা চাষীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৭ অক্টোবর ঃ কেতুগ্রামে ধান নষ্ট! পোকার থাবায় দিশেহারা চাষীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম জুড়ে এখন চাষীদের মুখে একটাই কথা, আমাদের সব শেষ! মাঠ জুড়ে দেখা যাচ্ছে লাল হয়ে যাওয়া ধানগাছ, কোথাও আবার গোড়া পচে যাচ্ছে। চাষিরা যখন ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন, তখনই যেন নেমে এল এই গভীর অন্ধকার। চাষীদের অভিযোগ, পোকার ভয়াবহ উপদ্রবেই নষ্ট হচ্ছে পাকা ধান। কীটনাশক প্রয়োগ করেও কোনও ফল মিলছে না। কেউ বারবার ওষুধ বদলাচ্ছেন, কেউ অতিরিক্ত খরচ করে নতুন নতুন ওষুধ দিচ্ছেন, তবু জমির চেহারা পাল্টাচ্ছে না। এক ধান চাষী বলেন, ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ হাজার টাকা লোন নিয়ে ৯ বিঘা জমিতে চাষ করেছি। আমার সব ধান লাল হয়ে গেছে। কীভাবে টাকা শোধ করব সেটাই ভাবছি। বাড়িতে ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। কী করব সেটাই ভেবে পাচ্ছি না, মরা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। কেতুগ্রাম ২ ব্লকের শিবলুন, নবগ্রাম, গঙ্গাটিকুরি, বহড়ান সহ একাধিক জায়গায় ইতিমধ্যেই প্রায় হাজার হাজার বিঘা ধান জমিতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কৃষকদের দাবি, কৃষি দফতরের তরফে কোনও নজরদারি বা পরামর্শ নেই। কেউ মাঠে এসে পরিস্থিতি দেখছে না। চাষিরা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, চোখের সামনে ধান নষ্ট হচ্ছে। অথচ কৃষি দফতর নীরব। আমরা কাকে বলব? তথ্য অনুযায়ী, কাটোয়া মহকুমার পাঁচটি ব্লক কাটোয়া ১, কাটোয়া ২, কেতুগ্রাম ১, কেতুগ্রাম ২ এবং মঙ্গলকোট মিলিয়ে এই মরসুমে প্রায় ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে আমন

ধান চাষ হয়েছে। এর মধ্যে কেতুগ্রামের অনেক এলাকায় ইতিমধ্যেই ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশ ধান পেকে গেছে। ঠিক সেই সময়েই দেখা দিয়েছে পোকার আক্রমণ। অনেক চাষী সমবায় সমিতি বা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছিলেন। এখন তাঁরা হতাশ। অসহায় সুরে অনেকের প্রশ্ন, টাকা ধার করে চাষ করেছি, ধানই যদি না হয়, ঋণ শোধ করব কীভাবে? ক্ষতির আশঙ্কায় অনেকে এখন থেকে নতুন মরশুমের কথা ভাবছেন, কেউ আবার জমিতে চাষ করার সাহস পাচ্ছেন না। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে, চাষীরা নিজেরাই দল বেঁধে ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে আগাছা তুলে বা মাটি পরীক্ষা করে দেখছেন কোনও ভাবে ফসল বাঁচানো যায় কিনা। আর এক চাষী বলেন, কৃষি দফতর এখনও আমাদের কাছেই আসেনি। আর কী বলব? হাজার হাজার টাকার ওষুধ দিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না। ধান তো একেবারেই হবে না মনে হচ্ছে। ধান যে কাটব সেই লেবারের মজুরি কীভাবে দেব সেটাও জানি না। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে পোকা ও ছত্রাকের বিস্তার বেড়েছে। চাষীদের দাবি, কৃষি দফতরের তরফে যদি সময়মতো সতর্কতা বা পরামর্শ দেওয়া হত, তাহলে ক্ষতি এতটা বাড়ত না। এই বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষি দফতরের এক আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মুখ খুলতে চাননি। শুধু বলেন, ঘটনাটি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এখন জোর বিপাকে পড়েছেন ধান চাষীরা।

ছট পূজোয় চাহিদা তুঙ্গে, রাজ্যের আখ পাড়ি দিচ্ছে বিভিন্ন প্রান্তে

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ২৭ অক্টোবর ঃ শুরু হয়েছে ছট পুজো। জোরকদমে চলছে আখ বেচাকেনা। পূর্ব বর্ধমানের কালনার সমুদ্রগরের গোয়ালপাড়া আখ বাজার এখন সরগরম। সেখান থেকে প্রতিদিন ট্রাক ভর্তি আখ রওনা দিচ্ছে বিহার, ঝাড়খণ্ড, কলকাতা-সহ রাজ্যের নানা প্রান্তে। রাজ্যের মধ্যেও আখের চাহিদা তুঙ্গে। বিশেষ করে আসানসোল ও দুর্গাপুরে ব্যাপক পরিমাণে আখ পাঠানো হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, গত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর ছট পুজো ঘিরে আখের চাহিদা বেড়েছে বহুগুণ। এক আখ চাষী বলেন, আখ চাষ করে আমরা এখন ভালই খুশি, দামও বেশ ভালই পাচ্ছি। ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা খরচে চাষ করে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত দাম পাচ্ছি। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় লাভের মুখ দেখছেন চাষী ও ব্যবসায়ীরা। ফলে পূর্ব বর্ধমানের গোয়ালপাড়া আখ বাজারে এখন উৎসবের আমেজ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে বেচাকেনা। দূর-দূরান্ত থেকে ব্যাবসায়ীরা ভিড় জমাচ্ছেন। কেউ ট্রাক, কেউ ম্যাটাডর ভর্তি করে আখ নিয়ে যাচ্ছেন ভিন্ন রাজ্যে ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। ছট পুজোয় আখের গুরুত্ব অনেকটাই। অন্যান্য ফলমূলের সঙ্গে আখও এই পুজোর অন্যতম অঙ্গ। ভক্তদের মতে, সূর্য দেবের উপাসনায় আখ শুভ বলে মনে করা হয়। তাই প্রতি বছরই এই সময়ে আখের বিক্রি বেড়ে যায়, তবে এবছর চাহিদা রেকর্ড ছুঁয়েছে। সব মিলিয়ে আখের দাম বেশি মেলায় চাষীদের মুখে এখন খুশির হাসি।

শিলিগুড়িতে আসবাবপত্রের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই চারটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ অক্টোবর ঃ শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে একটি আসবাবপত্রের দোকানে রবিবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। অগ্নিকাণ্ডে ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর তিনটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে কয়েক ঘন্টার কঠোর পরিশ্রমের পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং বরো চেয়ারম্যান গার্গী চ্যাটার্জি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে দেখা করেন। দমকল কর্মকর্তা জানান, আগুনে চারটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তিনটি দমকলের ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বলেন, প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করবে। শিলিগুড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি দমকল বিভাগকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরামর্শ দেন। এদিকে, বরো চেয়ারম্যান গার্গী চ্যাটার্জি এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে অভিহিত করে বলেছেন যে শিলিগুড়ি পুরসভা এই কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেছেন যে মেয়র গৌতম দেব আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করবেন। তিনি আরও বলেন যে আগুনের প্রকৃত কারণ তদন্ত করা হবে এবং যদি কোনও ষড়যন্ত্র পাওয়া যায় তবে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অগ্নিনির্বাপণ বিভাগ আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে।

আমি, লাভিশা খাটনানী, মুরারি লাল খাটনানীর কন্যা, বর্তমানে ২৭৭, জ্যোতিষ রায় রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা, থানা বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৫৩ (৩৮এ / ২, জ্যোতিষ রায় রোড, নিউ অলপোর, কলকাতা - ৭০০০৫৩, পশ্চিম বঙ্গ), আধার নং ৮১৮২ ০৫৩০ ৪১৩৮-এ বসবাস করছি, এতদ্বারা আন্তরিকভাবে ঘোষণা করছি যে মহাশয় সাইফ ওয়ার্সির সাথে আমার বিবাহের পর, আমি আমার পূর্বোক্ত আধার কার্ড পেয়েছি যেখানে আমার নাম আসবাহ ওয়ার্সি হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে এবং ঠিকানাটি ২৩ /সি, ব্রাইট স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে। হলফনামা নং ৬৪৫০২ তারিখ ১৫.১০.২০২৫ অনুসারে, লর্ডের সামনে শপথ গ্রহণ। আলিপুর (পশ্চিমবঙ্গ) এর প্রথম শ্রেণীর বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করছেন যে, এখন থেকে আমি কেবল আমার পূর্বের পুরাতন নাম লবিশা খাটনানী হিসেবে পরিচিত থাকব, যা আমার পূর্ববর্তী আধার কার্ড এবং অন্যান্য সমস্ত কাগজপত্র এবং নথিতেও সংশোধন করা উচিত। আমার বর্তমান ঠিকানাও একই ঠিকানায় উল্লেখ করা উচিত। লবিশা খাটনানী এবং আসবাহ ওয়ার্সি উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

কানপুরে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৭ অক্টোবর ঃ কানপুরে কাজের সূত্রে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হল বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিক প্রতীক হেমব্রমের। রেললাইনের মাঝখান থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ, যা ঘিরে ছড়িয়েছে প্রবল রহস্য। পরিবারের অভিযোগ, প্রতীককে খুন করে দেহ রেললাইনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরই তৃণমূল সাংসদ ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এক প্রতিনিধি দল পৌঁছে যায় বীরভূমের দামোদরপুর গ্রামে, মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে। সোমবার সকালে রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল হোসেন-সহ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বক্তব্য শোনেন। তাঁদের দাবি, যোগী সরকারের রাজ্যে 'আদিবাসী দলিত বিরোধী' মনোভাব থেকেই এই ঘটনার নেপথ্যে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। পরে তৃণমূলের তরফে বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতেও পোস্ট করা হয়। প্রতীক হেমব্রম নিরাপত্তারক্ষীর কাজ নিয়ে কানপুরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই কাজে ঠিকমতো বেতন হতো না বলে অসন্তোষ ছিল তাঁর। বাড়ি ফিরে আসার কথা ভাবছিলেন। সোমবার প্রতীকের স্ত্রী জানিয়েছেন, শেষবার ২১ অক্টোবর স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি তখনও ফেরার কথা জানিয়েছিলেন। এরপর ২২ তারিখ স্বামীকে অনেকবার ফোন করেও পাননি। শেষে যখন প্রতীক ফোন ধরেন, তখন তাঁর গলায় আতঙ্ক ছিল স্পষ্ট। স্ত্রী জানতে চান, কিছু ঘটেছে কি না। তাতে প্রতীক জানান, কিছু হয়নি, তবে বারবার ফোন করায় স্ত্রীকে কিছুটা ভর্ৎসনা করেন। তখন থেকেই চিন্তা হচ্ছিল পরিবারের সদস্যদের। শেষে শনিবার রাতে পাড়ুই থানার মাধ্যমে তাঁরা খবর পান, কানপুরে রেললাইনে উদ্ধার হয়েছে প্রতীকের দেহ। সোমবার তাঁর বাড়ি গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর সামিরুল ইসলাম জানান, স্ত্রী জানালেন যে শেষবার যখন কথা হয়েছিল, তখন প্রতীকের গলায় আতঙ্ক ছিল। যেভাবে দেহ উদ্ধার হয়েছে, তাতে যথেষ্ট রহস্য আছে। রেললাইনে কাটা পড়লে সারা শরীরে ক্ষত থাকত। কিন্তু আঘাত শুধু মাথার পিছনে আছে। সামিরুলের আরও বক্তব্য, আপনারা জানেন, উত্তরপ্রদেশ মানে যেখানে ঘটনাটা ঘটেছে, সেখানে আদিবাসী-দলিত- সংখ্যালঘু বিরোধী একটা সরকার চলছে। সেখানে বাঙালি শ্রমিকদের রোজ বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু মোটেই আমরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিচ্ছি না। এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া দরকার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমাদের ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল দেখা করলাম পরিবারের সঙ্গে। তাঁদের সবরকমভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি।

চিকিৎসায় গাফিলতি? শিশুমৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা, ভাঙচুর ফার্মাসিস্টের চেম্বারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৭ অক্টোবর ঃ আবার ভুল চিকিৎসার অভিযোগে শিশুমৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ফার্মাসিস্টের চেম্বারে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুসুবা এলাকায়। পরে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ওই ফার্মাসিস্টকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে আটক ফার্মাসিস্টের দাবি, শিশুর চিকিৎসায় কোনও ত্রুটি হয়নি। ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কেটি লেপচা জানান, শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি, তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাসুসুবা মাস্টারপাড়া এলাকার বাসিন্দা বিকাশ রায়ের তিন বছরের ছেলে জিসান রায় গত বুধবার থেকে পেটের সমস্যায় ভুগছিল। বিকাশ জানান, বাসুসুবা বাজারে নিজেকে ফার্মাসিস্ট পরিচয় দেওয়া নুর আলমের কাছে তাঁরা তাঁদের শিশুর চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। ওই ব্যক্তি শিশুটিকে বেশ কয়েকটি ওষুধ দিলেও তার শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে বিকাশ ও তাঁর স্ত্রী মিলে তাঁদের শিশুকে ফের ওই ব্যক্তির কাছে নিয়ে যান। নুর আলম সেখানে ওই শিশুকে একটি ইনজেকশন দেন। তাতে শিশুর শারীরিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। বিকাশরা বিকেলে তাঁদের সন্তানকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। শিশুটি সেখানেই মারা যায়। ওই শিশুর মৃত্যুর কারণ হিসেবে হাসপাতালের ডেথ সার্টিফিকেটে চিকিৎসক 'শক উইথ গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল হেমারেজ ইন কেস অফ ডায়াবিটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস' লিখেছেন। অর্থাৎ ডায়াবিটিক কিটোঅ্যাসিডোসিসের কারণে রোগীর শরীরে তীব্র শক হয় এবং তার সঙ্গে পাচনতন্ত্রে রক্তক্ষরণ। নুর আলম সোমবার সকালে তাঁর চেম্বার খুললে উত্তেজিত জনতা সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ওই চেম্বারে ভাঙচুর চালানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দা রায় বলেন, 'নিজেকে সার্জন বলে নুর আমাদের কাছে পরিচয় দেন। কারও হাত-পা কেটে গেলে তিনি চেম্বারেই রোগীকে ওষুধ, স্যালাইন দেন।' বিক্ষোভের খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ এসে অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়। মাল মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক দীপঙ্কর কর বলেন, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনও ফার্মাসিস্টের পক্ষে নিজে থেকে ওষুধ দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। কীভাবে ওই ফার্মাসিস্ট চেম্বার খুলে চিকিৎসা চালাচ্ছিলেন, তা জানা নেই।

চলন্ত সাইকেল থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৭ অক্টোবর ঃ চলন্ত সাইকেল থেকে পড়ে এক যুবকের আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় বিরাট চাঞ্চল্য। মৃত যুবকের নাম মনোজ বিশ্রা (২৭)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ থানার কুলিপাড়া এলাকায়। যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এদিন ওই যুবক সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তবে, কুমারগঞ্জ হাই স্কুলের সামনে হঠাৎ করেই আচমকা সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারান ওই যুবক। পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বরাহার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে যুবককে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে দ্রুত স্থানান্তরিত করা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরেই মৃত যুবককে বালুরঘাট পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে মৃত্যু কীভাবে ঘটল তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার। তাদের দাবি, মনোজের দেহে কোনরকম আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তবে কি হার্ট অ্যাটাক! নাকি এর পিছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে আছে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা জল্পনা। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ।

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, Dist.: Purulia, West Bengal
NOTICE INVITING e-TENDER- 05/25-26, Date: 16/10/2025
For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites e-Tender for **7(Seven)** Nos. works. Document download/ sale/ Bid submission starting from **28/10/2025 at 6.00 PM up to 05/11/2025 6.00 PM**. Bid Opening Date(Technical) **07/11/2025 at 6:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

Maliara Gram Panchayat
Maliara, Bankura
Notice Inviting e-Tender **E-NIT NO-10/APAS/2025-26) (2nd Call)** Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the **18 nos.** different works at different places. All information is available **www.wbtebders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

Office of the Jabarrah Gram Panchayat
Vill: Mudidih, P.O.: Kulabahal, Dist.: Purulia, West Bengal
NOTICE INVITING e-TENDER- 06/25-26, Date: 16/10/2025
For and on behalf of the Jabarrah Gram Panchayat, Pradhan, Jabarrah Gram Panchayat invites e-Tender for **7(Seven)** Nos. works. Document download/ sale/ Bid submission starting from **28/10/2025 at 6.00 PM up to 05/11/2025 6.00 PM**. Bid Opening Date(Technical) **07/11/2025 at 6:00 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নং ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/৩৭, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইএনজি.), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্রম নং, টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ (১) **ই-কেজিপি-ইস্ট-৬৪-২০২৫,** ডিইএন/ইস্ট/কেজিপি-র অধিক্ষেত্রে সাঁতরাগাছি-দেউলটি শাখার মধ্যে ১৫টি লেভেল ক্রশিং-এ উন্নয়নের কার্য সম্পাদন এবং মেঝের উপরিতলের উন্নয়ন, বেড়া দেওয়া, হাইট গেজ, শৌচালয় ও নলকূপের ব্যবস্থা সমেত লেভেল ক্রশিং (এল.সি.) গেটগুলির পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,১২,৯৯,০০৫.৮২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,০৬,৫০০ টাকা। (২) **ই-কেজিপি-সাউথ-৫৯-২০২৫,** এডিইএন/বিএলএস-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে খড়গপুর ডিভিসনের ক্যানাল ক্রশিংগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নীলগিরি-গোপীনাথপুর স্টেশনের মধ্যে রেলওয়ে কিমি ১৩/২০-১৩/২১ (এফ/বিএলএস)-এ রায়গাঁও গ্রামের নিকটে ২x ৫.৩৭৫ মিটার স্প্যান-এর নতুন ব্রীজ নং ১৫এ আরসিসি বক্স পুশিং পদ্ধতি দ্বারা নির্মাণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,৫৬,০৭,২৩৬.০৭ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৮,২৮,০০০ টাকা। (৩) **ই-কেজিপি-সাউথ-৬০-২০২৫,** এডিইএন/বিএলএস-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে নীলগিরিতে প্রতিস্থাপন খাতে ৮ ইউনিট টাইপ-II এবং ২ ইউনিট টাইপ-III কোয়ার্টার্স নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৪২,৩৬,৯৮৬.৩১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,২১,২০০ টাকা। (৪) **ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪৫-২০২৫,** এডিইএন/টিএমজেড-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে পিডব্লুআই/টিএমজেড শাখাতে পাঁশকুড়া (ব্যতীত) থেকে হলদিয়ার মধ্যে ০১.১০.২০২৫ তারিখ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ (০২ বছরের মেয়াদের জন্য) বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাকের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৭৯,১৯,১০১.০৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৮৯,৬০০ টাকা। (৫) **ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪৬-২০২৫,** এডিইএন/টিএমজেড-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে পিডব্লুআই/কেএটিআই শাখাতে তমলুক থেকে দীঘার মধ্যে ০১.১০.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত (০২ বছরের মেয়াদের জন্য) বিবিধ পি.ওয়ে (জোনাল) ট্র্যাকের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭০,২১,২৩৩.৬৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৫,১০০ টাকা। (৬) **ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪৭-২০২৫,** এডিইএন/টিএমজেড-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে দীঘা রেলওয়ে স্টেশনে পিএফ শেল্টার (১২টি) সহ ১, ২ এবং ৩ নং প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৯২,২৭,১৪৭.০২ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,৯৬,১০০ টাকা। (৭) **ই-কেজিপি-এইচকিউ-৪৮-২০২৫,** এডিইএন/টিএমজেড-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে পাঁশকুড়া-হলদিয়া শাখায় ০৬টি স্টেশনে (রঘুনাথবাড়ি, রাজগোদা, শহীদ মাতঙ্গিনী, কেশবপুর, মহিষাদল এবং বাসুলিয়া সুতাহাটা) রাস্তার ম্যাস্টিক উপরিতলের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে স্টেশনের প্রবেশপথের উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৫৭,৯৮,৯০৭.০৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৭৯,০০০ টাকা। (৮) **ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-৪৯-২০২৫,** ০১ বছরের মেয়াদের জন্য এডিইএন/জেজিএম-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে কলাইকুণ্ডা (ব্যতীত) - চাকুলিয়া (ব্যতীত) শাখায় নতুন কাজ সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন এবং পরিবর্তন, স্টাফ কোয়ার্টার্স এবং সার্ভিস বিল্ডিংগুলির মেরামতির কাজ, নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহরে কাজ প্রভৃতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২০,০৭,৩৬৫.৫৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১০,০০০ টাকা। (৯) **ই-কেজিপি-ওয়েস্ট-৫০-২০২৫,** ০১ বছরের মেয়াদের জন্য এডিইএন/জেজিএম-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে চাকুলিয়া (সমেত) থেকে কিমি ২৩৩.৩৩০ পর্যন্ত নতুন কাজ সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন এবং পরিবর্তন, স্টাফ কোয়ার্টার্স এবং সার্ভিস বিল্ডিংগুলির মেরামতির কাজ, নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহরে কাজ প্রভৃতি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩০,৭৯,২০৯.৭৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতি ক্ষেত্রে ০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ক্রম নং ১-এর জন্য ০৭.১১.২০২৫, ক্রম নং ২ থেকে ৬-এর জন্য ১৩.১১.২০২৫ এবং ক্রম নং ৭ থেকে ৯-এর জন্য ১৭.১১.২০২৫। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ক্রম নং ১, ৩, ৭, ৮ এবং ৯ প্রতিক্ষেত্রে ১২ মাস, ক্রম নং ২-এর জন্য ১৮ মাস, ক্রম নং ৪ ও ৫ প্রতিক্ষেত্রে ২৪ মাস এবং ক্রম নং ৬-এর জন্য ১৫ মাস। **প্রস্তাব শুরুর তারিখ ঃ** ক্রম নং ১-এর জন্য ২৪.১০.২০২৫ তারিখ থেকে ০৭.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ক্রম নং ২ থেকে ৬-এর জন্য ৩০.১০.২০২৫ তারিখ থেকে ১৩.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। ক্রম নং ৭ থেকে ৯-এর জন্য ০৩.১১.২০২৫ তারিখ থেকে ১৭.১১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন।
(PR-772)

চোট! সেমিফাইনালে নেই প্রতীকা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৭ অক্টোবরঃ মেয়েদের বিশ্বকাপের শেষ চারে পা রেখেছে ভারত। প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। ৩০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার নভি মুম্বইয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল। তার আগে প্রবল চাপে পড়ে গেল ভারত। চোটের কারণে ছিটকে গেলেন দিল্লির এক তারকা। তিনি আর কেউ নন, প্রতীকা রাওয়াল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ডু-অর-ডাই ম্যাচে দুরন্ত পারফর্ম করেছিলেন। স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ওপেন করতে নেমে ১২২ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। কিন্তু সেই প্রতীকাকে পাচ্ছে না ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচের আগে হরমনপ্রীত কৌরের টিম প্রবল চাপে পড়ে গেল। পুরো টুর্নামেন্টে দারুণ ছন্দে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। গত দু'বারের চ্যাম্পিয়নরা এ বারও খেতাবের খোঁজে নেমেছে ভারতে। অজিদের বিরুদ্ধে প্রতীকাকে না পাওয়া মানে ব্যাকফুটে থাকবে ভারতীয় দল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কার্যত নিয়মরক্ষার ম্যাচে দুর্ঘটনা

ঘটে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচেই ফিল্ডিং করার সময় হাঁটু ও গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন প্রতীকা। ২১তম ওভারে ভেজা মাঠে বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করতে গিয়ে তাঁর গোড়ালি ও হাঁটু টুইস্ট হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাঠের বাইরে চলে যান। ব্যাট করতেও নামেননি। তাঁর বদলে আমনজ্যোৎ কৌরকে ওপেন করতে দেখা গিয়েছে স্মৃতির সঙ্গে। ভারতীয় ওপেনার অস্ট্রেলিয়া তো বটেই, ভারত যদি ফাইনালে ওঠেন, সেই ম্যাচও খেলতে পারবেন না। অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগে খারাপ খবর ভারতের জন্য। প্রশ্ন হল, প্রতীকার বদলে কাকে খেলানো হতে পারে সেমিফাইনালে। ভারতের হাতে ঠিকঠাক বদলি নেই। বিশেষ করে প্রতীকা দুরন্ত ফর্মে ছিলেন। স্মৃতি একদিকে যখন বিস্ফোরক ব্যাটিং করেন, তখন উল্টো দিকে ধীরে ধীরে ইনিংস গড়ার চেষ্টা করেন প্রতীকা। যে কারণে ভারতের স্মৃতি-প্রতীকা ওপেনিং জুটি এতটা কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে মেয়েদের বিশ্বকাপে। প্রতীকার বদলে শেফালি ভার্মাকে খেলতে দেখা যেতে পারে। শেফালির অবশ্য অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। যা কাজে লাগতে পারে ভারতের।

চলতি মরশুমে জার্নি শেষ সিন্ধুর

সংবাদ সংস্থা, হায়দরাবাদ, ২৭ অক্টোবরঃ পায়ের চোটে আগেভাগেই শেষ হল পিভি সিন্ধুর এবারের মরশুম। সোমবার দু'বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ী ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকা নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন, চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি চলতি মরশুমের বাকি টুর্নামেন্টগুলো থেকে নাম তুলে নিচ্ছেন। সিন্ধু সেপ্টেম্বরের পর আর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। চায়না মাস্টার্স টুর্নামেন্টে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেই তাঁর জার্নি থেমে

যায়। তার আগে ইউরোপীয় লিগে নামার আগে পায়ে চোট পান। যা পুরোপুরি সেরে না ওঠায় পরবর্তী ধারাবাহিক প্রতিযোগিতা থেকে বিরতি নিতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে আর্কটিক ওপেন, ডেনমার্ক ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের মতো একাধিক বড় টুর্নামেন্টে দেখা যায়নি তাঁকে। ৩০ বছর বয়সি সিন্ধু এক্স-এ লেখেন, 'টিম ও চিকিৎসক ড. পারদিওয়ালার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা ঠিক করেছি, ২০২৫ মরশুমের বাকি সময়টা বিশ্রাম নেওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। ইউরোপীয় সফরের আগে পাওয়া পায়ের চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি। এটা মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু চোটই একজন খেলোয়াড়ের জীবনের অংশ। যা ধৈর্য আর মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়। আবার ফিরিয়ে আনে নতুন আগুনও।' এরপর জুড়ে দেন, 'ড. ওয়েইন লোম্বার্ড, নিশা রাওয়াত, চেতনাকে ধন্যবাদ জানাই-ওরা প্রতিদিন আমার পাশে থেকেছে। কোচ ইরওয়ানসিয়ার তত্ত্বাবধানে পুনর্বাসন ও ট্রেনিং শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁদের বিশ্বাসই আমাকে আরও শক্তি জোগাচ্ছে।' এই নিয়ে চার বছরে তৃতীয়বার সিন্ধু চোটের কারণে আগেভাগেই মরশুম শেষ করলেন। ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমসে পায়ে স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ধরা পড়ার পর থেকেই চোট কেরিয়ারে লাগাতার ছায়া ফেলেছে। ধারাবাহিকতা খুঁজে পেতে সময় লেগেছে। চলতি বছর ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন সিন্ধু। নতুন কোচ ইরওয়ানসিয়ার সঙ্গে প্র্যাকটিসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন। প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দ্বিতীয় রাউন্ডে হারান বিশ্বের দুই নম্বর ওয়াং ঝি ই-কে। কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেও আক্রমণাত্মক মেজাজে ধরা দেন। ২০২৪ সালে তিন বছরের খরা কাটিয়ে সৈয়দ মোদি ইন্টারন্যাশনাল খেতাব জিতেছিলেন সিন্ধু। তবে এ বছর কোনও টুর্নামেন্টেই কোয়ার্টারের গণ্ডি পেরোতে পারেননি।

পাঁজরে চোট থেকে রক্তক্ষরণ! চোটে কাবু শ্রেয়স আইয়ার

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ২৭ অক্টোবরঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ ওয়ানডে ম্যাচে দুঃসাহসিক ক্যাচ নিতে গিয়ে গুরুতর চোট পান শ্রেয়স আইয়ার। বর্তমানে তিনি সিডনির এক বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি রয়েছেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর বাঁ-দিকের পাঁজরে গভীর চোট লেগেছে এবং অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আপাতত তাঁকে ৫ থেকে ৭ দিন নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। ঘটনাটি ঘটে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ৩৪তম ওভারে। হর্ষিত রানার বলে অ্যালেক্স ক্যারি শর্ট থার্ডম্যান অঞ্চলে একটি ক্যাচ দেন।

দুরন্ত গতিতে পিছনের দিকে ছুটে গিয়ে শ্রেয়স ক্যাচটি তালুবন্দি করেন, কিন্তু ভারসাম্য হারিয়ে বেখাপ্পা ভাবে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ ধরা পড়ে। সতীর্থরা দ্রুত তাঁকে ঘিরে ধরেন, মাঠে প্রবেশ করেন দলের ফিজিও কমলেশ জৈন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কোনওরকমে ড্রেসিংরুমে ফেরেন শ্রেয়স। তবে তখনই তাঁর শ্বাসকষ্ট এবং ব্যথা বাড়তে শুরু করে। ভারতীয় দলের মেডিক্যাল টিম সময় নষ্ট না করে তাঁকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, শ্রেয়সের পাঁজরে কোনও হাড় না ভাঙলেও অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের সমস্যা তৈরি হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। সংক্রমণের আশঙ্কা এড়াতেই তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। একটি সূত্র পিটিআইকে জানিয়েছে, শ্রেয়স আইয়ার গত কয়েক দিন ধরে আইসিইউ-তেই রয়েছেন। রিপোর্টে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের ইঙ্গিত মিলেছে, তাই চিকিৎসকেরা কোনও ঝুঁকি নিচ্ছেন না। আপাতত তাঁর অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আছে, তবে পুরোপুরি সুস্থ হতে কিছুটা সময় লাগবে। শ্রেয়সের চোট ভারতের দলীয় পরিকল্পনায় বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অন্তত তিন থেকে চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে তাঁকে। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজে তাঁর খেলা এখন কার্যত অনিশ্চিত। ভারতের প্রথম ম্যাচ ৩০ নভেম্বর, পরের দুটি ম্যাচ ৩ এবং ৬ ডিসেম্বর। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইয়ারের ফিট হয়ে ওঠা বেশ কঠিন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে ইতিমধ্যেই রোহিত শর্মা ও কেএল রাহুল দেশে ফিরে গিয়েছেন, বিরাট কোহলি লন্ডনে গিয়েছেন। একমাত্র শ্রেয়সই রয়েছেন সিডনিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায়। তবে দলীয় চিকিৎসক ও ফিজিও নিয়মিতভাবে হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। একজন দলের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন, দ্রুত হাসপাতালে না নিলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে পারত। চোটের জায়গা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তাই সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে। কখন মাঠে ফিরতে পারবেন শ্রেয়স, এখনই বলা সম্ভব নয়।

রঞ্জিতে দুশো হাঁকালেন পৃথ্বী! গড়লেন দ্বিতীয় দ্রুততম ডবল সেঞ্চুরির রেকর্ড

সংবাদ সংস্থা, চণ্ডীগড়, ২৭ অক্টোবরঃ রঞ্জি ট্রফিতে ফের আলোচনায় পৃথ্বী শ। মহারাষ্ট্রের হয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাট হাতে ফের একবার দাপট দেখালেন। চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ডবল সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন মাত্র ১৪১ বলে। রঞ্জি ইতিহাসে এটিই দ্বিতীয় দ্রুততম দ্বিশতরান। মুম্বই থেকে মহারাষ্ট্র। দলবদল করে চলতি মরশুমেই নতুন জার্নি শুরু করেছেন পৃথ্বী। পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত যে একদম ঠিক ছিল, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন দুরন্ত পারফরম্যান্সে। শুরু থেকেই আগ্রাসী ভঙ্গিতে খেলেছেন।

১৪১ বলে পৌঁছে যান দু'শো-র ঘরে। পেছনে ফেলেন ২০২৩-২৪ মরশুমে রাহুল সিংয়ের রেকর্ড। রঞ্জি ট্রফির এলিট গ্রুপে পৃথ্বীর এই ইনিংস এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় দ্রুততম ডবল সেঞ্চুরি। উপরে রয়েছেন একমাত্র রবি শাস্ত্রী। যিনি ১৯৮৪-৮৫ মরশুমে মাত্র ১২৩ বলে দ্বিশতরান করেন। প্রায় চার দশক পর পৃথ্বীর ইনিংস তালিকায় দ্বিতীয় স্থান করে নিল। পৃথ্বীর খেলা শুধু গতি নয়, ছন্দেও ভরপুর। শুরু থেকে বোলারদের উপর চাপ তৈরি করেন। নিয়মিত স্ট্রোক খেলে এগিয়েছেন। তাঁর ব্যাট থেকে রান এসেছে ঝড়ের গতিতে-বাউন্ডারি ও ছক্কায় ভরপুর ইনিংস। প্রথম শতরান আসে ৭০ বলের মধ্যে, আর দ্বিতীয় শতরান করতে সময় নেন মাত্র ৭১ বল। দলবদলের পর এই ইনিংস পৃথ্বীর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কামব্যাকের ইঙ্গিত দিচ্ছে। জাতীয় দলে সুযোগ হারানোর পর তিনি বারবার বলেছেন, নিজের পারফরম্যান্স দিয়েই ফিরতে চান। রঞ্জিতে ধারাবাহিকতা সেই দাবির বড়সড় প্রমাণ হয়ে উঠতে পারে।

পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত কামব্যাক! জেরেভকে হারিয়ে ভিয়েনা ওপেন জিতে নিলেন সিনার

সংবাদ সংস্থা, ভিয়েনা, ২৭ অক্টোবরঃ প্রথম সেটে পিছিয়ে থেকেও শেষ হাসি হাসলেন ইয়ানিক সিনার। রবিবার ভিয়েনা ওপেনের ফাইনালে জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভকে হারিয়ে মরশুমের চতুর্থ শিরোপা জিতলেন ইতালিয়ান তারকা। স্কোরলাইনঃ ৩-৬, ৬-৩, ৭-৫। এই জয়ের সুবাদে ইনডোর হার্ডকোর্টে সিনারের অপ্রতিরোধ্য পারফরম্যান্সের ধারা আরও লম্বা হল। ছিনিয়ে নিলেন টানা ২১ জয়। পাশাপাশি ২৪ বছর বয়সি খেলোয়াড়ের এটিপি-র কেরিয়ার খেতাবের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২২-এ। শীর্ষ ১০ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে জয় এই মুহূর্তে ৫১। দু'ঘণ্টা ২৮ মিনিটের ম্যাচে সিনার মারেন ১১টি এস এবং ৪৪টি উইনার। প্রথম সেটে একসময় পিছিয়ে পড়েও নিজের ছন্দ ফিরে পান। ফাইনালের পর বলেন, ''অসাধারণ লাগছে। শুরুটা খুব কঠিন ছিল। ও দারুণ সার্ভ করছিল। তবু আমি লড়ে গিয়েছি, সঠিক সময়ে সেরা টেনিস খেলতে চেয়েছি। তৃতীয় সেটটা একদম রোলার কোস্টার। তবে আমি বলটা ভালোভাবে মারছিলাম, আর সেটাই আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।'' প্রথম সেটে জেরেভ এগিয়ে যান ৩-১ ব্যবধানে। শক্তিশালী সার্ভ ও বেসলাইন র‍্যালিতে নিপাট আধিপত্য ছিল তাঁরই। যা শেষ হয় ৬-৩ ফলে। দ্বিতীয় সেটে গিয়ার বদলান সিনার। জেরেভের সার্ভ ভেঙে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যান। নিখুঁত ক্রসকোর্ট ড্রপশটে প্রথম ব্রেক পান তিনি। এরপর ক্রমশ র‍্যালিতে নিয়ন্ত্রণ নেন, জেরেভকে ডানদিক-বাঁদিক ছুটিয়ে পয়েন্ট তোলেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় সেট নিজের করে নেন ৬-৩ ফলে। নির্ধারক সেটে শুরু থেকে পাল্টা আক্রমণ চলতে থাকে দুই দিকেই। স্কোর দাঁড়ায় ৪-৪। সপ্তম গেমে বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করলেও সিনার ম্যাচ ছাড়েননি। বরং, খেলার মোড় ঘুরে যায় শেষের দিকে। জেরেভ ৫-৪ এগিয়ে গিয়ে জয়ের আভাস দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সিনার নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে একের পর এক সঠিক শট খেলতে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক নিয়ে ৬-৫ ব্যবধানে এগিয়ে যান। শেষ গেমে সার্ভ ধরে ম্যাচ শেষ করেন সহজে। রুদ্ধশ্বাস কামব্যাকের পর সিনার বলেন, ''সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল হাল না ছাড়া। পরিস্থিতি বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, সার্ভিংয়ের সময় শক্তি বাঁচানো-এই ছোট ছোট জিনিসগুলোই আজ ফল দিয়েছে।'' অন্যদিকে জেরেভের স্বীকারোক্তি, 'ইয়ানিকের খেলার মান এখন অন্য পর্যায়ে। শেষ দু'বছরে ও যা দেখিয়েছে, অসাধারণ। আমার কাছে ও-ই এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়।'' এ মরশুমে চারটি এটিপি খেতাব জিতে আরও একবার নিজের জাত চেনালেন সিনার। ফর্ম ও ধারাবাহিকতায় তিনিই এখন ইনডোর সার্কিটে সবচেয়ে সফল খেলোয়াড়।

সাজঘরে রোহিত-শুভমানের দরাজ প্রশংসা গম্ভীরের, বিরাটকে উদ্দেশ করে কী বললেন?

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ২৭ অক্টোবরঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে জয়ের পর ড্রেসিংরুমে নিজের দলের ব্যাটিং ইউনিটকে বিশেষ বার্তা দিলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। বিশেষ করে রোহিত শর্মা ও বিরাট

কোহলির ১৬৮ রানের পার্টনারশিপে মুগ্ধ তিনি। একই সঙ্গে প্রশংসা করেছেন শুভমান গিলেরও। ২৩৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে রোহিত ও শুভমানের জুটিতে ইতিবাচক শুরুয়াত। ৬৯ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপকেই 'খুব গুরুত্বপূর্ণ' বলে উল্লেখ করেন গম্ভীর। পরে রোহিত ও বিরাটের তালমিল নিয়ে বলেন, ''ওদের জুটিও অসাধারণ। বিশেষ করে রোহিতের সেঞ্চুরি দারুণ ইনিংস। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দু'জনেই খেলা শেষ করে এসেছে। সেটাই দলের জন্য ভালো লক্ষণ।'' বোর্ডের প্রকাশিত এক ভিডিওতে গম্ভীরকে বলতে শোনা যায়, ''শুভমান আর রোহিত আমাদের ইনিংসের ভিত গড়েছিল। এরপর রোহিত-বিরাটের পার্টনারশিপ ম্যাচটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত যেভাবে দু'জন অপরাজিত থেকে জয় নিশ্চিত করেছে, সেটাই আসল সাফল্য!'' কোচের মতে, সবচেয়ে ইতিবাচক দিক-রান তাড়া করতে নেমে ক্লিনিক্যাল ফিনিশিং। যে কারণে পরে যোগ করেন, ''এমন চেজে টিম কতটা ধারাবাহিক হতে পারে, তা আমরা দেখিয়েছি। পুরো দলই খুব ভালো খেলেছে।'' তিন ম্যাচের সিরিজে ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে ছিলেন রোহিত। দ্বিতীয় ম্যাচে ৭৩ ও সিডনিতে অপরাজিত ১২১ রানের ইনিংসের সবাদে পান সিরিজসেরার সম্মান। অন্যদিকে, প্রথম দুটি ম্যাচে ব্যর্থ হলেও তৃতীয় ম্যাচে রান জোটে কোহলির। লড়াই শেষে রোহিত জানান, এই সিরিজ সম্ভবত তাঁর ও বিরাটের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর। সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ। মূল লক্ষ্য ফিটনেস ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

পাঞ্জাবে যোগদান করে কী বললেন আর্শদীপ?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবরঃ এবারের ডুরান্ড কাপে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স থাকেনি পাঞ্জাব এফসির। গতবারের হতাশা ভুলে চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ছিটকে যেতে হয়েছিল পরবর্তীতে। সেই হতাশা কাটিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ। সেই মর্মে বহু আগে থেকেই ঘর গোছাতে তৎপর ছিল দেশের প্রথম ডিভিশনের এই দল। কোচের নির্দেশ অনুযায়ী গত কয়েক মাস ধরে একের পর এক দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি নির্বাচনে যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়ে এসেছে পাঞ্জাব শিবির। বলতে গেলে নিজেদের ভুল ত্রুটি শুধরে এবারের এই সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর এই ফুটবল ক্লাব। সেইমতো এবার দলে যুক্ত করা হয়েছেন আর্শদীপ সিং। গত রবিবার নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করেছে পাঞ্জাব এফসি। তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে বাড়তি শক্তি জোগাবে দলের রিজার্ভ বেঞ্চকে। এই নয়া দলে যোগদানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''প্রতিটি খেলোয়াড়ই স্বপ্ন দেখে যে তারা যেখান থেকে এসেছে সেখান

থেকেই প্রতিনিধিত্ব করবে, আর আমার কাছে সেই স্বপ্ন পাঞ্জাব এফসির সাথে বাস্তবায়িত হয়েছে। হোশিয়ারপুরের মাহিলপুর থেকে এসে, আমি পাঞ্জাবিদের খেলাধুলার প্রতি আবেগের মধ্যেই বড় হয়েছি। এখন আমার রাজ্যের একমাত্র শীর্ষস্থানীয় ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। আমি গর্ব এবং আবেগের সাথে এই রঙের জার্সি পরব, এবং আশা করি, পাঞ্জাবের আরও খেলোয়াড়দের বড় স্বপ্ন দেখার জন্য অনুপ্রাণিত করব।'' তাঁর এমন মন্তব্য যথেষ্ট খুশি করেছে সকল সমর্থকদের। এই গোলরক্ষকের প্রসঙ্গে পাঞ্জাব এফসির ফুটবল ডিরেক্টর নিকোলাস টোপোলিয়াটিস বলেন, ''পাঞ্জাব এফসি আর্শদীপকে চুক্তিবদ্ধ করতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত, যিনি কেবল আমাদের গোলকিপিং ইউনিটকে শক্তিশালী করবেন না বরং দেশীয় প্রতিভার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশকেও সিস্টেমে নিয়ে আসবেন।'' আরও জানান, ''সে স্থানীয় ফুটবল সংস্কৃতি এবং এই অঞ্চলের একটি ক্লাবের হয়ে খেলার সাথে যে উচ্চ প্রত্যাশা তৈরি হয় তা বোঝে। আমরা নিশ্চিত যে সে মাঠে এবং মাঠের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই একজন প্রভাবশালী খেলোয়াড় হিসেবে নিজের উপস্থিতি বজায় রাখবে।''

রিয়ালের তোপে ইয়ামাল, এল ক্লাসিকোর শেষ বাঁশির পর ঠিক কী ঘটেছে

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২৭ অক্টোবরঃ 'রিয়াল মাদ্রিদ চুরি করে আর অভিযোগ করে'-এল ক্লাসিকোর আগে লামিনে ইয়ামালের এমন মন্তব্য তাতিয়ে দিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদকে। ম্যাচের আগেই ইয়ামালের এই মন্তব্য নিয়ে বিরক্তির কথা জানিয়েছিলেন রিয়াল তারকা দানি কারভাহাল। গতকাল মুখোমুখি লড়াইয়ে রিয়াল যেন ইয়ামালকে জবাব দেওয়ার জন্যই নেমেছিল। মাঠে ইয়ামাল যখনই বল স্পর্শ করেছেন, পুরো সান্তিয়াগো বার্নাব্যু কটাক্ষ করেছে। পুরো ম্যাচেই বারবার এই দৃশ্য দেখা গেছে। তবে ম্যাচের শেষ বাঁশির পর ইয়ামালকে ঘিরে যা হয়েছে, তাতে উত্তাপ-উত্তেজনা দৃষ্টিকটু পর্যায়ের সীমা ছাড়িয়েছে। ম্যাচটা রিয়ার মাদ্রিদ জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। খেলা শেষে দুই দুই দলের মধ্যে উত্তেজনার শুরু অবশ্য ভিন্ন এক ঘটনাকে ঘিরে। ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার আগের মুহূর্তে রেফারি সিজার সোটো গ্রাদো বার্সেলোনার মিডফিল্ডার পেদ্রিকে লাল কার্ড দেখান। রিয়াল মাদ্রিদের অরেলিয়েঁ চুয়ামেনিকে ট্যাকল করার জন্য ম্যাচে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখেন এই মিডফিল্ডার। এর আগে ভিনিসিয়ুসকে ফাউল করে পেয়েছিলেন প্রথম হলুদ কার্ড। এই ঘটনাকে কেন্দ্র দুই দলের ডাগআউটে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তবে এরপরই দ্রুত উত্তেজনার কেন্দ্রে চলে আসেন ভিনি-ইয়ামাল। প্রথমে ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুসকে দেখা যায় বার্সেলোনার খেলোয়াড়দের সঙ্গে ডাগআউট থেকে তর্কে জড়াতে। এরপর রিয়াল তারকার তোপের মুখে পড়েন ইয়ামাল। ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায় ইয়ামাল যখন হেঁটে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন

তখন তাঁকে হাত দিয়ে ইশারা করে কিছু বলছেন কারভাহাল। স্প্যানিশ গণমাধ্যমগুলোর খবর, সে সময় কারভাহাল তাঁর স্পেন সতীর্থ ইয়ামালকে বলেছিলেন, ''তুমি অনেক কথা বলো। এখন বলো দেখি!'' তখন ইয়ামাল কারভাহালের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে থামিয়ে দেন রিয়াল মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা। এরপর দুই দলের অন্য খেলোয়াড়রা সেখানে চলে এলে শুরু হয় হাতাহাতি। উত্তেজনার মধ্যে ইয়ামালকে মাঠ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এক পাশ থেকে ভিনিসিয়ুসকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে ইয়ামালকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলতে দেখা যায়। এ সময় কয়েকজন মিলেও ভিনিকে থামাতে পারছিলেন না। পরে জানা যায় ভিনি ইয়ামালকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, ''কী ব্যাপার! ব্যাক পাস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই তো করলে না।! শুধুই ডিফেন্ডারদের কাছে বল দিলে।'' রেফারির ম্যাচ-পরবর্তী আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করে স্প্যানিশ গণমাধ্যম জানিয়েছে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় ৬ জনকে হলুদ কার্ড এবং একজনকে লাল কার্ড দেখানো হয়েছে। শেষ বাঁশির পরের ঘটনায় যেসব খেলোয়াড় হলুদ কার্ড দেখেছেন তারা হলেন, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ফেরান তোরেস, আলেহান্দ্রো বালদে, ফারমিন লোপেজ, রদ্রিগো এবং এদার মিলিতাও। আর রিয়াল মাদ্রিদের গোলরক্ষক আন্দ্রে লুনিনকে তাঁর আচরণের জন্য সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হয়েছে। এল ক্লাসিকোতে রিয়ালের বিপক্ষে টানা পঞ্চম জয়ের লক্ষ্যে কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের তুরুপের তাস ছিলেন ইয়ামাল। কিন্তু রাফিনিয়া ও রবার্ট লেভানডফস্কির অনুপস্থিতিতে জ্বলে উঠতে ব্যর্থ হন এই তরুণ উইঙ্গার। ৯০ মিনিট ধরে ইয়ামাল ছিলেন একরকম বোতলবন্দী। মুখোমুখি দ্বৈরথে ইয়ামালকে একরকম শ্বাসই নিতে দেননি রিয়াল লেফট ব্যাক আলভারো কারেরাস। পুরো ম্যাচে দুটি শট নেওয়া এবং দুটি সুযোগ তৈরি ছাড়া আর তেমন কিছুই করতে পারেননি এই তরুণ। ম্যাচ শেষে এই ঘটনা নিয়ে বার্সেলোনা মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং বলেন, ''ঠিক কী ঘটেছিল আমি তা দেখিনি। তখন আমি বেঞ্চে ছিলাম, শুধু দেখলাম অনেক লোক জমেছে। রেফারি বাঁশি বাজানোর পর রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়রা লামিনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। বিষয়টা তাদেরই জিজ্ঞেস করা ভালো।''

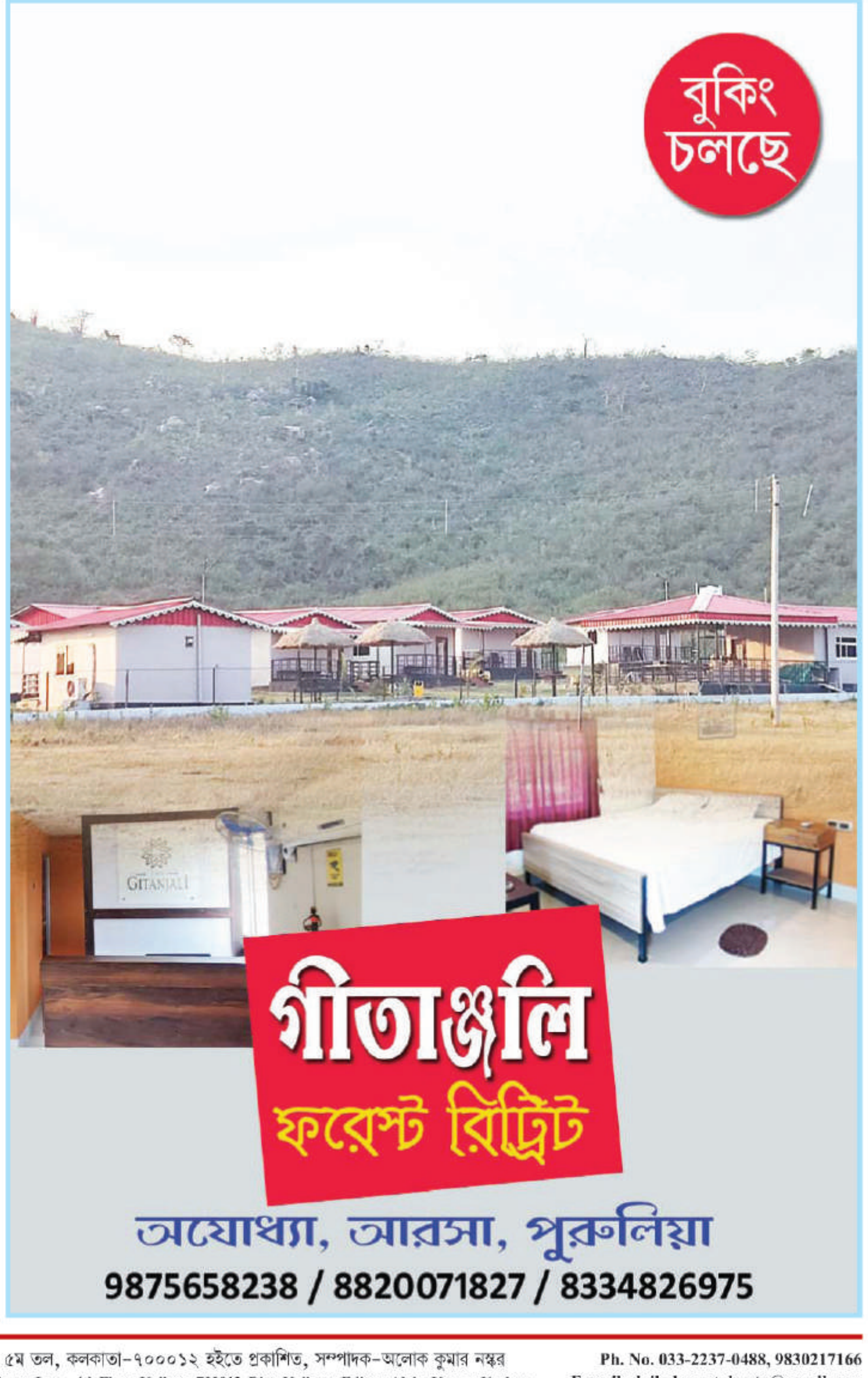

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com